বঙ্গীয় শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টর বাহাদুরের নির্দিষ্ট সিলেবাস অনুযায়ী প্রধানতঃ লিখিত। [৮।৬ পি-৪-জি-৩৮ নম্বর সার্কুলার দ্রষ্টব্য]

বুক অব্ নলেজ

(পঞ্চম, ষষ্ঠ, সপ্তম এবং অষ্টম শ্রেণীর জন্য)

শ্রীসুকুমার সরকার, বি.এ.

সংশোধিত ও পরিবর্ধিত দ্বাদশ সংস্করণ

মডার্ণ বুক এজেন্সী
পুস্তক বিক্রেতা ও প্রকাশক
১০, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা-১২
১৯৫৫

মূল্য—এক টাকা বারো আনা

প্রকাশক—শ্রীউপেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য্য
মডার্ণ বুক এজেন্সী
১০, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা—১২

প্রাপ্তিস্থান :—

কলিকাতা—সমস্ত পুস্তকালয়
বর্দ্ধমান—শিক্ষাসজ্ঘ
কালনা—অম্বিকা পুস্তকালয়
কাটোয়া—রাখালদাস লাইব্রেরী
চাঁপাডাঙ্গা—বসন্ত লাইব্রেরী
খাগড়া—স্টুডেণ্টস্ বুক ডিপো
বাঁকুড়া—শিক্ষাসজ্ঘ
মালদহ—মালদা বুক ডিপো
রায়গঞ্জ—কমলা ভাণ্ডার
তমলুক—বান্ধব লাইব্রেরী
বসিরহাট—রবীন্দ্র লাইব্রেরী
বোলপুর—শিক্ষাসজ্ঘ
জলপাইগুড়ি—চক্রবর্ত্তী এণ্ড সন্স
শিলিগুড়ি—শিলিগুড়ি বুক স্টল
বহরমপুর—আশুতোষ লাইব্রেরী
শিলং—চপলা বুক স্টল
শান্তিপুর—গোপাল স্টোরস্
সবং—সুলভ লাইব্রেরী
গৌহাটি—ট্রায়ো স্টোরস্
ঐ —ল ইয়ারস্ বুক স্টল
রাণাঘাট—এন. এন. ঘোষ
অমর্ষী—অমর্ষী বুক স্টোরস্
কান্দি—দেবী স্টোরস্
ডায়মণ্ডহারবার—ডায়মণ্ড বুক স্টল
রামপুরহাট—নিউ বুক স্টল
কুচবিহার—গুহস্ বুক ডিপো
কৃষ্ণনগর—নিউ স্টুডেণ্টস্ লাইব্রেরী
গোবরডাঙ্গা—বাণী বিতান
কাঁথি—বাণী মন্দির
ঝাড়গ্রাম—চৌধুরী ব্রাদার্স
মেদিনীপুর—মল্লিক লাইব্রেরী
আসানসোল—স্টুডেণ্টস্ স্টোরস্
বালুরঘাট—কেশব লাইব্রেরী

শ্রীসত্যচরণ দাস কতৃ র্ক ৯এ, হরি পাল লেনস্থ আলেকজান্দ্রা প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে মুদ্রিত।

ভূমিকা

এই পরম সুন্দর বিশ্বে প্রেমিক শিল্পী মুহূর্তে মুহূর্তে যে প্রাণবিমোহন অপরূপ দৃশ্যের খেলা দেখাইয়া চলিয়াছেন, সদ্যোজাগ্রত মধুর চেতনা লইয়া শিশু তাহাকে যে কত আগ্রহে এবং বিস্ময়ে অভিনন্দিত করে, স্ফুটনোন্মুখ জীবনে সেই সানন্দ কৌতূহলের প্রভাব যে কিরূপ কল্যাণপ্রসূ, সন্তানহিতব্রত অভিজ্ঞ পিতামাতা এবং মানবশিক্ষাকল্পে নিবেদিতচিত্ত আচার্যশ্রেষ্ঠগণ তাহা সম্যক্ উপলব্ধি করিয়াছেন। এইজন্য বর্তমানে শিশুর অদম্য জ্ঞানস্পৃহাকে অকাল-পক্কতা অথবা প্রগল্‌ভতার পরিচায়ক মনে না করিয়া তাহাকে জ্ঞানলাভের অপরিহার্য সহায়ক বলিয়া গ্রহণ করা হইয়াছে। "কেন এরূপ হইল?" "কেমন করিয়া হইল?" "কিসের জন্য হইল?" "কোথা হইতে আসিল?" "কোথায় যাইবে?" পিতামাতা শিশুদের এই সমস্ত প্রশ্নে বিব্রত হইয়া পড়েন, কিন্তু বিরক্ত হন না ; কারণ তাঁহারা জানেন, এই সমস্ত কৌতূহল-নিবৃত্তির সঙ্গে সঙ্গে শিশুচিত্তের অনুসন্ধিৎসা ক্রমশঃ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইবে। তাঁহারা অনুভব করিয়াছেন যে, রহস্য হইতে রহস্যান্তরে প্রবেশ করিয়া তাহারা এমন এক বিচিত্র, উন্নত রাজ্যে গমন করিবে যেখানে সংসারের সমস্ত ক্ষুদ্রতা এবং পঙ্কিলতার ঊর্ধ্বে মুগ্ধ, পরিপূর্ণ এবং আবেগময় চেতনায় তাহারা সর্বজনকাম্য বিদ্যা এবং মনীষার সাধনায় প্রবৃত্ত হইবে।

এই ক্ষুদ্র পুস্তকে তরুণ মনের এই কৌতূহলকে শ্রদ্ধার সহিত সম্বর্ধিত করা হইয়াছে, তাহার চির অশান্ত জ্ঞানপিপাসাকে কথঞ্চিৎ পরিতৃপ্ত করিবার জন্য জগতের বিভিন্ন ক্ষেত্র হইতে জ্ঞানিগণের সাধনালব্ধ সুরসাল ফলরাশি সযত্নে আহৃত হইয়াছে। ইহা দ্বারা তাহাদের কৌতূহলের সম্যক্ নিবৃত্তি হইবে, এরূপ আশা না থাকিলেও ইহা যে তাহাদের চিত্তে একটা সাড়া আনিয়া দিবে, এবং একটা অনাস্বাদিতপূর্ব অনুপ্রেরণার সঞ্চার করিয়া তাহাদের জ্ঞানস্পৃহাকে

বলবতী করিবে, সেই ভরসায় পুস্তকখানি অকৃত্রিম স্নেহে এবং আগ্রহে তাহাদের হস্তে সমর্পিত হইল। ইহা ছাড়া প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তিরা বিশেষতঃ শিশুদের পিতামাতাও ইহা পাঠ করিয়া বহু জ্ঞাতব্য তথ্য অবগত হইতে পারিবেন এবং শিশুদিগের সপ্রশ্ন দৃষ্টির সম্মুখীন হইয়া তাহাদের অনেক জটিল সমস্যার সমাধান করিতে পারিবেন।

শ্রীসুকুমার সরকার

ডায়মণ্ডহারবার।

নবম সংস্করণের ভূমিকা

প্রতিদিন প্রতি মুহূর্তেই জ্ঞানের প্রসার হইতেছে। জ্ঞান-বিজ্ঞানের সাধনার নিত্য নূতন তথ্য আবিষ্কৃত হইতেছে, নূতন রহস্য উদ্ঘাটিত হইতেছে। তাই 'বুক অব্ নলেজ'-এর অষ্টম সংস্করণের এইবার আমূল সংশোধন, পরিবর্ধন ও পরিবর্জন করা হইল। চিত্রের দিক্ দিয়াও পুস্তকখানির সৌষ্ঠব বৃদ্ধি করা হইয়াছে। ছেলেমেয়েদের যে বিষয়ে যেভাবে এবং যতটুকু জানা দরকার, পুস্তকখানির বিষয়-নির্বাচন ও বিষয়-বিন্যাস ঠিক সেইভাবেই করা হইল, কোথাও অপ্রয়োজনীয় তথ্যদ্বারা অযথা ভারাক্রান্ত করা হয় নাই।

এবারেও পুস্তকখানি যদি অন্যান্য বৎসরের ন্যায় শিক্ষকগণের দৃষ্টি ও ছাত্র-বন্ধুদের প্রীতি আকর্ষণ করিতে পারে, তবে আমাদের পরিশ্রম সার্থক হইল বলিয়া মনে করিব।

সূচীপত্রের শিরোভাগে 'পরেশনাথ মন্দিরের' সুন্দর আলোকচিত্রখানি শ্রীমান্ অসিতকুমার বসুর সৌজন্যে প্রাপ্ত।

প্রকাশক

কলিকাতা ১৯৫৩
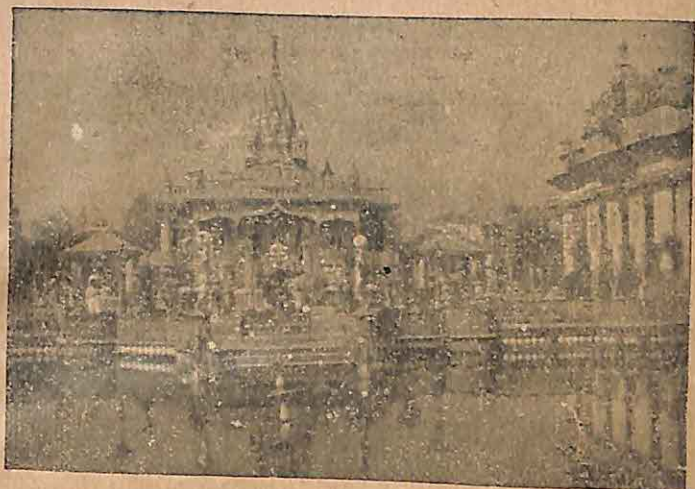
পরেশনাথের মন্দির—কলিকাতা

সূচীপত্র

বিষয় পৃষ্ঠা

পৃথিবীর কথা

ইতিহাসের কথা

বিচিত্রিতা

বিজ্ঞান-বৈচিত্র্য

বিষয় | পৃষ্ঠা

খেলাধূলার কথা

সাহিত্যের কথা

পুরাণের কথা

অনেক রকম

দেশ-বিদেশের খবর

জানিয়া রাখো

মজার অঙ্ক

চিত্রসূচী

PLUTO
URANUS
SATURN
EARTH
MARS
MERCURY
VENUS
JUPITER
NEPTUNE

সৌরজগৎ

বুক অব্ নলেজ

পৃথিবীর কথা

আমাদের এই পৃথিবী

১। আমাদের এই পৃথিবীটা কি ?—আমাদের বাসভূমি এই পৃথিবী সৌরজগতের অন্তর্গত একটি গ্রহ। পৃথিবী ছাড়া আরো ৮টি গ্রহ আছে। সেই আটটি গ্রহের নাম কি ?—বুধ, শুক্র, মঙ্গল, বৃহস্পতি, শনি, ইউরেনাস, নেপচুন ও প্লুটো। এই আটটি গ্রহই সূর্যের চারিদিকে অনবরত ঘুরিতেছে এবং ইহাদের লইয়াই সৌরজগৎ। সূর্যের সবচেয়ে নিকটবর্তী গ্রহ বুধ, আর সবচেয়ে দূরবর্তী গ্রহ প্লুটো। কোন্ দুইটি ক্ষুদ্রতম ও বৃহত্তম গ্রহ ?—যথাক্রমে বুধ ও বৃহস্পতি। সূর্য হইতে পৃথিবীর দূরত্ব কত ?—৯ কোটি ৩০ লক্ষ মাইল। সূর্যের চারিদিকে ঘুরিতে পৃথিবীর কতদিন লাগে ?—৩৬৫$\frac{১}{৪}$ দিন। পৃথিবীর মোট আয়তন কত ?—১৯,৬৯,৫০,০০০ বর্গ-মাইল; ইহার মধ্যে ৫,৭৫,১০,০০০ বর্গ-মাইল স্থলভাগ; আর বাকীটা জলভাগ। পৃথিবীর ওজন কত ?—৬,৫৯,২০,০০,০০,০০,০০,০০,০০,০০,০০০ টন। পৃথিবীর লোকসংখ্যা এখন কত ?—২৩৯ কোটির উপর। বৃহত্তম মহাদেশ কোন্টি ?—এসিয়া—১২৩,৭৩,২০,০০০ লোক বাস করে। পৃথিবীতে মানুষ বাস করিতেছে কতদিন ?—সুপ্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক স্যার আর্থার কীথের মতে, মানুষের সবচেয়ে পুরাতন নিদর্শন যাহা পাওয়া গিয়াছে তাহাতে এইরূপ অনুমান হয় যে, মানুষের বয়স ৩,০০,০০০ বৎসর। ক্ষুদ্রতম মহাদেশ কোন্টি ?—অস্ট্রেলিয়া।

২। পৃথিবী যে গোলাকার তাহা জানিবার উপায় কি ?

(ক) সমুদ্রে চলমান জাহাজ ক্রমে দিগ্‌বলয়ের নিকট অদৃশ্য হইয়া যায়।

(খ) কোন জাহাজ কোন স্থান হইতে যাত্রা করিয়া অনবরত একদিকে চলিতে থাকিলে সে পুনরায় সেই স্থানেই ফিরিয়া আসিবে।

(গ) চন্দ্রগ্রহণের সময় পৃথিবী চন্দ্রের উপর যে ছায়া ফেলে তাহা গোলাকার।

৩। পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশী বারিপাত হয় কোথায় ?—হাওয়াই দ্বীপের ওয়েআইলিন পাহাড়ে। বৎসরে সেখানে প্রায় ৭৮০ ইঞ্চি পরিমাণ বারিপাত হয়। এক ইঞ্চি বারিপাত এক একর জমির উপর ১০০ টন জলের সমান।

৪। উষ্ণ প্রস্রবণ কি করিয়া হয় ?—ভূগর্ভের জল যখন গলিত ধাতব পদার্থের উত্তাপে গরম হইয়া বাহিরে আসে, তখন উহাকে উষ্ণ প্রস্রবণ বলা হয়।

৫। 'লু' কাহাকে বলে ?—পশ্চিম-ভারতের স্থানে স্থানে গ্রীষ্মকালে যে উষ্ণ বাতাস প্রবাহিত হয়, তাহার নাম 'লু'।

৬। কোন্ দেশে রাত্রিতে রামধনু দেখা যায় ?—হাওয়াই দ্বীপে। কোন্ দেশে রাত্রিতে সূর্যোদয় হয় ?—নরওয়েতে। এখানে দিন বারটায় সূর্য থাকে মধ্য-আকাশে, আবার রাত বারটায় ঠিক পূর্ব-আকাশে সূর্যোদয় হয়। এইজন্য নরওয়েকে বলা হয় 'নিশীথ রাত্রের সূর্যোদয়ের দেশ।'

৭। গ্রীষ্মকালে সূর্যরশ্মি শীতকাল অপেক্ষা উষ্ণতর কেন ?—গ্রীষ্মকালে রশ্মিগুলি খাড়াভাবে পড়ে বলিয়া রশ্মিগুলি অধিকতর উষ্ণ।

৮। সমুদ্রের জল লবণাক্ত কেন ?—নদীগুলি সর্বদা লবণাক্ত জল বহন করিয়া আনে। বাতাস এবং সূর্যরশ্মি বাষ্পাকারে জল শোষণ করিয়া লয় এবং এইভাবে ক্রমেই সমুদ্রের জলে লবণাংশ বৃদ্ধি পাইতেছে।

৯। পৃথিবীতে সবচেয়ে কম বারিপাত হয় কোথায় ?—মিশরের নীল নদের

ধারে 'ওয়াদি হাল্ফা' নামক স্থানে। দশ বৎসরের মধ্যে সেখানে এক ফোঁটাও বৃষ্টি হয় না।

১০। কোন্ দ্বীপে একদিকে বৃষ্টি হয়, আর একদিকে হয় না?—পোর্টরিকো। মধ্যে এক বিশাল পর্বতশ্রেণী বিদ্যমান থাকায় একদিক হইতে অপর দিকে মেঘ যাইতে পারে না। সেইজন্য একদিকে বৃষ্টি হয় আর একদিকে হয় না।
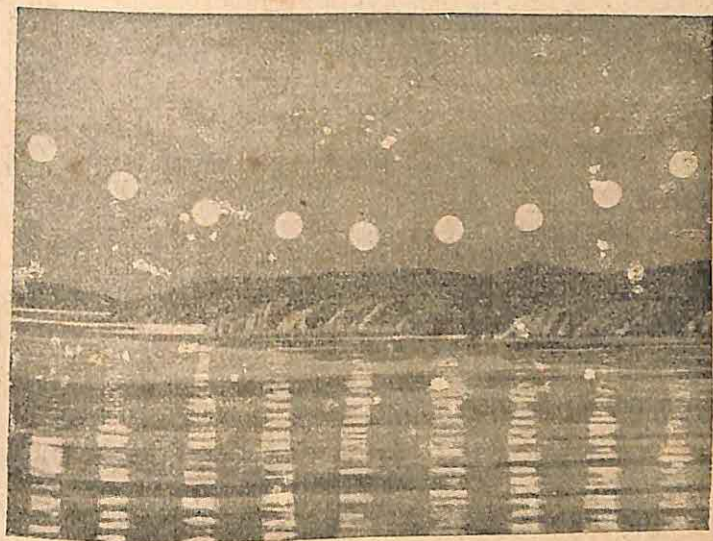
নিশীথরাত্রির সূর্য

১১। কোন্ দেশে প্রচুর পরিমাণে হীরক পাওয়া যায়?—দক্ষিণ-আফ্রিকায়।

১২। কে সর্বপ্রথম এভারেস্টের অবস্থিতি এবং উচ্চতা নিরূপণ করিয়াছিলেন?—রাধানাথ শিকদার, ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দে। তখন ভারতবর্ষের জরীপ বিভাগের বড়কর্তা ছিলেন মিঃ জর্জ এভারেস্ট। তাঁহারই নামানুসারে এই পর্বতশৃঙ্গের নাম এভারেস্ট হইয়াছে। ইহাই পৃথিবীর

মধ্যে সবচেয়ে উচ্চ ও দুর্গম পর্বতশৃঙ্গ। ইহার উচ্চতা ২৯,১৪১ ফিট।

এভারেস্ট পর্বতশৃঙ্গ

হিমালয়ের কতগুলি শৃঙ্গ আছে ?—সর্বসমেত ৭৯টি।

১৩। পৃথিবীর মধ্যে উষ্ণতম স্থানটির নাম কি ?—গ্রীনল্যাণ্ড র‍্যাঞ্চ। পাকিস্তানের মধ্যে উষ্ণতম স্থান কোন্‌টি ?—সিন্ধু-প্রদেশের জ্যাকোবাবাদ শহর।

১৪। ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে বর্তমান লোকসংখ্যা কত ?—প্রায় ৩৬ কোটি। একমাত্র চীনদেশ ভিন্ন পৃথিবীর আর কোন দেশের লোকসংখ্যা এত নয়।

১৫। পৃথিবীর মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ লবণের খনি কোথায় ?—ক্রাকাউ, অস্ট্রিয়া।

১৬। পৃথিবীতে প্রত্যহ কি পরিমাণ বৃষ্টি হয় ?—প্রতিদিনের বারিপাত দ্বারা ৪০০ মাইল লম্বা ও ৪০০ মাইল চওড়া এবং দশ ফিট গভীর গর্ত পূর্ণ করা যায়।

১৭। আটলান্টিক মহাসাগরের কোথায় সুপেয় জল পাওয়া যায় ?—আমাজন নদীর মোহনার নিকট দক্ষিণ-আমেরিকার উত্তর-পূর্ব উপকূল হইতে প্রায় ১০০ মাইল দূর পর্যন্ত সমুদ্রের জল সুপেয়। ঐ জল আদৌ লবণাক্ত নহে।

১৮। কোন্ কোন্ তারিখে পৃথিবীর সর্বত্র দিন এবং রাত্রি সমান হয় ?—২১শে মার্চ, এবং ২২শে কিংবা ২৩শে সেপ্টেম্বর।

১৯। পৃথিবী সূর্যের চারিদিকে এত দ্রুতগতিতে আবর্তন করা সত্ত্বেও আমরা পড়িয়া যাই না কেন ?—পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণশক্তি আমাদিগকে টানিয়া রাখে বলিয়া ভূপৃষ্ঠ হইতে আমরা পড়িয়া যাই না।

২০। কোন শহরের সন্নিকটেই নদীবক্ষে প্যাগোডা আছে ?—রেঙ্গুনে।

২১। কোন্ মন্দিরের নাম স্বর্ণমন্দির ?—অমৃতসরের শিখদের মন্দিরকে স্বর্ণমন্দির বলা হয়।

২২। 'মার্বল রক্' কোথায় ?—উত্তরপ্রদেশে জব্বলপুরে নর্মদা নদীর ধারে

রেঙ্গুনের প্যাগোডা

অবস্থিত শুভ্র পর্বতকে 'মার্বল রক্' বলে। এই পাহাড় এমন শাদা যে রাত্রিতে চন্দ্রের আলোয় দেখিলে মনে হইবে ইহা যেন একটি মাখনের পাহাড়।

২৩। বরফের দেশ কোথায় ?—উত্তরমেরু প্রদেশ বরফে ঢাকা থাকে বলিয়া ইহাকে 'বরফের দেশ' বলা হয়।

২৪। পৃথিবী হইতে সূর্য কত মাইল দূরে আছে ?—৯,৩০,০০,০০০ মাইল।

২৫। কোন্ খাল প্রশান্ত ও আটলান্টিক মহাসাগরকে যোগ করিয়াছে?—পানামা খাল। ইহার দৈর্ঘ্য প্রায় ৩২ মাইল।

২৬। কোথায় মেঘ হইতে বৃষ্টি পড়িয়া মাটি পর্যন্ত পৌঁছায় না?—মরুভূমিতে যে বৃষ্টিপাত হয়, উহা মাটিতে পড়িবার পূর্বেই উষ্ণ বায়ুর সংস্পর্শে আসিয়া বাষ্পাকারে উপরে উঠিয়া যায়।

২৭। সবচেয়ে অগভীর সাগর কোন্‌টি?—পারস্য উপসাগরের গভীরতা সবচেয়ে কম। হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে যে, এই উপসাগরের গভীরতা হইতেছে মাত্র ৮৪ ফিট।

২৮। জোয়ার-ভাটা কি করিয়া হয়?—সূর্য ও চন্দ্রের আকর্ষণে জোয়ার-ভাটা হয়।

২৯। পৃথিবী সূর্যের চারিদিকে প্রতি সেকেণ্ডে কত মাইল বেগে ঘোরে?—গড়পড়তায় পৃথিবী প্রতি সেকেণ্ডে ১৮½ মাইল বেগে ঘোরে।

৩০। পৃথিবীতে কোন্ দেশে একেবারে সর্প নাই?—হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জে।

৩১। এমন এক মহাদেশের নাম কর যেখানে একটিমাত্র রাজধানী আছে—অস্ট্রেলিয়া। রাজধানীর নাম মেলবোর্ন।

৩২। নীল নদের উৎপত্তি-স্থান কোথায়?—ভিক্টোরিয়া নিয়াঞ্জা নামক বিরাট-হ্রদ।

৩৩। 'লোহিত সাগর' নাম হইল কেন?—এই সাগরে এক প্রকার রক্তবর্ণ উদ্ভিদ্ এত অধিক পরিমাণে জন্মায় যে, স্থানে স্থানে ইহার জল লালবর্ণ দেখায়; এইজন্য ইহার নাম লোহিত সাগর হইয়াছে।

৩৪। হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জ কে আবিষ্কার করেন?—ক্যাপ্টেন কুক্।

৩৫। কোন্ মহাদেশগুলি পূর্ব-গোলার্ধে এবং কোন্‌গুলি পশ্চিম-গোলার্ধে অবস্থিত?—পশ্চিম-গোলার্ধে—উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকা। পূর্ব-গোলার্ধে—ইউরোপ, এসিয়া, আফ্রিকা এবং অস্ট্রেলিয়া।

৩৬। পাঁচটি মহাদেশের ও উহাদের প্রত্যেকের দীর্ঘতম নদীর নাম কি? এসিয়া—ইয়াংসি (২,৮৫০ মাইল), আফ্রিকা—নীল (৩,৬৮০ মাইল),

ইউরোপ—ভল্‌গা (২,৩০০ মাইল), আমেরিকা—মিসৌরী-মিসিসিপি (৪,৩৮২ মাইল), অস্ট্রেলিয়া—মারে-ডার্লিং (২,৩১০ মাইল)।

৩৭। পাঁচটি মহাদেশের বৃহত্তম শহরগুলির নাম কি এবং সেই সব শহরের লোকসংখ্যা কত?—লণ্ডন (ইউরোপ) ৮৬,৫০,০০০; নিউ ইয়র্ক (আমেরিকা) ৭৯,৮৬,০০০; টোকিও (এসিয়া) ৬৫,৮১,০০০; মস্কো (ইউরোপ) ৩৬,৬৩,০০০; সাংহাই (এসিয়া) ৩৫,৬৫,৪৭৬; সিকাগো (আমেরিকা) ৩৩,৯৬,৪৩৮; প্যারিস (ইউরোপ) ৩০,০০,০০০ এবং কলিকাতা (এসিয়া) ২৫,৫০,০০০।

৩৮। আলেকজান্দ্রিয়া নগর কখন স্থাপিত হয়?—মিশরের রাজধানী আলেকজান্দ্রিয়া যীশুখ্রীষ্ট জন্মাবার ৩৩২ বছর আগে সম্রাট্ আলেকজাণ্ডার দি গ্রেটের নির্দেশে স্থাপিত হয়।

৩৯। পৃথিবীর কোন্ স্থানে সারা বৎসরই দিন-রাত্রি সমান হয়?—বিষুবরেখা যে সব দেশের উপর দিয়া গিয়াছে সেখানে দিবারাত্রি সমান।

৪০। পৃথিবীর প্রসিদ্ধ মরুভূমি কি কি?—সাহারা (আফ্রিকা); গ্রেট আমেরিকান; গোবি (এসিয়া); তিব্বত (এসিয়া) ও তারিম। প্রসিদ্ধ হ্রদ কি কি?—কাস্পিয়ান সাগর, সুপিরিয়র, আরল, ভিক্টোরিয়া নায়েঞ্জা, বাকাব, টাঙ্গানাইকা, গ্রেট বীয়ার ও উলার।

৪১। আফ্রিকার জঙ্গলে কি বাঘ পাওয়া যায়?—না, সেভানা অঞ্চলে কেবল চিতাবাঘ পাওয়া যায়।

৪২। নদীর বাম তীর কোন্‌টি—নদীর উৎপত্তি-স্থান হইতে মোহনার দিকে মুখ রাখিয়া আসিতে যে দিক্ বাম দিকে থাকে, তাহাকে নদীর বাম-তীর বলে।

৪৩। 'Adam's Bridge' কি?—কুমারিকা অন্তরীপ ও সিংহল দ্বীপের মধ্যবর্তী সমুদ্রমধ্যস্থ বালির চড়া।

৪৪। 'Great Barrier Reef কোথায়?—অস্ট্রেলিয়ার পূর্বাংশে প্রায় ১২৫০ মাইল লম্বা।

৪৫। 'Botany Bay' (বটানি-বে) কি এবং কোথায়? কেন এরূপ নামকরণ হইল?—একটি উপসাগরের নাম। অস্ট্রেলিয়ায়। Captain Cook এই উপসাগরের তীরে নানাজাতীয় অজস্র বৃক্ষ ও পুষ্প দেখিয়া এইরূপ নামকরণ করিয়াছিলেন।
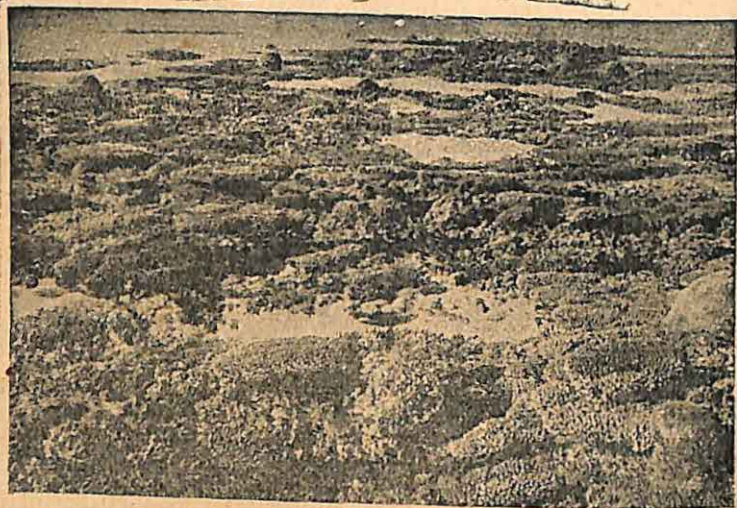
প্রবালের চড়া

৪৬। মেরুর আলো কি?—বৈজ্ঞানিকেরা বলেন, সূর্য থেকে যে বিদ্যুৎকণা-প্রবাহ পৃথিবীর দিকে ফিরে আসে, সেগুলি উপরিস্থ বায়ুস্তরের গ্যাসের সংস্পর্শে আসার ফলে ঐভাবে আলো হয়ে দেখা দেয়। এই বিদ্যুৎকণা-প্রবাহকে উত্তর ও দক্ষিণমেরু চুম্বকশক্তির টানে চট্ করিয়া টানিয়া লয় বলিয়াই কেবলমাত্র ঐ দুইটি মেরুপ্রদেশেই অরোরার আলো দেখা যায়। উত্তরমেরুর অরোরার আলোকে বলা হয় Aurora Borealis এবং দক্ষিণমেরুর অরোরার আলোকে বলা হয় Aurora Australis.

৪৭। পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে শুষ্ক স্থান কোন্‌টি?—এ্যাংলো-ঈজিপ্সিয়ান

সুদানের রাজধানী খার্টুম। সবচেয়ে স্যাঁতসেঁতে জায়গা?—পশ্চিম আফ্রিকার ক্যামেরুন পাহাড়ের পাদদেশ।

৪৮। কোন্ দেশে বছরের ৩৬৫ দিনের মধ্যে ৩৬৫ দিনই বৃষ্টি পড়ে?—প্রশান্ত মহাসাগরের মার্সালিসা দ্বীপপুঞ্জের জালুয়িট দ্বীপে গড়পড়তা ৩৬৫ দিনই বৃষ্টি পড়ে।

৪৯। ভারতে কোন্ কোন্ জাতির লোক বাস করে?—হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান, এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান, ভারতীয় খৃষ্টান, শিখ, জৈন, পার্শি, বৌদ্ধ, ইহুদী এবং কোল, সাঁওতাল প্রভৃতি বহু উপজাতির লোক। ভারতের মধ্যে একমাত্র কলিকাতা শহরে পৃথিবীর প্রায় সব জাতিরই লোক বাস করে। এইজন্য এই মহানগরীকে 'কস্‌মোপোলিটান্' শহর বলা হয়।

৫০। ভারত-যুক্তরাষ্ট্রের ও পাকিস্তানের প্রধান রপ্তানী দ্রব্য কি কি?—(১) পাট, (২) তৈলবীজ, (৩) চা, (৪) কফি, (৫) তুলা, (৬) আফিং, (৭) অভ্র ও (৮) চামড়া। ভারত-যুক্তরাষ্ট্রের ও পাকিস্তানের প্রধান আমদানী দ্রব্য কি কি?—(১) যন্ত্রপাতি, (২) পশমী দ্রব্য, (৩) ঔষধ, (৪) মোটরগাড়ী, ইঞ্জিন, কলকব্জা ও (৫) মদ্য।

৫১। পৃথিবীর মধ্যে প্রধান প্রধান রেলপথ—(১) কানাডার জাতীয় রেলপথ, (Canadian National Railway—২১,৮০০ মাইল), (২) কানাডার প্রশান্ত মহাসাগরীয় রেলপথ (Canadian Pacific Railway—১৬,৮০০ মাইল), (৩) ট্রান্স-সাইবেরিয়ান রেলওয়ে (Trans-Siberian Railway—মস্কো হইতে ব্লাডিভোস্টক পর্যন্ত), (৪) ট্রান্স-অস্ট্রেলিয়ান রেলওয়ে (৩,৩৭২ মাইল)।

৫২। পৃথিবীর মধ্যে প্রধান প্রধান ট্রেন—(১) ওরিয়েণ্ট এক্সপ্রেস, প্যারিস হইতে কনস্ট্যান্টিনোপল, (২) নর্দার্ন এক্সপ্রেস—প্যারিস হইতে বার্লিন হইয়া মস্কো, (৩) ডেকান কুইন—বোম্বাই হইতে পুণা—১১৯ মাইল যাইতে ৩ ঘণ্টা সময় লাগে।

পৃথিবীর জনসংখ্যা

সমগ্র পৃথিবীর লোকসংখ্যা কোন দিনই সঠিক জানা যায় নাই। কারণ অনেক দেশের এ পর্যন্ত লোক-গণনা (আদম সুমারী) হয় নাই। সম্মিলিত রাষ্ট্রসংঘের (UNO) হিসাবে ১৯৫০ সালে পৃথিবীর জনসংখ্যা এইরূপ ছিল ঃ

এসিয়া (রাশিয়া বাদে)	১২৭ কোটি ২০ লক্ষ
রাশিয়া	১৯ ,, ৩০ ,,
আফ্রিকা	১৯ ,, ৮০ ,,
ইউরোপ (রাশিয়া বাদে)	৩৯ ,, ৬০ ,,
উত্তর-আমেরিকা	২১ ,, ৬০ ,,
দক্ষিণ-আমেরিকা	১১ ,, ১০ ,,
ওসেনিয়া	১ ,, ৩০ ,,
পৃথিবীর মোট জনসংখ্যা	২৪০ ,,

দেশের জাতীয় নাম

আবিসিনিয়া—ইথিওপিয়া
চীনদেশ—চুংকিউ
ঈজিপ্ট—মিশর
ফিনল্যাণ্ড—সুওমি
গ্রীস—হেলাস
ভারত—হিন্দুস্থান
জাপান—নিপ্পন
পোল্যাণ্ড—পোলাস্কা
স্পেন—এস্পানা
নরওয়ে—নর্জ
হল্যাণ্ড—নেদারল্যাণ্ড

পৃথিবীর মধ্যে বড়

১। লোকসংখ্যা—চীন দেশ।
২। দেশ—ব্রেজিল। (দক্ষিণ-আমেরিকা)
৩। হ্রদ—কাস্পিয়ান সাগর।
৪। ব-দ্বীপ—সুন্দরবন।
৫। শহর—লণ্ডন

৬। মহাদেশ—এসিয়া।

৭। উচ্চ শৃঙ্গ—এভারেস্ট শৃঙ্গ।

৮। নদী—দৈর্ঘ্যে আমাজন এবং চওড়ায় মিসিসিপি-মিসৌরী।
(আমেরিকা)

৯। রেলওয়ে প্ল্যাটফর্ম—শোনপুর (ভারত-যুক্তরাষ্ট্র)।

১০। সৈন্যবাহিনী—লালফৌজ (রাশিয়া)।

১১। প্রাসাদ—ভ্যাটিকান্ (ইটালী)।

১২। মরুভূমি—সাহারা।

১৩। মহাসাগর—প্রশান্ত মহাসাগর।

১৪। বৃষ্টিপাত—হাওয়াই দ্বীপ।

১৫। দ্বীপ—গ্রীন্‌ল্যাণ্ড।

১৬। রাজপ্রাসাদ—মাদ্রিদের রাজপ্রাসাদ। (স্পেন্)

১৭। বৃক্ষ—কালিফর্নিয়ার হামবোল্ট পার্কের একটি গাছ ছিল ৩৬৪ ফিট উঁচু।

১৮। পৃথিবীর মধ্যে কোন্ দেশে নিম্নলিখিত জিনিসগুলি সর্বাপেক্ষা অধিক উৎপন্ন হয়ঃ—(১) সোনা; (২) রূপা; (৩) রবার; (৪) কৃত্রিম সিল্ক; (৫) চা; (৬) পেট্রোলিয়ম।
(১) দক্ষিণ-আফ্রিকা; (২) মেক্সিকো (উত্তর-আমেরিকা); (৩) মালয়; (৪) আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র (U. S. A.). (৫) চীন; (৬) আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র (U. S. A.).

১৯। গ্রন্থাগার—রাশিয়ার লেনিনগ্রাদে ন্যাশন্যাল লাইব্রেরী। পুস্তকসংখ্যা প্রায় ১২ লক্ষ।

২০। ঘণ্টা—১৭৩৩ খ্রীষ্টাব্দে নির্মিত মস্কোর ঘণ্টা, ইহার ওজন প্রায় ২০০ টন। ইহার উচ্চতা এবং ব্যাস ২২ ফিট।

২১। যাদুঘর—লণ্ডনের ব্রিটিশ মিউজিয়াম।

২২। বাড়ী—নিউ ইয়র্কের এম্পায়ার স্টেট বিল্ডিং; সর্বসমেত এই বাড়ীতে

১০২ তলা আছে এবং ইহার উচ্চতা ১,২৪৮ ফিট। প্রাসাদ—মস্কোর প্যালেস্ অব্ সোভিয়েটস্। এই দালানটির উচ্চতা ১,৩৬৫ ফিট। এই বাড়ীর উপরে লেনিনের বিরাট প্রস্তর মূর্তি আছে।

২৩। প্রাচীর—চীনের প্রাচীর। ইহা প্রায় ১,৪০০ মাইল দীর্ঘ।

২৪। পার্ক—আমেরিকায় Yellow Stone Park, ইহার আয়তন ৩,৩৫০ বর্গ-মাইল।

এম্পায়ার স্টেট বিল্ডিং

২৫। মুক্তা—Baresford Hope মুক্তা। ইহার ওজন ১,৮০০ গ্রাম। হীরক—দি কুল্লিয়ান (৩,১০৬ ক্যারেট)।

২৬। গির্জা—রোমের সেণ্ট পিটার্স গির্জা।

২৭। গম্বুজ—বিজাপুরের গোল গম্বুজ। ইহার ব্যাস ১৪৪ ফিট।

২৮। বেলুন—Explorer 11.

২৯। আগ্নেয়গিরি—হাওয়াই দ্বীপের মৌন লোয়া। এই আগ্নেয়গিরির মুখের পরিধি ১,২৪,০০০ ফিট।

৩০। সেতু—সান্ ফ্রান্সিস্কোর গোল্ডেন গেট—ইহা ৪,২০০ ফিট লম্বা।

৩১। জলপ্রপাত—আফ্রিকার নায়েগ্রা এবং উচ্চতম জলপ্রপাত কুকেনাম (বৃটিশ গায়েনা)। ইহা প্রায় ২০০০ ফিট উচ্চ।

৩২। রণতরী (যুদ্ধ-জাহাজ)—ষষ্ঠ জর্জ, বৃটেন।

৩৩। যাত্রীবাহী জাহাজ—কুইন এলিজাবেথ (৮৩,৬৭৩ গ্রোস টন)।

৩৪। ঘূর্ণাবর্ত—লেফোডেন (Lafoden) দ্বীপপুঞ্জের নিকটস্থ মেলস্ট্রোম্ (Malestrom).

৩৫। আগ্নেয়গিরি—দক্ষিণ-আমেরিকার ইকোয়েডরের সিম্বোরোজো আগ্নেয়-গিরি।

৩৬। রেলওয়ে ব্রীজ—আফ্রিকার লোয়ার-জাম্বেসী ব্রীজ। আর্চওয়ে—সীডনি হার্বার ব্রীজ (অস্ট্রেলিয়া)।

৩৭। দূরবীন-যন্ত্র—২০০ ইঞ্চি ব্যাস-বিশিষ্ট রিফ্লেক্টর, ক্যালিফর্নিয়া। সমগ্র যন্ত্রটির ওজন ২৫০ টন।

৩৮। খাল (Canal)—স্ট্যালিন খাল। ইহা বাল্টিক সাগরকে হোয়াইট সাগরের সহিত যোগ করিয়াছে।

৩৯। রাজপথ—ব্রডওয়ে (নিউ ইয়র্ক)

৪০। ঘড়ি—কোলগেট বিল্ডিং, আমেরিকা।

৪১। লম্বা গীর্জা—উলম্ ক্যাথিড্রাল, জার্মানী।

৪২। এরোপ্লেন—বিনা পেট্রোলে এবং জেট-ইঞ্জিন চালিত কমেট প্লেন (B. O. A. C. কোম্পানির তৈরি)। চালক সমেত ১০০ জন আরোহী বসিতে পারে। ঘণ্টায় ইহার বেগ ৪৫০ মাইল। বর্তমানে ইহার চলাচল বন্ধ আছে।

৪৩। সর্বাপেক্ষা মূল্যবান্—য়্যাক্টিনিয়াম রেডিয়াম।

৪৪। মস্‌জিদ—জুম্মা মস্‌জিদ, দিল্লী।

৪৫। বারান্দা—রামেশ্বরম্ মন্দিরের বারান্দা। ইহা প্রায় ৪০০ ফিট লম্বা।

৪৬। রেল-লাইন—ট্রান্স-সাইবেরিয়ান রেলওয়ে।

৪৭। ফুল—রাফ্‌লেশিয়া, সুমাত্রা।
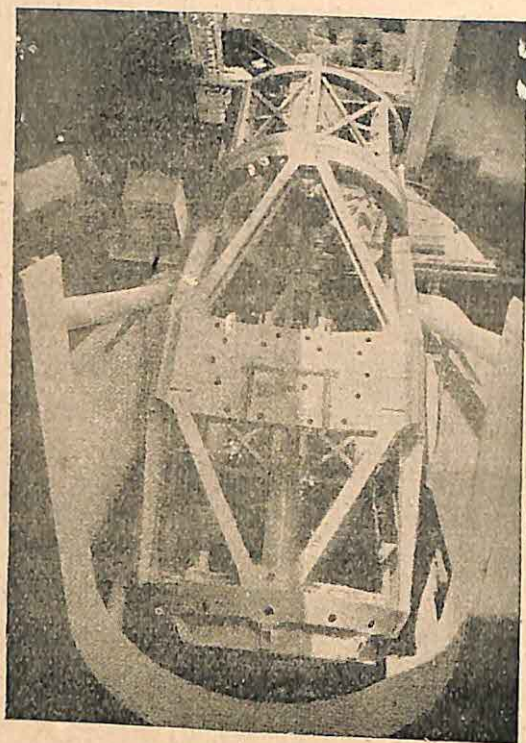
ক্যালিফর্নিয়ার টেলিস্কোপ

৪৮। সুরঙ্গ পথ (টানেল)—পূর্ব ফিঞ্চে হইতে মর্দান। ইহা ৭ $\frac{1}{4}$ মাইল লম্বা।

৪৯। পর্বতশ্রেণী—আণ্ডীজ।

৫০। বাঁধ (Dam)—লয়েডস্ ব্যারেজ, সুকুর (পাকিস্তান)। ইহা

আয়তনে সবচেয়ে বড়। কিন্তু উচ্চতায় বল্ডার ড্যাম (আমেরিকা) এবং রাশিয়ার নিনিপাস্ট্রই (Dnineperstroi).

৫১। সর্বাপেক্ষা মূল্যবান্ ডাক টিকিট—বৃটিশ গায়েনার ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দের ১ সেণ্টের মূল্যের ডাক টিকিট। বর্তমানে ইহার মূল্য ১০,০০০ পাউণ্ড।
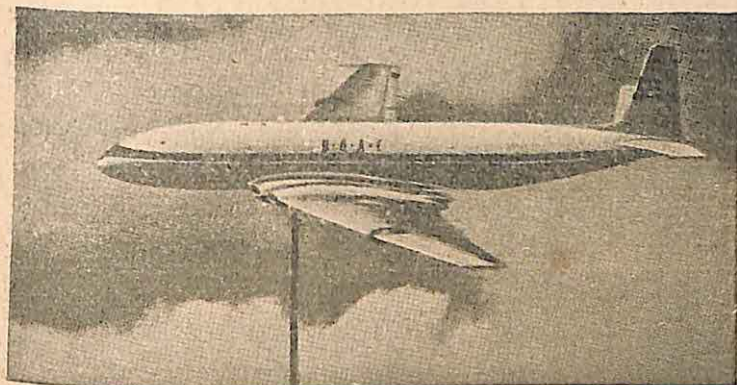
জেট্-ইঞ্জিন চালিত "কমেট"

৫২। টাওয়ার—প্যারিসের Eiffel Tower. ইহা Trans-Atlantic Wireless Station রূপে ব্যবহৃত হয় এবং বৈজ্ঞানিকগণ ইহার উপর হইতে বায়ুপ্রবাহ এবং আবহাওয়ার চাপ নির্দ্ধারণ করেন। ইহার উচ্চতা ৯৮৪ ফিট। Eiffel Alexander Gustav নামক ইঞ্জিনিয়ার ইহার নক্সা অঙ্কন করেন।

৫৩। লম্বা রেলদৌড়—রিগা হইতে ব্লাডিভস্টক (৬,০০০ মাইল)।

৫৪। আলোকস্তম্ভ—Lehua Island-এর আলোকস্তম্ভ। ইহার উচ্চতা ৭০৭ ফিট।

৫৫। লবণাক্ত হ্রদ—কৃষ্ণসাগর।

৫৬। স্বপেয় জলের হ্রদ—সুপিরিয়ার (আমেরিকা)

৫৭। বিরল বসতিপূর্ণ দেশ—ল্যাপ্ল্যাণ্ড।

৫৮। মঠ—তিব্বতের ডুবাং।

৫৯। বন্দর (ডক)—সাউদাম্পটন (ইংলণ্ড)।

৬০। রেলওয়ে স্টেশন—গ্র্যাণ্ড সেণ্ট্রাল টার্মিনাস, নিউইয়র্ক। এই স্টেশনে ৪৭টি প্লাটফর্ম আছে।

৬১। গভীরতম গর্ত—Californiaতে দুইটি তৈলকূপ আছে। ইহাদের গভীরতা প্রায় দুই মাইল।

৬২। মূর্তি—স্বাধীনতার মূর্তি (আমেরিকা)।

৬৩। সর্বাপেক্ষা পুরাতন প্রস্তরমূর্তি—মিশরদেশের অন্তর্গত গিজের Sphinx-এর মূর্তি।

৬৪। জলাধার (tank)—কলিকাতার টালার ট্যাঙ্ক। ইহা ৩২১ ফিট লম্বা, ৩২১ ফিট চওড়া এবং ১৬ ফিট উঁচু। ইহাতে ১১ লক্ষ মণ জল ধরে।

৬৫। পৃথিবীর মধ্যে কোন্ খবরের কাগজের প্রচারসংখ্যা সবচেয়ে বেশী?—সাপ্তাহিক কাগজের মধ্যে ইংলণ্ডের "News of the World" কাগজটির প্রচারসংখ্যা সবচেয়ে বেশী এবং ইহার প্রচারসংখ্যা ৩৩ লক্ষ ৫০ হাজার; দৈনিক কাগজের মধ্যে ইংলণ্ডের Daily Express কাগজটির প্রচারসংখ্যা ২৪ লক্ষ ২ হাজার ছ'শো বাহাত্তর।

৬৬। জাহাজ-নির্মাণের বৃহত্তম কারখানা—ফিলাডেলফিয়ায়।

৬৭। সবচেয়ে বেশী ঠাণ্ডা পড়ে কোথায়?—সাইবেরিয়াতে ইয়াকুতস্ক শহর হইতে ৪০০ মাইল দূরে ভারখয়ানস্ক (Verkhoyansk) নামে যে স্থান আছে সেখানে আবহাওয়ার তাপ শীতকালে শূন্য ডিগ্রীর ৯০ ডিগ্রী নীচে থাকে।

৬৮। সবচেয়ে বেশী গরম পড়ে কোথায়?—আলজিরিয়ার ইন-সালা (In-Salah) নামক স্থানে।

৬৯। নৌবহর—গ্রেটবৃটেন।

৭০। রাষ্ট্র—সোভিয়েট রাশিয়া।

ভারতের মধ্যে বড়

১। নদ—সিন্ধু। দৈর্ঘ্যে ১,৮০০ মাইল। (পাকিস্তান)
২। হ্রদ—উলার (কাশ্মীর)।
৩। পর্বতশৃঙ্গ—মাউণ্ট এভারেস্ট। উচ্চতায় ২৯,১৪১ ফিট।
৪। শহর—কলিকাতা।
৫। জলপ্রপাত—গারসোপ্পা (মহীশূর) ৯৬০ ফিট, এবং মোম্‌বাই (আসাম)।
৬। গিরিবর্ত্ম—খাইবার পাস্ (পাকিস্তান)।
৭। প্রদেশ—মধ্যপ্রদেশ।
৮। জিলা—মৈমনসিংহ (পাকিস্তান)।
৯। বেশী বৃষ্টিপাত—চেরাপুঞ্জী (আসাম)।
১০। বনভূমি—আসাম।
১১। উষ্ণস্থান—জেকোবাবাদ (সিন্ধু, পাকিস্তান)।
১২। গুহামন্দির—ইলোরা।
১৩। রেলপথ—ইষ্টার্ণ রেলওয়ে।
১৪। বাঁধ—মেটুর বাঁধ (মাদ্রাজ)।
১৫। গ্রন্থাগার—ন্যাশনাল লাইব্রেরী, কলিকাতা।
১৬। যাদুঘর—কলিকাতা মিউজিয়ম।
১৭। চিড়িয়াখানা—কলিকাতার পশুশালা। মাছের চিড়িয়াখানা—মাদ্রাজ একোয়ারিয়াম।
১৮। রেল-সেতু—শোণ ব্রীজ ; শোণ নদীর উপর।
১৯। ফটক—ফতেপুর সিক্রিতে সম্রাট্ আকবরের তৈরী বুলন্দ দরওয়াজা।
২০। প্রস্তর মূর্তি—মহীশূরের গোমতেশ্বর।
২১। রেলওয়ে প্ল্যাটফর্ম—শোণপুর। ২,৪১৫ ফিট লম্বা। টাঁকশাল—আলিপুরের নূতন টাঁকশাল (মুদ্রালয়)।
২২। রাস্তা—গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড (১,৫০০ মাইল)।

২৩। স্তম্ভ—কুতুব মিনার, দিল্লী।

২৪। মন্দির—মাদুরার মীনাক্ষী মন্দির। ১৫২ ফিট উঁচু।

২৫। গম্বুজ—বিজাপুরের গোল গম্বুজ।
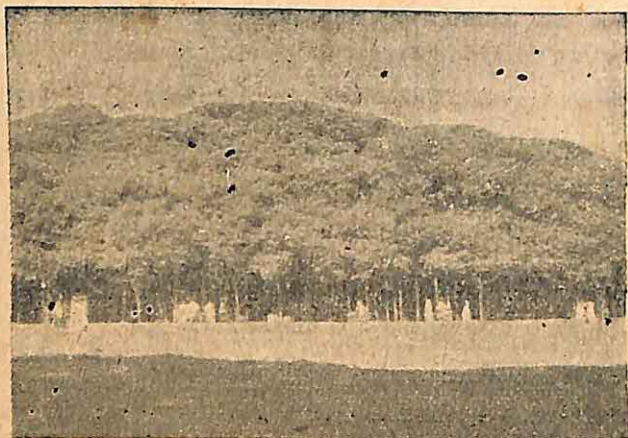
১৪০ বৎসরের বটবৃক্ষ

২৬। মেলা—শোণপুরের হরিহর ছত্র মেলা। ইহা প্রধানতঃ একটি পশুমেলা।

২৭। ব-দ্বীপ—সুন্দরবন।

২৮। জল সরবরাহের ট্যাঙ্ক—টালার ট্যাঙ্ক (কলিকাতা)।

২৯। ধাতুস্তম্ভ—অশোকস্তম্ভ।

৩০। ময়দান—কলিকাতার ময়দান (গড়ের মাঠ)।

৩১। পুষ্করিণী—শিবসাগর (আসাম)।

৩২। স্তূপ—ভূপাল রাজ্যের অন্তর্গত সাঁচীস্তূপ। ইহা ৪২ ফিট উচ্চ।

৩৩। উদ্যান—বোটানিক্যাল গার্ডেন, কলিকাতা।

৩৪। বৃক্ষ—কলিকাতা বোটানিক্যাল গার্ডেনের বিশাল বটবৃক্ষ। ইহার বয়স ১৪০ বৎসর।

৩৫। বিশ্ববিদ্যালয়—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় (১৮৫৭ খৃঃ স্থাপিত)।
৩৬। খাল—বিকানীর খাল (বিকানীর রাজ্য)। ইহা ৮০ মাইল লম্বা।

বিচিত্র ভৌগোলিক নাম

১। কোন্ দেশকে ইউরোপের খেলার মাঠ বলে—সুইজারল্যাণ্ড।
২। কোন্ দেশকে নীল নদের পুণ্য অবদান বলা হয় ?—মিশর।
৩। কোন্ নগরের নাম সোনার অন্তঃপুর ?—কনস্টান্টিনোপল (ইস্তাম্বুল)।
৪। কোন্ মহাদেশকে জগতের কারখানা বলা হয় ?—ইউরোপ।
৫। কোন্ জায়গাকে পৃথিবীর ছাদ বলা হয় ?—পামির মালভূমি। ইহার উচ্চতা সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে প্রায় ১,৩০০ ফিট। [ব্রহ্মপুত্রের উত্তরে যে চ্যাঙ্ মালভূমি আছে তাহা পামির মালভূমির চেয়ে আরও বেশী উচ্চ।]
৬। ইংলণ্ডের উদ্যান কাহাকে বলে ?—কেণ্ট কাউন্টি।
৭। স্বর্ণ শহর কাহাকে বলে ?—দক্ষিণ-আফ্রিকার ট্রান্সভালের জোহান্সবার্গ শহরকে। এখানে প্রচুর পরিমাণে স্বর্ণ পাওয়া যায়।
৮। কোন্ নগরীকে দাক্ষিণাত্যের রাণী বলা হয় ?—পুণা
৯। কোন্ স্থানকে বাংলার অক্সফোর্ড বলা হইত ?—নবদ্বীপ।
১০। প্রাচ্যের লিভারপুল কাহাকে বলে ?—মালয় পেনিনসুলার সিঙ্গাপুর বন্দর।
১১। পঞ্চনদের দেশ কোন্‌টি ?—পাঞ্জাব।
১২। কোন্ নগরীকে প্রাচ্যের প্যারিস বলা হয় ?—চীনের সাংহাই বন্দর বা পারস্যের তেহরাণ।
১৩। কোন্ নদীকে 'চীনের দুঃখ' বলা হয় ?—হোয়াং-হো। প্রবল বৃষ্টিপাতে এই নদীতে ভীষণ বন্যা হইয়া দেশ ভাসাইয়া দেয় এবং চীনাদের দুঃখের সীমা থাকে না।
১৪। কোন্ মহাদেশ সম্বন্ধে Dark Continent কথাটি বলা হয় ?—আফ্রিকা। কিছুদিন পূর্ব পর্যন্তও এই বিশাল ভূ-ভাগের অভ্যন্তর

অংশের সামান্য পরিচয়ই সভ্য জগতের জানা ছিল। এইজন্য ইহাকে অজ্ঞাত মহাদেশ বা Dark Continent বলা হইত।

১৫। কোন্ দেশকে মরকত দ্বীপ বলা হয়?—আয়র্ল্যাণ্ড।

১৬। 'নিশীথ সূর্যের দেশ' বলিতে কি বুঝায়?—নরওয়ে।

১৭। 'সমুদ্রের বঁধু' (Ocean's Bride) কোন্ দেশের নাম?—গ্রেটবৃটেন।

১৮। Queen of the south—সিড্‌নি।

১৯। সূর্যোদয়ের দেশ—জাপান।

২০। Adriatic-এর রাণী—ভিনিস।

২১। City of Seven Hills—রোম।

২২। দক্ষিণ-ভারতের উদ্যান—তাঞ্জোর।

২৩। তূলাগাছের দেশ—বেরার।

২৪। মুক্তার দ্বীপ—বাহেরিন (পারস্য উপসাগর)।

২৫। মোটর গাড়ীর নগর—Detroit.

২৬। ষাঁড় ও মন্দিরের নগর—বারাণসী। চলচ্চিত্রের নগর—হলিউড (Hollywood)। ইহা আমেরিকার লস্ এঞ্জেলস শহরের উপকণ্ঠে অবস্থিত।

২৭। Eternal city (শাশ্বত নগরী)—রোম।

২৮। Human Equator of the earth—হিমালয় পর্বতশ্রেণী।

২৯। পৃথিবীর নির্জনতম দ্বীপ—Tristan Dacunha. ১৯৩২ সালে এই দ্বীপের জনসংখ্যা ছিল ১৬৩ জন।

পরিবর্তিত ভৌগোলিক নাম

পুরাতন নাম	বর্তমান নাম
পারস্য (Persia)	ইরাণ (Iran)
সেণ্ট পিটার্সবার্গ (St. Petersberg)	লেনিনগ্রাড (Leningrad)

কনস্টান্টিনোপল (Constantinople)	ইস্তাম্বুল (Istambul)
মাঞ্চুরিয়া (Manchuria)	মাঞ্চুকুও (Manchukuo)
পিকিন (Pekin)	পিপিং (Peping)
শ্যাম (Siam)	থাইল্যাণ্ড (Thailand)
কোরিয়া (Korea)	চোজন্ (Chosen)
রাশিয়া (Russia)	সোভিয়েট গণতন্ত্র (U. S. S. R.)
Sandwich Island	হাওয়াই দ্বীপ (Hawai Island)
ত্রিপোলী (Tripoli)	লিবিয়া (Lybia)
মেসোপোটেমিয়া (Mesopotemia)	ইরাক (State of Iraq)
ফরমোসা (Formosa)	তাইওয়ান (Taiwan)
Irish Free State	Stata of Eire
অ্যাঙ্গোরা (Angora)	আঙ্কারা (Ankara)
ক্রিস্টিয়ানা (Christiana)	অস্লো (Oslo)
ব্যাঙ্কক (Bangkok)	ফেচাবুন (Phetchabun)

প্রচলিত ভাষা ও ধর্ম

ধর্ম :—খ্রীষ্টান—৬০৫,৪০৬,৫৪২ জন ; হিন্দু—২৬ কোটি ; কনফুসিয়ান—(চীন) ৩৫ কোটির উপর ; বৌদ্ধ—১৫ কোটির উপর ; সিণ্টো (জাপান)—প্রায় আড়াই কোটি ; ইহুদী—১ কোটি ২৩ লক্ষ এবং অন্যান্য ধর্মাবলম্বীর সংখ্যা ৫৬ কোটির উপর।

ভাষা :—ইংরেজি—২৭ কোটি লোক ব্যবহার করে ; ফরাসী—৬ কোটি ৮ লক্ষ ; হিন্দুস্থানী—৯ কোটি ; জার্মান—৮ কোটি ; জাপানী—৯ কোটি ২৭ লক্ষ ; বাংলা—৬ কোটির উপর ; ইতালি—৪ কোটি ; জর্জিয়ান—৮ কোটি ৫০ লক্ষ ; স্প্যানিস—৬ কোটি ৫০ লক্ষ ; পর্তুগীজ—৪ কোটি ৯০ লক্ষ ; আরবী—২ কোটি ৫০ লক্ষ ;

গ্রীক—৫৫ লক্ষ ; বর্মী ৭০ লক্ষ ; ডাচ—১ কোটি ; পোলিশ—৩ কোটি ; পার্সিয়ান—১ কোটি।

ভারতের প্রধান ভাষা কি কি ?—ভারতে সর্বসমেত ২২৫টি ভাষা আছে। তাহার মধ্যে ১৫টি প্রধান : (১) বাংলা (২) হিন্দী (৩) উর্দু (৪) উড়িয়া (৫) মারাঠী (৬) গুজরাটী (৭) সিন্ধি (৮) কাশ্মীরী (৯) পাঞ্জাবী (১০) নেপালী (১১) অসমীয়া (আসামী) (১২) তেলেগু (১৩) তামিল (১৪) কানাড়ী এবং (১৫) মালয়ালাম। উর্দু ও হিন্দী এই দুই ভাষা মিশাইয়া হিন্দুস্থানী ভাষার সৃষ্টি হইয়াছে।

বিচিত্র ভৌগোলিক তথ্য

১। পৃথিবীতে কোন্ নদী সর্বাপেক্ষা দ্রুতগামী ?—ফরাসী দেশের রোন (Rhone) নদী। ইহা স্থানে স্থানে ঘণ্টায় ৪০ মাইল বেগে প্রবাহিত হয়।

২। মানুষ বাস করে এমন সর্বোচ্চ স্থান কোথায় ?—হানি (Hanie) বৌদ্ধ মন্দির (তিব্বত)। ইহার উচ্চতা ১,৬০০ ফিট। এখানে লামাগণ বার মাস বসবাস করে।

৩। কোন্ দ্বীপের নাম Isle of lost ships or Graveyard of the Atlantic ?—নিউ ফাউণ্ডল্যাণ্ডের নিকট সেবল (Sabal) দ্বীপ। অদ্যাবধি প্রায় দুই শত জাহাজ এখানে ডুবিয়া গিয়াছে।

৪। সৈন্য নাই, পুলিশ নাই, কর নাই এমন প্রজাতান্ত্রিক দেশ কোথায় ?—ফরাসী ও স্পেনের মধ্যবর্তী এণ্ডোরা (Andora) দেশ। লোকসংখ্যা ৫,২৩০ এবং আয়তন ১৯১ বর্গমাইল।

৫। পঞ্চনদের পাঁচটি নদীর নাম কি ?—শতদ্রু (Sutlej), চন্দ্রভাগা (Chenub), বিতস্তা (Jhelum), বিপাশা (Beas) ও ইরাবতী (Ravi).

৬। পৃথিবীর কোন্ অনুর্বর দেশ হইতে অন্য দেশের উর্বরতা বাড়াইবার উপযোগী যথেষ্ট সার পাওয়া যায় ?—দক্ষিণ-আমেরিকার চিলি প্রদেশে বৃষ্টি প্রায়ই হয় না, কিন্তু সেই দেশের মাটি হইতে সোডিয়াম নাইট্রেট নামক একপ্রকার সার তৈরী হইয়া রপ্তানী হয়। এই সারই অন্য দেশের জমির উর্বরতা বাড়ায়।

৭। পৃথিবীতে সর্বাপেক্ষা বেশী সোনা কোন্ দেশে পাওয়া যায় ?—দক্ষিণ-আফ্রিকায়।

৮। সবচেয়ে বেশী ফুলের চাষ হয় কোথায় ?—হল্যাণ্ড এবং দক্ষিণ-ফ্রান্সে।

বিভিন্ন স্থানের সমকালিক সময়

১। বার্লিন	৭-৩০	সকাল	২। বুডাপেস্ট	৭-৩০	সকাল
৩। কলিকাতা	১২	দ্বিপ্রহর	৪। চিকাগো	১২-৩০	রাত্রি
৫। লণ্ডন	৬-৩০	সকাল	৬। নিউইয়র্ক	১-৩০	রাত্রি
৭। রেঙ্গুন	১-০	দ্বিপ্রহর	৮। ভিয়েনা	৭-৩০	সকাল
৯। টোকিও	৩-৩০	বৈকাল	১০। রোম	৭-৩০	সকাল
১১। অটোয়া	১-৩০	রাত্রি	১২। হংকং	২-৩০	রাত্রি
১৩। মেলবোর্ন	৪-৩০	বৈকাল	১৪। প্রাগ্	৭-৩০	সকাল
১৫। মাদ্রিদ্	৬-৩০	সকাল	১৬। ডাব্লিন	৬-৩০	সকাল
১৭। কাইরো	৮-৩০	সকাল	১৮। এথেন্স	৮-৩০	সকাল
১৯। বুখারেস্ট	৮-৩০	সকাল	২০। জেরুসালেম	৮-৩০	সকাল
২১। মস্কো	৯-৩০	সকাল	২২। প্যারিস্	৬-৩০	সকাল
২৩। পানামা	১-৩০	রাত্রি	২৪। কুইবেক	১-৩০	রাত্রি
			২৫। লিস্বন	৬-৩০	সকাল

পৃথিবীতে মনুষ্য-সৃষ্ট বিস্ময়

১। মিশরের পিরামিড—খ্রীষ্টপূর্ব ৩৫০০ বৎসর পূর্বে নির্মিত। সর্ববৃহৎ

পিরামিডটির উচ্চতা ৪৫০ ফিট। ২৩ লক্ষ নীল পাথর দ্বারা উহা তৈরী।

২। রোডস্ দ্বীপের কলোসাস—ভূমধ্যসাগরের রোডস্ দ্বীপে ইহা অবস্থিত। খ্রীষ্টপূর্ব ২৮০ বৎসর পূর্বে নির্মিত ১২০ ফিট উচ্চ ব্রোঞ্জের এই মূর্তিটি সূর্যদেবতার প্রতিমূর্তি। রোমের ১১০ ফিট উচ্চ সম্রাট্ নীরোর প্রতিমূর্তিটি এই ধরণের আর একটি কলোসাস।
['কলোসাস' (Colossus) কথাটির অর্থ বৃহদাকার মূর্তি]

৩। ব্যাবিলনের শূন্যোদ্যান— ৬০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে রাজা দ্বিতীয় নেবুকাডনেজার বর্তমান বাগদাদের দক্ষিণে ইউফ্রেটিস নদীর উপরে তাঁহার রাণীর জন্য ইহা নির্মাণ করিয়াছিলেন। ইহা মাটি হইতে ৩০০ ফিট উচ্চে অবস্থিত ছিল।

৪। আলেকজান্দ্রিয়ার বাতিঘর—উহা ২৬৫ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে নির্মিত। আলেকজান্দ্রিয়া বন্দরের মুখে ফ্যারোস দ্বীপে ইহা অবস্থিত।

৫। আলহামব্রা প্রাসাদ—দক্ষিণ-স্পেনের গ্রানাডায় পাহাড়ের উপরে ১২৪৮ খ্রীষ্টাব্দে নির্মিত। মুর রাজা আল আহমারের তৈরী এই প্রাসাদটি পৃথিবীর মধ্যে বিরাট্ প্রাসাদ।

৬। তাজমহল—পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ সমাধি-সৌধ। ১৬২৯ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৬৫০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে সম্রাট্ শাজাহান কর্তৃক বহু অর্থব্যয়ে নির্মিত। এই সৌধটি ভারতে আগ্রায় যমুনা নদীর ধারে অবস্থিত।

৭। পিসার হেলান গম্বুজ—ইতালির উত্তর-পশ্চিমে পিসায় অবস্থিত শ্বেতপাথরের তৈরী আট-তলা এই গম্বুজটি নির্মাণ করিতে ১৭৭ বৎসর লাগিয়াছিল। মাটি হইতেই ইহা হেলিয়া আছে।

৮। মিশরের স্ফিংক্স—উত্তর-মিশরের গিজে নামক স্থানে অবস্থিত প্রস্তর-নির্মিত ও নরমূর্তিবিশিষ্ট অর্ধশায়িত সিংহের মূর্তি। খ্রীষ্টপূর্ব ৩৫০০ বৎসর পূর্বে তৈরী। ইহার উচ্চতা ৬৬ ফিট, দেহের দৈর্ঘ্য ১৮৯ ফিট, মুখ ১৪ ফিট লম্বা।

৯। জিউসের প্রতিমূর্তি—৪র্থ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে প্রাচীন গ্রীসের সর্বশ্রেষ্ঠ ভাস্কর ফিডিয়াস কর্তৃক নির্মিত। উহা গ্রীসের অলিম্পাস মন্দিরে গ্রীক-দেবরাজ

ব্যাবিলনের শূন্যোদ্যান

জিউসের প্রতিমূর্তি। শ্বেতমর্মর, হস্তিদন্ত ও স্বর্ণনির্মিত এই ৫৮ ফিট উচ্চ মূর্তিটি বহুরত্নশোভিত একখানি সিংহাসনে উপবিষ্ট ছিল। বর্তমানে ইহা নাই।

১০। চীনের প্রাচীর—প্রায় ১,৪০০ মাইল দীর্ঘ, উত্তর-চীন ও মঙ্গোলিয়ার সমগ্র সীমান্তে মৃত্তিকা ও প্রস্তর নির্মিত বিরাট্ প্রাচীর। খ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয় শতকে আরম্ভ হইয়া ১৫৪৪ খ্রীষ্টাব্দে ইহার নির্মাণকার্য শেষ হয়। প্রাচীরটি দৈর্ঘ্যে ২,৫৫০ মাইল ; চওড়া ১৫ ফিট (উপরে) এবং ২৫ ফিট (গোড়ায়)।

১১। জাভার বুদ্ধমন্দির বা বোরোবুদুর—৮ম কিংবা ৯ম শতাব্দীতে জাভা দ্বীপে আগ্নেয়গিরি হইতে নির্গত লাভার দ্বারা নির্মিত। মন্দিরটি প্রায় ১৫০ ফিট উচ্চ সিঁড়ির আকারে নির্মিত সাতটি দেওয়ালের দ্বারা পরিবেষ্টিত। মন্দিরের উপরের চূড়াটির পরিধি ৫২ ফিট।

১২। রোমের সেণ্ট পিটার্স গির্জা—পৃথিবীর বৃহত্তম গির্জা। ইতালির রাজধানী রোমে ১৮ হাজার বর্গ-গজ পরিমিত স্থানের উপর নির্মিত। ইহা তৈরী করিতে ১৮২ বৎসর লাগিয়াছিল (১৪৫০-১৬৩২ খ্রীষ্টাব্দ)। গির্জাটি দৈর্ঘ্যে ৬৩৬ ফিট। ইহার ভিতরে ৫৪ হাজার লোকের একত্রে বসিবার স্থান আছে।

১৩। তিব্বতের পোতালা—তিব্বতের ধর্মগুরু ও শাসক দালাই লামার আবাসগৃহ। দৈর্ঘ্যে ইহা ৯০০ ফিট এবং মাটি হইতে সর্বোচ্চ গম্বুজের উচ্চতা ৪০০ ফিট। রাজধানী লাসার কাছে পোতালা পাহাড়ের উপর ইহা অবস্থিত।

১৪। শোয়ে ডাগন প্যাগোডা—ব্রহ্মদেশের রেঙ্গুনে অবস্থিত। এইখানে বুদ্ধদেবের আটগাছি কেশ রক্ষিত আছে। প্যাগোডার পাদদেশের পরিধি ১,৩৫৫ ফিট এবং শীর্ষদেশ স্বর্ণপত্রে আবৃত।

১৫। রোমের রঙ্গভূমি কলোসিয়াম—৭৫ খ্রীষ্টাব্দে নির্মিত একটি ডিম্বাকৃতি

বিরাট্ ধ্বংসাবশেষ। পরিধি ১,৬৮০ ফিট। ইহাতে ৮০ হাজার দর্শক
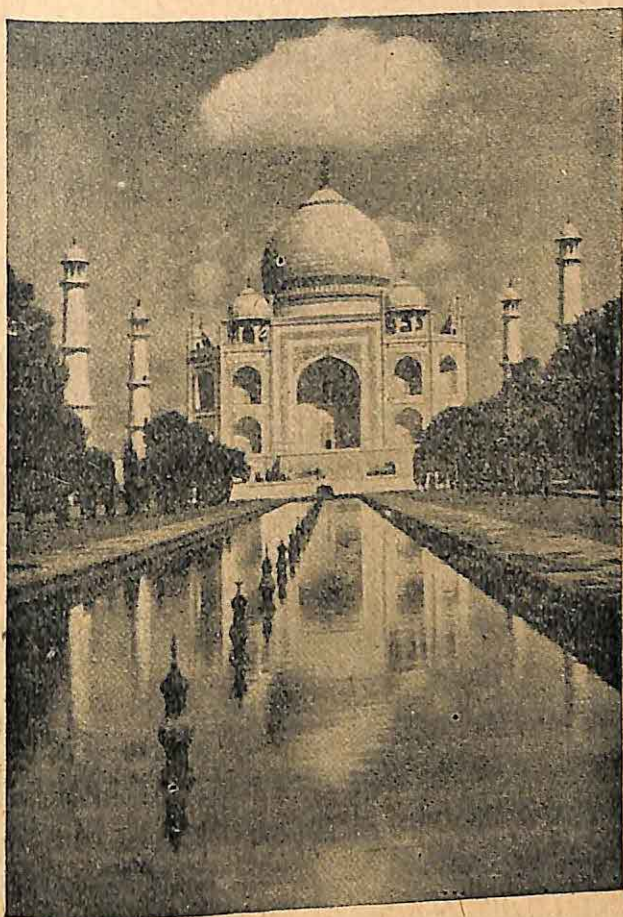
তাজমহল

বসিবার ব্যবস্থা ছিল। ইহার উচ্চতা ছিল ২৫৭ ফিট।

১৬। এম্পায়ার স্টেট বিল্ডিং—১০২ তলা সমন্বিত ১,২৫০ ফিট উচ্চ

এবং পৃথিবীর মধ্যে উচ্চতায় দ্বিতীয়। ৮৬তম তলার উপরে পর্যবেক্ষণের জন্য যে গ্যালারি আছে সেখান হইতে ২৫ মাইল পর্যন্ত দৃশ্যাদি দেখা
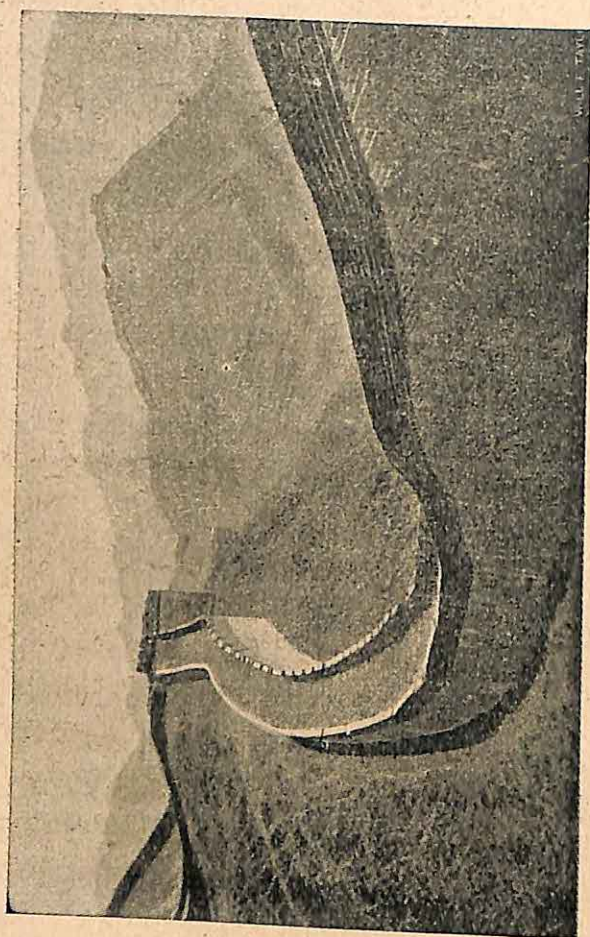
চীনের প্রাচীর

যায়। ১৯৩১ সালে ইহার নির্মাণকার্য শেষ হয়।

১৭। পানামা খাল—পানামা যোজকের মধ্য দিয়া খনন-করা এই খালটি

ক্যারিবিয়ান সমুদ্রের সঙ্গে পানামা উপসাগরের যোগসাধন করিয়াছে। খালটি দৈর্ঘ্যে ৫০.৭২ মাইল এবং চওড়া ৩০০ ফিট হইতে ১,০০০ ফিট। গভীরতা ৪১ ফিট হইতে ৮১ ফিট। ১৯১৪ সালে জাহাজ চলাচলের জন্য খালটি উন্মুক্ত করা হয়। বৎসরে ৫২ হাজারের উপর জাহাজাদি এই পথে যাওয়া-আসা করে।

১৮। সুয়েজ খাল—এসিয়া ও আফ্রিকার মধ্যবর্তী সুয়েজ যোজকের মধ্য দিয়া এই খালটি প্রবাহিত। ইহার দৈর্ঘ্য ১০০ মাইল, প্রস্থ ২০০ ফিট ও গভীরতা ৪৩ ফিট। ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে ১৪ কোটি ৮৫ লক্ষ ডলার ব্যয়ে এই খালটি নির্মিত হয়।

১৯। স্বাধীনতার মূর্তি—নিউইয়র্ক বন্দরে পোতাশ্রয়ের মুখে বেডলোর দ্বীপে এই মূর্তিটি স্থাপিত আছে। আমেরিকার স্বাধীনতা-অর্জনের শত-

হাওড়া ব্রীজ
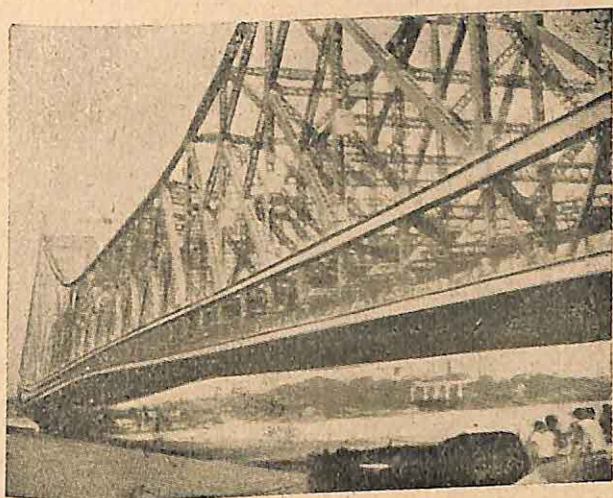
বার্ষিকী উপলক্ষে (১৭৮৩ খৃঃ), ফরাসী সরকার এই মূর্তিটি মার্কিন জনসাধারণকে উপহার দিয়াছিলেন। ইহা প্রসিদ্ধ ভাস্কর ফ্রেডারিক

বার্থাণ্ডি কর্তৃক নির্মিত। হাতে জ্বলন্ত আলোকবর্তিকাধারিণী ইহা একটি নারীমূর্তি। মূর্তিটির উচ্চতা সর্বসমেত ৩১০ ফিট, মূর্তিটি ১৫১ ফিট উঁচু। ধাতুনির্মিত এই মূর্তিটির ভিতর ফাঁপা এবং ভিতরে প্রায় শীর্ষদেশ পর্যন্ত একটি সিঁড়ি আছে।

২০। টেনেসে ভ্যালী অথরিটি (টি. ভি. এ.)—১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দে মাকিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রতিষ্ঠিত এই সংগঠনটি টেনেসে নদী ও তাহার শাখা-প্রশাখার প্রায় ১৮টি বাঁধ পরিচালনা করে; বৎসরে ২১ লক্ষ কিলোওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন করে ও ব্যাপকভাবে শহর প্রস্তুত করে। এই সংগঠনের উৎপন্ন-করা বিদ্যুৎ পাইকারী হারে ৮০টি মিউনিসিপ্যালিটি, ৩টি কাউন্টি, ৪৫টি সমবায় প্রতিষ্ঠান ও ২১টি জনকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠানের
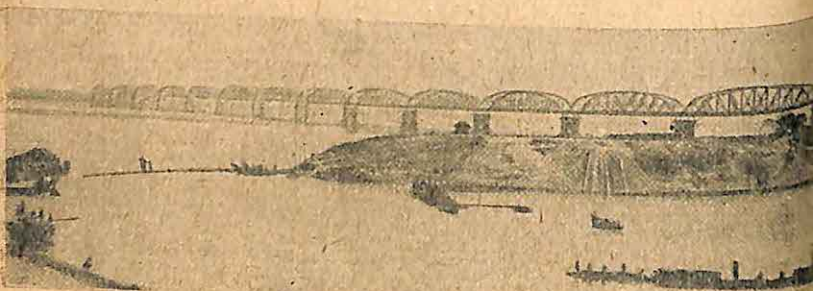
হাডিঞ্জ ব্রীজ

কাছে বিক্রয় করা হয়। টি. ভি. এ.-র আদর্শেই স্বাধীন ভারতে ডি. ভি. সি. অর্থাৎ দামোদর ভ্যালী কর্পোরেশন গঠিত হইয়াছে।

২১। নূতন হাওড়া বীজ—কলিকাতার গঙ্গানদীর উপর বিনাস্তম্ভে নির্মিত বিরাট্ লৌহসেতু। ইহা তৈরী করিতে লক্ষ লক্ষ টন ইস্পাত লাগিয়াছে।

২২। হার্ডিঞ্জ ব্রীজ—পদ্মানদীর উপর এক মাইল দীর্ঘ সেতু। এই সেতুটি ১৮টি স্তম্ভের উপর নির্মিত। সেতুটির উপর দিয়া রেললাইন গিয়াছে এবং ইহার দুই প্রান্তে দুইটি রেলওয়ে স্টেশন আছে।

ইতিহাসের কথা

ইতিহাসের এদিক-ওদিক

১। ভারতবর্ষে ইতিহাস লেখা হয় কবে?—বাণভট্টের 'হর্ষচরিত' ও কহ্লনের 'রাজতরঙ্গিণী'কে ভিত্তি করিয়া ইতিহাস লেখা হয়। ইহা কাব্যাকারে লিখিত এবং ইহাই ভারতবর্ষে ইতিহাস-লেখার প্রথম প্রচেষ্টা।

২। মুসলমানদের রাজত্বকালে ঢাকা যখন বাংলাদেশের রাজধানী ছিল, তখন উহার কি নাম ছিল?—জাহাঙ্গীর নগর।

৩। ভারতের জাতীয় কংগ্রেস কোন্ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়?—১৮৮৫ সালে। কংগ্রেসের প্রথম সভাপতির নাম কি?—উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

৪। শিবাজীর পতাকার নাম কি ছিল?—"ভাগোয়া ঝাণ্ডা"। শিবাজী তাঁহার গুরু সন্ন্যাসী রামদাসকে সমস্ত রাজ্য দান করিয়া গুরুর প্রতিনিধি হইয়া রাজ্য শাসন করিতেন। কথিত আছে, রামদাস স্বামীর গৈরিক উত্তরীয় লইয়া শিবাজী পতাকা করেন।

৫। নোবেল-পুরস্কার কাহাকে বলে?—আলফ্রেড নোবেল (১৮৩৩-১৮৯৬ খৃঃ) একজন সুইডেনবাসী খ্যাতনামা ইঞ্জিনীয়ার। ইনি প্রসিদ্ধ বিস্ফোরক ডিনামাইটের আবিষ্কর্তা। মিঃ নোবেল (Nobel) তাঁহার সম্পত্তির বেশীর ভাগ (প্রায় আড়াই কোটি টাকা) এইভাবে উইল করিয়া যান যে, পৃথিবীতে (১) রসায়ন শাস্ত্র, (২) শরীর-বিজ্ঞান কিংবা চিকিৎসা-শাস্ত্র, (৩) পদার্থ-বিজ্ঞান, (৪) সাহিত্য, (৫) আন্তর্জাতিক শান্তি-প্রতিষ্ঠা—এই কয়টি বিষয়ের যে-কোনটিতে যাঁহারা কৃতিত্বের পরিচয় দিতে পারিবেন, তাঁহাদিগকে প্রতি বৎসর মোট ৫,২০,০০০ টাকা পুরস্কার দেওয়া হইবে। দাতার নাম অনুসারেই এই পুরস্কারের নাম

"নোবেল পুরস্কার" হইয়াছে ; ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে ১০ই ডিসেম্বর সর্বপ্রথম নোবেল পুরস্কার বিতরণ করা হয়।

৬। কোন্ কোন্ ভারতবাসী নোবেল পুরস্কার পাইয়াছেন?—বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ (১৯১৩) তাঁহার 'গীতাঞ্জলি' কাব্যের জন্য এবং সুপ্রসিদ্ধ
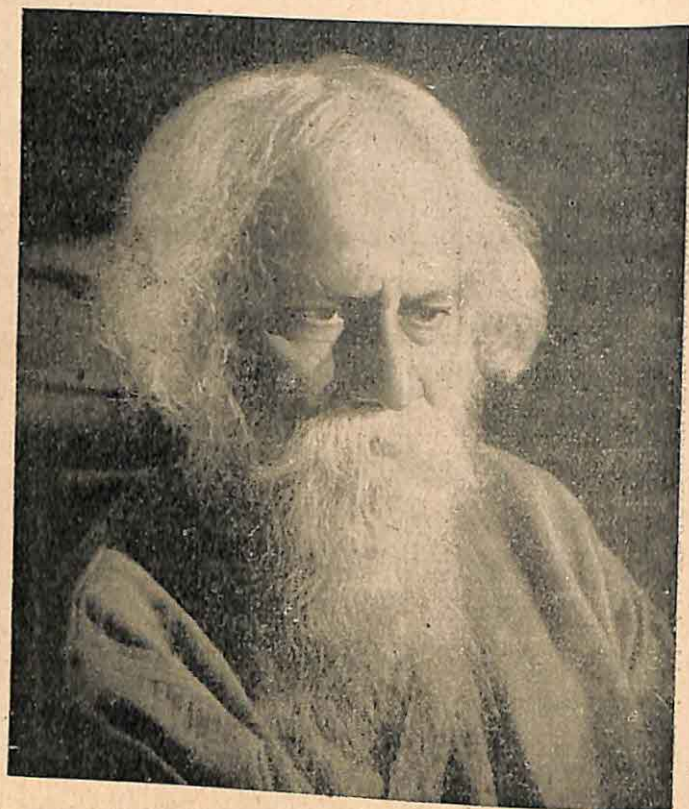
বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ

বৈজ্ঞানিক স্যার চন্দ্রশেখর ভেঙ্কট রমণ (১৯৩০) পদার্থ-বিজ্ঞানে একটি গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কারের জন্য এই পুরস্কার পাইয়াছেন।

৭। সারনাথ স্তূপ কে নির্মাণ করেন?—রাজা অশোক। বুদ্ধদেব এখানে প্রথম তাঁহার ধর্ম প্রচার করেন এবং সর্বপ্রথম পাঁচজন লোককে নিজের

শিষ্যরূপে গ্রহণ করেন। ইহা কাশী হইতে চার মাইল দূরে অবস্থিত। এখানে প্রাচীন বিহারের যে ধ্বংসস্তূপ দেখা যায়, তাহা দেড় হাজার বৎসর পূর্বে নির্মিত। নূতন বিহার—মূলগন্ধ কুটি।

৮। কোন্ প্রাচ্যজাতি স্পেনদেশ জয় করিয়া সেখানে রাজত্ব করিয়াছিল?——মুরজাতি।

৮ক। চেঙ্গিজ খানের রাজত্ব কতদূর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল?—এশিয়া হইতে ইউরোপ পর্যন্ত।

৯। শ্রীচৈতন্যের মুসলমান শিষ্যের নাম কি?— বন হরিদাস। স্বামী বিবেকানন্দের বিদেশী মহিলা শিষ্যার নাম কি?—ভগ্নী নিবেদিতা (মিস্ মার্গারেট নোবেল্)। ইনি জাতিতে আইরিশ।

১০। ভারতের প্রথম ও শেষ বড়লাট কে?—যথাক্রমে ওয়ারেন হেষ্টিংস্ এবং লর্ড মাউণ্টব্যাটেন।

১১। পৃথিবীর বৃহত্তম দুর্ঘটনা কোন্‌টি এবং উহা কবে, কোথায় ঘটিয়াছিল? —টাইটানিক জাহাজ-ডুবি। 'ভাসমান প্রাসাদ' বলিয়া বর্ণিত এই টাইটানিক জাহাজ আটলান্টিক অতিক্রম করিবার জন্য ইংলণ্ড হইতে প্রথম যাত্রা করে ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দের ১০ই এপ্রিল। এই জাহাজে সাতশত যাত্রী ছিল। এই জাহাজ কিছুতেই ডুবিবে না—এইরূপ বলা হইয়াছিল। ১৪ই এপ্রিল মধ্যরাত্রে ক্যালিফর্নিয়া হইতে ২০ মাইল দূরে গ্র্যাণ্ড ব্যাঙ্কের নিকট বরফের একটি বিরাট ডুবো-পাহাড়ের (আইস্‌বার্গ) আঘাতে টাইটানিক অধিকাংশ যাত্রীসহ আটলান্টিকে নিমজ্জিত হয়। পৃথিবীতে এত বড় দুর্ঘটনা আর কখনো ঘটে নাই।

১২। বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব কে?—নবাব সিরাজউদ্দৌলা। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ছিল মাত্র ২২ বৎসর।

১৩। কোন্ সম্রাট্ স্ত্রীবিয়োগের পর তাঁহার স্মৃতিরক্ষার্থে এক অপূর্ব সৌধ নির্মাণ করিয়া দাম্পত্য প্রেমের চরম নিদর্শন রাখিয়া গিয়াছেন?—দিল্লীর মোগল-সম্রাট্ শাজাহান্ তাঁহার মহিষী মমতাজমহলের

স্মৃতিরক্ষার জন্য তাজমহল নির্মাণ করেন। মমতাজ বেগমের আসল নাম আর্জুমন্দ বানু।

১৪। "সব লাল হো যায়গা" কে বলিয়াছিলেন ?—ভারতের ইংরেজাধিকৃত অংশগুলি মানচিত্রে লালবর্ণ-যুক্ত দেখিয়া পাঞ্জাব-কেশরী রণজিৎ সিংহ এই কথা বলিয়াছিলেন। "ভারত ছাড়ো" ও "দিল্লী চলো" কে বলিয়াছিলেন ?—যথাক্রমে গান্ধীজী ও নেতাজী।

১৫। 'হিন্দু' নাম কোথা হইতে আসিল ?—সিন্ধুনদের নামের অপভ্রংশ হইতে।

১৬। 'বারভূঞা' কে কে ?—চন্দ্রদ্বীপের কন্দর্পনারায়ণ, যশোরের প্রতাপাদিত্য, ভুলুয়ার লক্ষ্মণমাণিক্য, ভূষণার মুকুন্দরাম, বিক্রমপুরের চাঁদ রায় ও কেদার রায়, প্রতাপের চাঁদ গাজি, দিনাজপুরের গণেশ রায়, বিষ্ণুপুরের হাম্বীরমল্ল, তাহিরপুরের কংসনারায়ণ, পুঁটিয়ার রামচন্দ্র ঠাকুর, ভাওয়ালের ফজল গাজি ও খিজিরপুরের ঈশা খাঁ মসনদ আলি।

১৭। কলিকাতার দুর্গের নাম ফোর্ট উইলিয়ম হইল কেন ?—ইংরেজরা বাংলায় আসিয়া যখন কলিকাতায় ঐ দুর্গ টি প্রথম নির্মাণ করে, তখন ইংলণ্ডের রাজা ছিলেন তৃতীয় উইলিয়ম। তাঁহার নামানুসারেই দুর্গ টির ঐ নাম রাখা হয়। দুর্গটি নির্মাণ করেন উইলিয়ম পেরিং নামে একজন ইংরাজ।

১৮। পলাশী কোথায় এবং উহা কিসের জন্য বিখ্যাত ?—কলিকাতা হইতে ৯৩ মাইল দূরে মুর্শিদাবাদ জেলায় ইস্টার্ণ রেলপথের একটি ছোট স্টেশন। স্টেশন হইতে প্রায় দুই মাইল দূরে পলাশীর বিখ্যাত যুদ্ধ সংঘটিত হইয়াছিল। এই যুদ্ধে বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজউদ্দৌলাকে কৌশলে পরাস্ত করিয়া ক্লাইভ বাংলাদেশ জয় করেন।

১৯। বাহ্‌মনি রাজ্য নাম হইল কেন ?—এই রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা হোসেন গঙ্গু বাল্যজীবনে এক ব্রাহ্মণের ক্রীতদাস ছিলেন। পরবর্তীকালে তিনি এই

রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন ও হোসেন গঙ্গু বাহ্মনি নাম গ্রহণ করেন। তাঁহার নামানুসারে রাজ্যের এইরূপ নাম হয়।

২০। কোন্ কোন্ ভারতীয় রাজ্যেশ্বরী নিজ হস্তে রাজকার্য পরিচালনা করিতেন ?—চাঁদ সুলতানা, রিজিয়া, দুর্গাবতী ও অহল্যা বাঈ।

২১। চাণক্য কে ছিলেন ?—সম্রাট্ চন্দ্রগুপ্তের মন্ত্রী। রাজনীতি ও অর্থ-নীতিতে তাঁহার অসাধারণ প্রতিভা ছিল। ইঁহার অপর নাম 'কৌটিল্য'। কৌটিল্যের 'অর্থশাস্ত্র' একখানি বিখ্যাত গ্রন্থ।

২২। মহাত্মা গান্ধীকে কে হত্যা করে ?—নাথুরাম বিনায়ক গড্সে।

২৩। বিক্রমাদিত্যের নবরত্নের নাম কি কি ?—কালিদাস, বররুচি, ক্ষপণক, শঙ্কু, বেতালভট্ট, বরাহ-মিহির, ঘটকর্পর, অমরসিংহ ও ধন্বন্তরি।

২৪। মুসলমান যুগে কাহাদের নবরত্ন বলা হইত ?—সম্রাট্ আকবরও বিক্রমাদিত্যের অনুরূপ নয়জন বড় বড় পণ্ডিত, গুণী ও শিল্পীদের লইয়া একটি নবরত্ন সভা গঠন করিয়াছিলেন। তাঁহাদের নাম :— টোডরমল্ল, আবুলফজল, ফৈজী, বীরবল, মানসিংহ, তানসেন, হাকিম হোসেন, মোল্লা দোপেয়াজা ও আব্দুল কাদের বদায়ুনী।

২৫। ইংলণ্ডে ও ফ্রান্সে কোন্ কোন্ রাজার প্রাণদণ্ড হয় ?—ইংলণ্ডে প্রথম চার্লস এবং ফ্রান্সে ষোড়শ লুই।

২৬। আজাদ হিন্দ্ ফৌজ কি ?—১৯৪৩ খ্রীষ্টাব্দে নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু কর্তৃক ইহা গঠিত হইয়াছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে মালয়ে, ব্রহ্মদেশে এবং দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন রণক্ষেত্রে জাপানের হস্তে ইংরেজদের পরাজয় ঘটে। প্রধানতঃ ভারতীয় যুদ্ধবন্দীদের লইয়াই এই ফৌজ গঠিত হয়। ফৌজের সৈন্যসংখ্যা ছিল ৫০ হাজার এবং অফিসারের সংখ্যা ছিল ১৫০০। এই ফৌজের সর্বাধিনায়ক ছিলেন নেতাজী এবং তাঁহারই নেতৃত্বে এই ফৌজ ভারত-ব্রহ্ম সীমান্ত অতিক্রম করিয়া কোহিমা-মণিপুর প্রদেশে উপস্থিত হয় এবং ইংরেজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে।

২৭। বিজয়সিংহ কে ?—বঙ্গদেশের রাজা সিংহবাহুর পুত্র। স্বদেশ হইতে

বিতাড়িত হইয়া তিনি লঙ্কাদ্বীপে গমন করেন, এবং সেখানে স্বীয় বাহু-বলে রাজ্য স্থাপন করেন। 'সিংহ' রাজার অধিকৃত বলিয়া উহার নাম সিংহল হইয়াছে।

২৮। সম্রাজ্ঞীর স্বামী হইয়াও কে নিজে সম্রাট্ ছিলেন না?—মহারাণী ভিক্টোরিয়ার স্বামী প্রিন্স আলবার্ট। ইংলণ্ডের বর্তমান মহারাণী দ্বিতীয় এলিজাবেথের স্বামীকে 'কিং কনসর্ট' (King Consort) বলা হয়।

২৯। কোন্ রমণী স্বীয় পুত্রহত্যার সহায়তা করিয়া ইতিহাসে চিরস্মরণীয়া হইয়া আছেন?—ধাত্রী পান্না। বনবীরের হাত হইতে চিতোরের শিশুরাণা উদয়সিংহকে রক্ষা করিবার জন্য তিনি নিজের পুত্রকে উদয়সিংহ বলিয়া পরিচয় দেন। বনবীর পান্নার চোখের সম্মুখেই ছোরার আঘাতে তাঁহার পুত্রের প্রাণসংহার করেন।

৩০। ভারতবর্ষে ফৌজদারী আইন কবে হয়?—১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে। গভর্ণর-জেনারেল কাউন্সিলের মেম্বর টমাস ব্যাবিংটন মেকলে (লর্ড) এই আইন রচনা করেন।

৩১। আমেরিকার নাম আমেরিকা হইল কেন?—Amerigo Vespucci-র নামানুসারে আমেরিকার নামকরণ হইয়াছে। তিনি সমুদ্রযাত্রা করিয়া আসিয়া প্রচার করেন যে, তিনি আমেরিকার উপকূলে অবতরণ করিয়াছিলেন। প্রকৃতপক্ষে এরূপ কোন ঘটনা ঘটে নাই, তাহা হইলেও তাঁহার নামানুসারে আমেরিকার নামকরণ হইয়াছে।

৩২। আণবিক বোমার দ্বারা কবে কোন্ দুইটি সহর বিধ্বস্ত হইয়াছিল?—দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শেষে (১৯৪৫) জাপানের হিরোসিমা ও নাগাসিকি নামক দুইটি সহর বিধ্বস্ত হইয়াছিল।

৩৩। ফ্রান্সের কোন্ মেষপালিকার নেতৃত্বে ইংরেজসৈন্য যুদ্ধে পরাজিত হয়?—জোয়ান্ অব্ আর্ক।

৩৪। বাংলাদেশে কৌলিন্য-প্রথা কে প্রবর্তন করেন?—বল্লাল সেন। ইনি মিথিলা হইতে বাংলাদেশে নিম্নোক্ত পাঁচজন ব্রাহ্মণ এবং পাঁচজন

কায়স্থ লইয়া আসেন। ইহাদের বংশধরগণ পরবর্তীকালে কুলীন বলিয়া পরিচিত হইয়া আসিতেছেন। ব্রাহ্মণ—শ্রীদক্ষ, শ্রীভট্টনারায়ণ, শ্রীহর্ষ, শ্রীবেদগর্ভক এবং শ্রীছান্দোগ্য। কায়স্থ—শ্রীদশরথ বসু, শ্রীমকরন্দ ঘোষ, শ্রীবিরাট গুহ, শ্রীকালিদাস মিত্র ও শ্রীপুরুষোত্তম দত্ত।

৩৫। মণিপুর, জুলুল্যাণ্ড, চিত্রল ও পেরুরাজ্যের শেষ স্বাধীন নৃপতিদের নাম কি কি?—কুলচন্দ্র সিংহ, সে'টিওয়েও, শের আফজল, আটাহু আল্লা।

৩৬। চৈনিক পরিব্রাজক ইউয়াং-চুয়াং-এর নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় পরিদর্শন-কালে সেখানে কে অধ্যক্ষ ছিলেন?—শীলভদ্র। ইনি জাতিতে বাঙালী ছিলেন। পৃথিবীর প্রাচীনতম বিশ্ববিদ্যালয়—ভারতের তক্ষশীলা (খৃঃ পূর্ব ৪র্থ শতাব্দী)।

৩৭। পৃথিবীর কোন্ ধর্মপুস্তকের সবচেয়ে বেশী বিক্রয়?—খ্রীষ্টানদের বাইবেল। ইহা পৃথিবীতে প্রচলিত প্রায় সব ভাষাতেই অনূদিত হইয়াছে।

৩৮। ভারতবর্ষে কোন্ যুদ্ধের সময় প্রথম কামানের ব্যবহার হয়?—প্রথম পানিপথের যুদ্ধের সময় বাবর প্রথম কামান ব্যবহার করেন।

৩৯। কোন্ রাজা সমগ্র জাতিকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছিলেন?—নেদারল্যাণ্ডের রাজা দ্বিতীয় ফিলিপ।

৪০। কোন্ ইউরোপীয় দেশের নিজস্ব মুদ্রা নাই?—আলবানিয়া।

৪১। কোন্ ভারত-বিজেতা আত্মজীবনী লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছেন?—বাবর।

৪২। ইংলণ্ডের কোন্ বিখ্যাত রাণী এবং ভারতের কোন্ প্রসিদ্ধ সম্রাট্ সমসাময়িক ছিলেন?—রাণী প্রথম এলিজাবেথ এবং সম্রাট্ আকবর।

৪৩। ইংলণ্ডের কোন্ বিখ্যাত প্রধানমন্ত্রী জাতিতে ইহুদী ছিলেন?—বি. ডিজ্‌রেলি।

৪৪। রাজঘাট কি এবং কোথায়?—দিল্লীতে যমুনার ধারে জাতির জনক

মহাত্মা গান্ধীর শেষকৃত্য এইখানে সম্পাদিত হয়। তাঁহার স্মৃতিপূত এই সমাধিস্থলে একটি স্মৃতিসৌধ নির্মিত হইয়াছে।

৪৫। কোন্ রাজপুত্র সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া এক নূতন ধর্ম প্রচার করিয়াছিলেন ?—সিদ্ধার্থ। ইনি পরবর্তীকালে বুদ্ধদেব বলিয়া পরিচিত এবং ইনিই বৌদ্ধধর্মের প্রবর্তক ও প্রচারক।

৪৬। ইংলণ্ডের সর্বাপেক্ষা অল্পবয়স্ক প্রধানমন্ত্রী কে ছিলেন ?—ছোট উইলিয়ম পিট। ২৪ বৎসর বয়সে তিনি ইংলণ্ডের প্রধানমন্ত্রী হন।

৪৭। ইউরোপ হইতে আসিয়া কোন্ বীর সর্বপ্রথম ভারতবর্ষ আক্রমণ করিয়াছিলেন ?—গ্রীসের রাজা মহাবীর আলেকজাণ্ডার।

৪৮। কোন জার্মান রাজা ইংলণ্ডের অধীশ্বর হইয়াছিলেন ?—প্রথম জর্জ। তিনি ইংরাজী ভাষা পর্যন্ত জানিতেন না।

৪৯। কে বলিয়াছিলেন, "শির দিয়া অউর শিরহ্ নেহি দিয়া" ?—তেগ্ বাহাদুর সিং। "মেরি ঝান্সী নেহি দিউঙ্গী" ?—রাণী লক্ষ্মীবাঈ।

৫০। কোন্ কোন্ ভারতীয় সম্রাট্ স্বীয় পুত্রকে অন্ধ করিয়া দিয়াছিলেন ?—সম্রাট্ অশোক তাঁহার পুত্র কুণালকে এবং জাহাঙ্গীর তাঁহার পুত্র খসরুকে বিদ্রোহ করিবার অপরাধে অন্ধ করিয়া দিয়াছিলেন।

৫১। ময়ূরসিংহাসন কে তৈয়ারী করিয়াছিলেন ?—শাজাহানের ময়ূর-সিংহাসনের নাম 'তখ্ত্-ই-তাউস'। স্বর্ণকারের নাম বেবাদল খান। স্বর্ণকারের মজুরী বাদে ইহা তৈরী করিতে খরচ হইয়াছিল সাত কোটি টাকা। ১৬৩৫ খ্রীষ্টাব্দে ১২ই মার্চ সম্রাট্ শাজাহান সর্বপ্রথম এই সিংহাসনে বসেন। শাজাহানের এই প্রিয় সিংহাসনটি নাদির শাহ ভারত আক্রমণ করিয়া লুঠ করিয়া লইয়া যান। বর্তমানে ইহার কোন সন্ধান পাওয়া যায় না। এখন পারস্যে যে 'ময়ূরসিংহাসন' রাখা হইয়াছে, সেটি আসল ময়ূর সিংহাসন নয়।

৫২। ক্যাণ্টারবেরীর কোন্ ধর্মযাজক রাজার আদেশে নিহত হইয়াছিলেন ?

—টমাস বেকেট—(Thomas Becket). দ্বিতীয় হেন্‌রীর ইঙ্গিতে চারজন নাইট ইঁহার প্রাণ সংহার করে।

৫৩। কে কাহাকে 'পার্বত্য মূষিক' বলিতেন ?—ঔরংজেব শিবাজীকে 'পার্বত্য মূষিক' আখ্যা দিয়াছিলেন।

৫৪। ইতিহাসে 'ক্লাইভের গর্দভ' কাহাকে বলা হয় ?—বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজউদ্দৌলার প্রধান সেনাপতি মীরজাফরকে 'ক্লাইভের গর্দভ' বলা হয়। কারণ, ইনি নবাবের বিরুদ্ধে ক্লাইভের সহিত চক্রান্ত করিয়াছিলেন এবং ক্লাইভের স্তোকবাক্যে ভুলিয়াছিলেন।

৫৫। উত্তমাশা অন্তরীপ দিয়া ভারতবর্ষে আসিবার পথ কে প্রথম বাহির করেন ?—পর্তুগীজ নাবিক ভাস্কো-ডা-গামা।

৫৬। ব্রহ্মদেশের শেষ স্বাধীন রাজার নাম কি ?—থিবো। তিনি বোম্বাই প্রদেশের রত্নগিরিতে নির্বাসিত হইয়াছিলেন।

৫৭। কোন্ গভর্নর-জেনারেল আন্দামানে নিহত হন ?—লর্ড মেয়ো। শের আলি নামক এক অন্তরীণ আততায়ীর ছুরিকাঘাতে তিনি নিহত হন। কোন্ ভারতীয় গভর্নর-জেনারেলের ব্রিটিশ পার্লিয়ামেণ্টে বিচার হইয়াছিল ?—ওয়ারেন হেষ্টিংসের। তাঁহার বিরুদ্ধে চুরি ও জালিয়াতি প্রভৃতি নানা অভিযোগ ছিল।

৫৮। কোন্ প্রসিদ্ধ বাঙালী বিক্রমশীলার অধ্যক্ষ ছিলেন ?—দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান অতীশ।

৫৯। কোন্ ভারতীয় রাজা গ্রীক রাজকুমারীকে বিবাহ করেন ?—চন্দ্রগুপ্ত (মৌর্য)।

৬০। কোন্ ভিস্তিওয়ালা দিল্লীর সিংহাসনে বসিয়াছিল ?—নিজাম নামক এক ভিস্তিওয়ালা একদিনের জন্য দিল্লীর সিংহাসনে বসিয়াছিল। গঙ্গাবক্ষে সে একদিন হুমায়ুনের প্রাণরক্ষা করিয়াছিল বলিয়া সম্রাট তাহাকে এইভাবে পুরস্কৃত করেন।

৬১। বাংলার কোন্ রাজাকে প্রজারা নির্বাচিত করিয়াছিল?—পাল বংশের প্রথম রাজা গোপালকে।

৬২। দিল্লীর কোন্ প্রাচীন লৌহস্তম্ভে অদ্যাবধি মরিচা ধরে নাই?—দিল্লীর অশোক-স্তম্ভ। ইহা ৩১০ খ্রীষ্টাব্দে নির্মিত হয়। ইহার উচ্চতা ২২ ফুট, ওজন ৬টন।

৬৩। কোন্ ক্রীতদাস ভারতবর্ষে রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করেন?—কুতবউদ্দিন।

৬৪। কোন্ মুসলমান সম্রাট্ প্রথম চিতোর লুণ্ঠন করেন?—খিল্‌জী বংশের সম্রাট্ আলাউদ্দীন।

৬৫। কোন্ বিখ্যাত সম্রাট্ লিখিতে ও পড়িতে জানিতেন না?—মোগল সম্রাট্ আকবর।

৬৬। একচক্ষু পাঞ্জাব-কেশরী কাহাকে বলা হইত?—রণজিৎ সিংহ, কারণ তাঁহার একটি চক্ষু নষ্ট হইয়া গিয়াছিল।

৬৭। ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ সম্রাট্ কাহাকে বলা হয়?—মহামতি অশোককেই শ্রেষ্ঠ সম্রাট্ বলা হয়। পৃথিবীর ইতিহাসে তাঁহার তুলনা নাই। স্বাধীন ভারতের পতাকায় তাঁহার চক্র অঙ্কিত আছে।

৬৮। ভারতবর্ষের সর্বাপেক্ষা পুরাতন ধর্মগ্রন্থ কি?—ভারতীয় আর্য ঋষিদের 'বেদ' সর্বপেক্ষা প্রাচীন ধর্মগ্রন্থ। বেদ চারিটি—ঋক্, যজুঃ, সাম ও অথর্ব। ইহা অপৌরুষেয়—মানুষের রচনা নহে।

৬৯। 'কোহিনূর' কি ও কেন বিখ্যাত?—'কোহিনূর' ভারতবর্ষের ইতিহাস-প্রসিদ্ধ বহু মূল্যবান্ হীরক খণ্ড। প্রথমে ইহা মালব রাজ্যের রাজাদের সম্পত্তি ছিল। মোগলদের সময়ে কোহিনূর দিল্লীর সম্রাট্ শাজাহানের মুকুটের মণি ছিল। ১৭৬৯ খ্রীষ্টাব্দে নাদির শাহ্ ভারত লুণ্ঠন করার সময় ইহা অপহরণ করেন। পরে ইহা শিখদের হস্তগত হয় এবং রণজিৎ সিংহের বংশধরগণ মহারাণী ভিক্টোরিয়াকে ইহা উপহার দেন। সেই হইতে কোহিনূর ইংলণ্ডের রাজমুকুটের শোভা বর্ধন করিতেছে।

ভারতবর্ষের পিট হীরক বৃহত্তম। ইহার ওজন ৭৷৷৹ ভরি এবং মূল্য প্রায় ৫২ কোটি টাকা।

৭০। ইংরেজী শিক্ষার জন্য ভারতবর্ষে প্রথম কলেজ স্থাপিত হয় কবে?—১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে ১৮ই আগস্ট কলিকাতায় প্রথম কলেজ স্থাপিত হয়। ইহার নাম ছিল 'ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ'। বিদ্যাসাগর এই কলেজের একজন অধ্যাপক ছিলেন।

৭১। সাধারণের শিক্ষার জন্য প্রথম কলেজ স্থাপিত হয় কবে এবং কোথায়?—রাজা রামমোহন রায় ও ডেভিড হেয়ারের চেষ্টায় ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতায় হিন্দু কলেজ স্থাপিত হয়।

৭২। ভারতবর্ষে প্রথম ডাকঘর সৃষ্টি হয় কবে?—মুসলমান রাজত্বের সময়ে শের শাহ্ ভারতবর্ষে প্রথম ঘোড়ার-ডাক সৃষ্টি করেন। আকবর ট্রাঙ্ক-রাস্তাগুলির উপর ১০ মাইল অন্তর অন্তর ডাকঘর স্থাপিত করেন। পরে ১৭৬৬ খৃঃ লর্ড ক্লাইভ প্রথম ডাকঘর স্থাপন করেন। ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দে সব জায়গায় সমান মাশুলে চিঠি পাওয়ার ব্যবস্থা হয়। ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে নিয়মিতভাবে ডাকঘরগুলি চালু হয় ও গভর্ণমেণ্ট চিঠিপত্র বিলি করার দায়িত্ব গ্রহণ করে।

৭৩। ভারতীয় ডাক-টিকিটের প্রচলন হয় কখন?—১৮৩৭ খ্রীষ্টাব্দে সর্বপ্রথম উন্নত প্রণালীতে ডাক-টিকিটের প্রচলন হয়। তালগাছ-আঁকা দুই আনা দামের ডাক-টিকিট প্রথম ছাপা হয়। ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে লর্ড রিপনের আমলে সর্বপ্রথম এক পয়সা দামের পোস্টকার্ড চালু হয়।

৭৪। ইংলণ্ডের কোন্ সম্রাজ্ঞী মাত্র নয় দিন রাজত্ব করিয়া প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হন?—লেডী জেন গ্রে।

৭৫। কাহার স্মৃতিরক্ষার্থে কুতবমিনার তৈরী হয়?—কুতবশাহ্ নামক ফকিরের। মিনারের উচ্চতা ২৩৮ ফিট। ১২৩২ খ্রীষ্টাব্দে আলতা-মাস ইহা নির্মাণ করেন। মিনারের ভিতর ৩৮৫টি ধাপ আছে।

৭৬। পর্তুগীজেরা ইংরাজদিগকে বোম্বাই সহরটি কি জন্য প্রদান করিয়াছিল?— ইংলণ্ডের রাজা দ্বিতীয় চার্লসের সহিত পর্তুগালের রাজকুমারীর বিবাহের যৌতুকস্বরূপ।
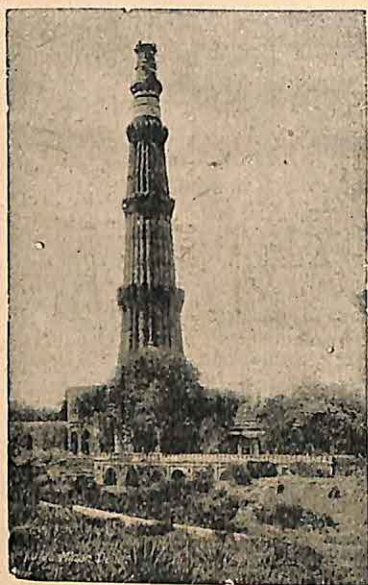
দিল্লীর কুতবমিনার

৭৭। ইংলণ্ডের কোন্ রাজা ও ভারতের কোন্ রাজা 'বিজ্ঞতম মূর্খ' নামে বিখ্যাত?—ইংলণ্ডের রাজা প্রথম জেম্‌স্ ও ভারতের মহম্মদ তোগলক।

৭৮। 'Black Death' বলিতে কি বুঝায়?—চতুর্দশ শতাব্দীতে ইউরোপে ভীষণ প্লেগ দেখা দেয়। এই রোগে প্রায় ২০।২৫ লক্ষ লোক মারা যায়। রোগাক্রান্ত হইলে দেহে কাল দাগ দেখা দিত বলিয়া ইহাকে 'Black Death' বলা হইত।

৭৯। কোন্ ইউরোপীয় সম্রাট্ সবচেয়ে বেশীদিন রাজত্ব করেন?—ফ্রান্সের সম্রাট্ চতুর্দশ লুই। তিনি ১৬৪৩ খ্রীষ্টাব্দে ৫ বৎসর বয়সে সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং ৭৩ বৎসর রাজত্ব করিবার পর মারা যান।

৮০। পৃথিবীতে কে প্রথম হাসপাতাল স্থাপন করেন?—খ্রীষ্টান ধর্মগুরু St. Basil খ্রীষ্টীয় ৩৬৯ সালে ইতালিতে প্রথম হাসপাতাল স্থাপন করেন। সেখানে চিকিৎসক এবং ধাত্রীদের জন্য পৃথক্ বাড়ীও ছিল।

৮১। কোন্ কোন্ সেনাপতি যুদ্ধে কখনও পরাজিত হন নাই?—আলেকজাণ্ডার, জুলিয়াস্ সিজার এবং ডিউক অব্ ওয়েলিংটন।

৮২। কে কে গোপনে ঔরংজেবের ইতিহাস রচনা করেন?—কাফি খাঁ ও ইতালীয় পর্যটক মানুচি। কারণ সম্রাট্ রাজ্যে ইতিহাস-রচনা নিষিদ্ধ করিয়া দিয়াছিলেন।

৮৩। শেষ মোগল সম্রাটের নাম কি?—দ্বিতীয় বাহদুর শাহ্। ইনি রেঙ্গুনে নির্ব্বাসিত হইয়াছিলেন।

৮৪। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের কোন্ কোন্ প্রেসিডেণ্ট গুপ্তঘাতকের হস্তে নিহত হন?—আব্রাহাম লিঙ্কন, জেমস্ আব্রাহাম গারফিল্ড এবং ম্যাক্‌কিনলী।

৮৫। ইংরেজদের John Bull বলা হয় কেন?—১৭১২ খ্রীষ্টাব্দে ডাঃ জন আরবুথনট রাজনীতিকে কেন্দ্র করিয়া "The History of John Bull" নামে একটি বিদ্রূপাত্মক রসরচনা লেখেন। ইহাতে তিনি ফ্রান্সের সহিত অবিরাম যুদ্ধ চালাইবার ব্যাপার লইয়া Duke of Marlboroughকে খুব ঠাট্টা করেন। সবাই ধরিয়া লয়, সেই ঠাট্টাটি সমগ্র ইংরেজ জাতিকে লক্ষ্য করিয়াই করা হইয়াছে। সেই হইতে ইংরেজদের John Bull বলিয়া ব্যঙ্গ করা হইয়া আসিতেছে। আমেরিকানদের ঠাট্টা করিয়া কি বলা হয়?—'আংকল্ শাম' (Uncle Sham).

৮৬। ভারতের কোন্ সম্রাটের সম্বন্ধে বলা হয় যে, তিনি একহস্তে লক্ষ লক্ষ মুদ্রা দান করিতেন এবং অপর হস্তে লক্ষ লক্ষ লোকের প্রাণদণ্ড দিতেন?—দাসরাজবংশের প্রথম বাদশাহ্ কুতবউদ্দিন।

৮৭। ইউরোপের কোন্ সম্রাজ্ঞী স্বামীকে হত্যা করিয়া নিজে সিংহাসনে

অরোহণ করেন ?—রাশিয়ার সম্রাজ্ঞী ক্যাথরিন দি গ্রেট্। প্রাচীন রোমে কোন্ সম্রাজ্ঞী নিজের শিশুপুত্রকে হত্যা করিয়া সিংহাসনে আরোহণ করেন ?—সম্রাজ্ঞী আইরিণা।

৮৮। কোন্ ভারতীয় রাজা নেপোলিয়নের সঙ্গে রাজনৈতিক ব্যাপারে পত্র বিনিময় করিতেন ?—মহীশূরের টিপু স্থলতান।

৮৯। ইংলণ্ডের আইনানুসারে ইংলণ্ডের রাজা কাহাকে বিবাহ করিতে পারেন না ?—রোম্যান ক্যাথলিক্ ধর্মাবলম্বী কোন মহিলাকে। বিবাহ করিতে আইনের কোন বাধা নাই ; তবে কোন রাজবংশ হইতে তাঁহাকে পত্নী নির্বাচিত করিতে হয়।

৯০। ইংলণ্ডের কোন্ রাজা সর্বপ্রথম একজন সাধারণ মহিলাকে বিবাহ করেন ?—অষ্টম এডোয়ার্ড। ইনি ওয়ালিস সিম্‌সন নাম্নী এক সাধারণ মহিলাকে বিবাহ করেন। ইংলণ্ডের প্রজারা ইঁহাকে রাণী বলিয়া স্বীকার না করায় অষ্টম এডোয়ার্ড সিংহাসন ত্যাগ করেন।

৯১। মেক্সিকো রাজ্যের স্বাধীনতা কবে বিলুপ্ত হয় ?—১৫২০ খ্রীষ্টাব্দে স্পেনের সেনাপতি কার্টিসের আক্রমণের ফলে এই দেশের স্বাধীনতা বিলুপ্ত হয়।

৯২। রাজপুত জাতি কাহাদের বংশধর ?—চন্দ্রবংশীয়, সূর্যবংশীয় ও অগ্নিকুলোদ্ভব ক্ষত্রিয়বংশের ; ঐতিহাসিকগণের মতে—ইহারা শক, হূন, গুর্জর প্রভৃতি ভারত-বিজেতাদের বংশধর।

৯৩। ইউরোপের কোন্ দুই সম্রাট্ সমগ্র পৃথিবী জয় করিয়া ভাগাভাগি করিয়া লইতে মনস্থ করিয়াছিলেন ?—ফ্রান্সের নেপোলিয়ন এবং রাশিয়ার আলেকজাণ্ডার।

৯৪। ইংলণ্ডের সিংহাসনে এ পর্যন্ত কোন্ কোন্ সম্রাজ্ঞী ইংলণ্ডের রাজার পত্নী না হইয়াও সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছেন ?—ম্যাটিল্‌ডা, লেডী জেন গ্রে (৯ দিনের জন্য), প্রথম মেরী, প্রথম এলিজাবেথ, দ্বিতীয়

মেরী, উইলিয়ম অরেঞ্জের পত্নী, অ্যান, মহারাণী ভিক্টোরিয়া এবং দ্বিতীয় এলিজাবেথ।

৯৫। মহেঞ্জোদড়ো ও হরপ্পা কোথায় এবং কি জন্য বিখ্যাত?—মহেঞ্জোদড়ো সিন্ধুদেশে ও হরপ্পা পাঞ্জাবে। উভয় স্থানেই পাঁচ হাজার বৎসরের প্রাচীন সভ্যতার বহু ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হইয়াছে।

৯৬। ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দের প্রসিদ্ধ ঘটনাবলী কি কি?—(১) ২০শে জানুয়ারী সম্রাট পঞ্চম জর্জের মৃত্যু; (২) ২০শে জানুয়ারী হইতে ১০ই ডিসেম্বর পর্যন্ত সম্রাট্ অষ্টম এডওয়ার্ডের রাজত্ব; (৩) ৭ই মার্চ জার্মানি কর্তৃক রাইনল্যাণ্ড অধিকার; (৪) ৫ই মে ইতালি কর্তৃক আবিসিনিয়া অধিকার।

৯৭। ইংরেজ আমলের ভারতবর্ষে প্রথম কোন্ ব্রাহ্মণের প্রাণদণ্ড হয়?—ওয়ারেন হেষ্টিংস্-এর আমলে বাঙালী ব্রাহ্মণ মহারাজ নন্দকুমারের। কবে তাঁহার ফাঁসি হয়?—৫ই আগষ্ট, ১৭৭৫ খৃঃ। ফাঁসির হুকুম দেন সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতি স্যার ইলাইজা ইম্পে। তাঁহার বিরুদ্ধে জালিয়াতির মিথ্যা অভিযোগ আনা হইয়াছিল।

৯৮। ইংলণ্ডের কোন্ রাণী অবিবাহিতা ছিলেন?—রাণী প্রথম এলিজাবেথ বিবাহ করেন নাই বলিয়া তাঁহাকে 'Virgin Queen' আখ্যা দেওয়া হইয়াছিল।

৯৯। কোন্ রাজপুত বীর বাঙলার কন্যাকে বিবাহ করেন?—মানসিংহের পুত্র জগৎসিংহ গড়মান্দারণের দুর্গাধিপতির কন্যা তিলোত্তমাকে বিবাহ করেন।

১০০। আলিপুরের 'হাওয়া আফিস' কবে স্থাপিত হয়?—১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দের ১লা এপ্রিল। ইহার প্রথম সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট কে?—রাধানাথ শিকদার। ইনিই বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিক নিউটনের 'প্রিন্সিপিয়া' গ্রন্থ ভারতবাসীদের মধ্যে প্রথম অধ্যয়ন করেন।

১০১। ভারতবর্ষের মধ্যে কোন্ স্থানে আড়াই শত বৎসর ধরিয়া গ্রীক রাজ্য বর্তমান ছিল?—পঞ্চনদ বা পাঞ্জাবে।

১০২। সিপাহী বিদ্রোহ প্রথম কোথায় আরম্ভ হয়?—১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে ২৪ পরগণার অন্তর্গত ব্যারাকপুর নামক স্থানে সিপাহী বিদ্রোহের প্রথম সূচনা হয়।

১০৩। কোন্ হিন্দু রাজা মুসলমানদের হস্তে পরাজয়ের গ্লানি সহ্য করিতে না পারিয়া জলন্ত চিতায় প্রবেশ করেন?—ভাটিণ্ডার রাজা জয়পাল পেশোয়ারের যুদ্ধে সুলতান মাহ্‌মুদের নিকট পরাজিত হইয়া সেই গ্লানি লইয়া বাঁচিয়া থাকার চেয়ে মৃত্যু শ্রেয় জ্ঞান করিয়া স্বহস্তে চিতা সাজাইয়া তাহারই আগুনে ঝাঁপাইয়া পড়েন।

১০৪। কোন্ ভারতীয় সম্রাট চীন-বিজয়ের জন্য তিব্বতে অভিযান করিয়াছিলেন?—মহম্মদ তোগলক্।

১০৫। সাঁচীস্তূপ কোথায় এবং কি জন্য প্রসিদ্ধ?—বোম্বাই-দিল্লী রেলপথের ভূপাল স্টেশনের ৪০ মাইল দূরে ইহা অবস্থিত। প্রাচীন নাম বৈশালী। সমস্ত সাঁচী এলাকার মধ্যে অন্ততঃ ৬০টি ছোট-বড় স্তূপ আছে। তৃতীয় স্তূপটির ভিতর হইতে ভগবান বুদ্ধদেবের প্রধান শিষ্যদ্বয় সারিপুত্ত ও মোগ্‌গল্লানের পূতাস্থি আবিষ্কৃত হয়। ১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দে জেনারেল কানিংহাম ইহা প্রথমে আবিষ্কার করেন।

১০৬। রোমের কোন্ সম্রাট্ রোম নগরে আগুন দিয়া স্বয়ং নিকটস্থ এক পাহাড়ে বসিয়া বেহালা বাজাইয়াছিলেন?—সম্রাট্ নিরো। ৬৪ খ্রীষ্টাব্দে এই ঘটনা ঘটে।

১০৭। কোন্ বিখ্যাত সম্রাজ্ঞী বুকের উপর সর্প রাখিয়া তাহার দংশনে আত্মহত্যা করেন—প্রাচীন মিশরের সম্রাজ্ঞী ক্লিওপেট্রা।

১০৮। ফ্রান্সে কতজন 'লুই' নামধারী রাজা রাজত্ব করিয়াছিলেন?—১৮ জন।

১০৯। আধুনিক কালে কাহাকে 'নগ্ন ফকির' বলা হইত?—ভারতবর্ষের মহাত্মা গান্ধীকে ইংলণ্ডের প্রধানমন্ত্রী মিঃ চার্চিল প্রথমে 'নগ্ন ফকির' (Naked Fakir) আখ্যা দেন। গান্ধীজী মাত্র হাঁটু পর্যন্ত খদ্দরের কাপড় পরিধান করিতেন এবং অনাবৃত গায়ে থাকিতেন—সেইজন্যই

তাঁহার এই উপাধি। ভারতবাসীরা ইঁহাকে শ্রদ্ধা করিয়া 'বাপুজী' বলিয়া ডাকিত।

সাঁচীস্তূপ।

১১০। আধুনিককালে 'নেতাজী' আখ্যা কাহাকে দেওয়া হইয়াছে?—ভারতের গৌরব, বাংলার সর্বশ্রেষ্ঠ বিপ্লবী সুভাষচন্দ্র যখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াতে সশস্ত্র সৈন্যবাহিনী গঠন করিয়াছিলেন, সেই সময়ে সকলে তাঁহাকে 'নেতাজী' বলিয়া সম্মান করিত।

১১১। কোম্পানীর রাজত্ব কি জন্য বলা হইত?—মোগল রাজত্বের শেষভাগে 'ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী' নামে একদল ইংরেজ বণিক্ এদেশে ব্যবসা-বাণিজ্য করিতে থাকেন এবং ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দে পলাশী যুদ্ধের পর হইতে ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে পর্যন্ত তাঁহারা এদেশে রাজত্ব করেন। এইজন্যই কোম্পানীর রাজত্ব বা কোম্পানীর আমল বলা হইত।

১১২। প্রথম কাগজ তৈরী হয় কোন্ দেশে?—চীনে। ব্লক ছাপা ও অক্ষরের প্রচলন প্রথম কোথায় হয়?—চীনদেশে ছাঁচে-ঢালা ধাতুর অক্ষর প্রথম তৈরী হয় কোথায়?—কোরিয়াতে। ইউরোপের মধ্যে প্রথম

কাগজ তৈরী হয় কোথায়?—ফ্লোরেন্সে। কোন্ বাঙালী কারিগর ছেনি কাটিয়া প্রথম বাংলা অক্ষর তৈরী করেন?—পঞ্চানন কর্মকার (১৭৭৩ খ্রীষ্টাব্দে)।

১১৩। কোন্ সম্রাট্ সপরিবারে প্রজাদের হস্তে নিহত হন?—১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর বিপ্লবের ফলে রাশিয়ার রোমানফ্ রাজবংশের সম্রাট্ দ্বিতীয় নিকোলাস সপরিবারে বিপ্লবীদের হস্তে নিহত হন। রাশিয়ার সম্রাটদের পদবী ছিল 'জার' (Czar)।

১১৪। ভারতের কোন্ সম্রাজ্ঞী পুরুষের পোষাক পরিয়া রাজত্ব করিতেন?—আলতামাসের কন্যা রাজিয়া প্রতিদিন পুরুষের পোষাক পরিধান করিয়া রাজসভায় উপস্থিত হইতেন (১২৩৬-৪০)। ইনি একমাত্র মহিলা, যিনি দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন।

১১৫। ট্রয় যুদ্ধের কারণ কি?—মেনিলসের পত্নী অপূর্ব সুন্দরী হেলেনকে ট্রয়ের রাজা প্রায়ামের ছেলে প্যারিস চুরি করিয়া লইয়া গেলে সেই অপমানের প্রতিশোধ লইবার জন্য এই যুদ্ধ হয়।

১১৬। নেপোলিয়ানকে কোথায় বন্দী করিয়া রাখা হইয়াছিল?—সেণ্ট হেলেনা দ্বীপের অন্তর্গত লংউড নামক স্থানে তাঁহাকে ১৮১৫-১৮২২ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত বন্দী করিয়া রাখা হয়।

১১৭। ভারতবর্ষের আধুনিক ইতিহাসে ২৩শে জানুয়ারী, ২৬শে জানুয়ারী, ৩০শে জানুয়ারী ও ১৫ই আগস্ট কি জন্য বিখ্যাত?—(১) নেতাজীর জন্মদিবস; (২) স্বাধীনতা দিবস; (৩) গান্ধীজীর মৃত্যুদিবস; (৪) শ্রীঅরবিন্দের জন্মদিন ও ভারতের স্বাধীনতা-লাভের দিন।

১১৮। জীবনী-সাহিত্যের আদি লেখকের নাম কি?—প্লুটার্ক। ইঁহার রচনা হইতে সেক্সপীয়র তাঁহার নাটক লিখিবার বহু উপাদান সংগ্রহ করেন।

১১৯। ভারতের কোন্ ধর্ম-প্রচারকের সমাধিস্থলে তাঁহার স্মৃতির উদ্দেশে সুন্দর মন্দির নির্মিত হইয়াছে?—বৌদ্ধধর্মের প্রবর্তক বুদ্ধদেব

যেখানে দিব্যজ্ঞান লাভ করেন সেই স্থানটিকে বলা হয় বুদ্ধগয়া। ইহা গয়া হইতে সাত মাইল দূরে। বৌদ্ধদিগের ইহা শ্রেষ্ঠ তীর্থ। এইখানে যে বিরাট পিপুল বৃক্ষের তলদেশে বসিয়া বুদ্ধদেব ধ্যানমগ্ন হইয়া
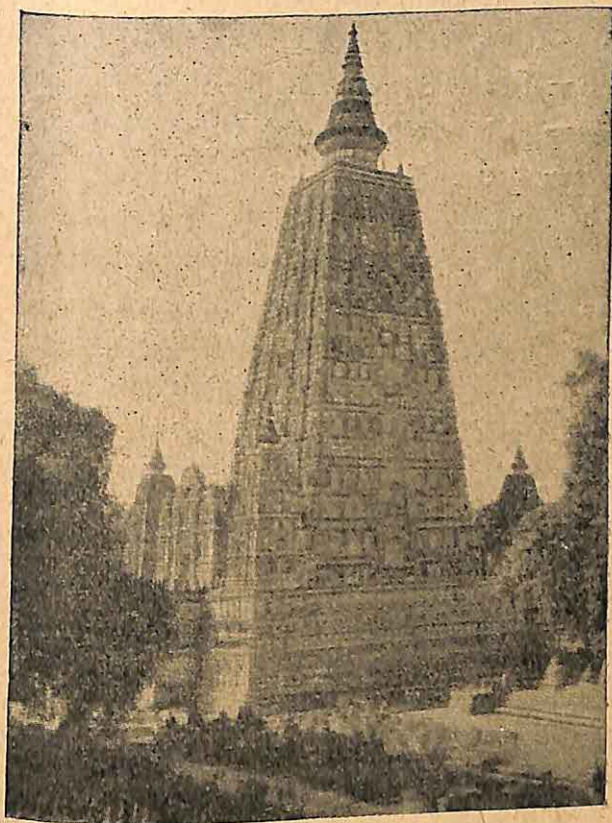
বুদ্ধগয়ার মন্দির

সিদ্ধিলাভ করেন সেই স্থানে সম্রাট্ অশোক একটি মন্দির নির্মাণ করাইয়া দেন। মন্দিরটি উচ্চতায় ১৮০ ফুট এবং ইহার কারুকার্য ও নির্মাণ কৌশল অপূর্ব।

(২) ইতিহাস-প্রসিদ্ধ ঘটনা

খ্রীষ্ট-পূর্বাব্দ

১। ৮০০—কার্থেজ নগরী নির্মাণ।

২। ৭৫৩—রোম মহানগরীর পত্তন।

৩। ৬০৫—পারস্যে জোরোয়াস্টারের উদ্ভব।

৪। ৫৯৯—মহাবীর কর্তৃক জৈনধর্ম-প্রতিষ্ঠা।

৫। ৫৬৩—বুদ্ধদেবের আবির্ভাব ও বৌদ্ধধর্ম স্থাপন। চীনে কনফুসিয়াসের জীবিতকাল।

৬। ৪৯৫—গ্রীক নাট্যকার সফোক্লিসের জন্ম।

৭। ৪৯০—মারাথনের যুদ্ধ।

৮। ৪৮০—থার্মোপলি ও সালামিসের যুদ্ধ। গ্রীক নাট্যকার ইউরিপিডিসের জন্ম।

৯। ৪২৭—দার্শনিক প্লেটোর জন্ম।

১০। ৩৯৯—বিষপানে সক্রেটিসের মৃত্যু।

১১। ৩৮৪—আরিস্টটলের জন্ম।

১২। ৩৫৬—মহাবীর আলেকজাণ্ডারের জন্ম।

১৩। ৩৩৬—আলেকজাণ্ডারের সিংহাসনে আরোহণ।

১৪। ৩৩২—আলেকজাণ্ডারের মিশর বিজয় ও আলেকজান্দ্রিয়া শহরের পত্তন।

১৫। ৩২৭—আলেকজাণ্ডারের ভারত অভিযান।

১৬। ৩২৩—আলেকজাণ্ডারের মৃত্যু।

১৭। ২৮৭—আর্কিমিডিসের জন্ম।

১৮। ২৭৩—অশোকের সিংহাসন-লাভ।

১৯। ১৩২—জুলিয়াস সিজারের জন্ম।

২০। ৫৫—সিজারের বৃটেন আক্রমণ।

২১। ৪৪—জুলিয়াস সিজার নিহত। অ্যাণ্টনি কর্তৃক রোম অধিকৃত।
২২। ২৭—রোম সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা।
২৩। ৪—যীশুখ্রীষ্টের জন্ম।

খ্রীষ্টাব্দ

১। ৩০—ক্রুশবিদ্ধ অবস্থায় যীশুখ্রীষ্ট নিহত।
২। ৫৪—নীরোর সম্রাট্‌পদ লাভ।
৩। ৬৪—নীরো কর্তৃক রোম নগরী ভস্মীভূত।
৪। ৭৮—কুষানরাজ কনিষ্কের রাজত্ব।
৫। ৭৯—পম্পিয়াই শহর ধ্বংস।
৬। ৩২৩—কনস্টাণ্টিনোপলের গোড়াপত্তন।
৭। ৩৫৪—সেণ্ট আগস্টিনের জন্ম।
৮। ৩৭৫—চন্দ্রগুপ্ত (বিক্রমাদিত্য) ও কালিদাসের যুগ।
৯। ৩৯৪—চীন পরিব্রাজক ফা-হিয়েনের ভারত ভ্রমণ।
১০। ৫৬০—ইংলণ্ডে খ্রীষ্টধর্মের সূত্রপাত।
১১। ৫৯০—হজরত মহম্মদের জন্ম।
১২। ৬০৬-৬৪৭—হর্ষবর্ধনের রাজত্বকাল।
১৩। ৬১১—মহম্মদের ইস্‌লাম ধর্ম প্রচার।
১৪। ৬২৯—চীন পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙ্‌-এর ভারত ভ্রমণ।
১৫। ৬৩৭—খলিফা ওমরের জেরুসালেম দখল।
১৬। ৭১২—মুসলমানগণ কর্তৃক প্রথম ভারত আক্রমণ।
১৭। ৭৬২—বাগদাদের প্রতিষ্ঠা।
১৮। ৭৮৬—বাগদাদের খলিফা হারুন-অল্‌-রসিদ।
১৯। ৮২০—শঙ্করাচার্যের মৃত্যু।
২০। ৮২৮—ইংলণ্ডের প্রথম রাজার পদে এলবার্ট।

২১। ১০০৮—গজনীর মামুদ কর্তৃক ভারত আক্রমণ।

২২। ১০৯৫—প্রথম ধর্মযুদ্ধ।

২৩। ১১৪৭—দ্বিতীয় ধর্মযুদ্ধ।

২৪। ১১৮৯—তৃতীয় ধর্মযুদ্ধ।

২৫। ১১৯২—থানেশ্বরের যুদ্ধ, পৃথ্বীরাজ ও ঘোরী।

২৬। ১২০২—চতুর্থ ধর্মযুদ্ধ।

২৭। ১২০৬—ভারতে মোগল সাম্রাজ্যের পত্তন।

২৮। ১২১৪—চেঙ্গিজ খাঁনের পিকিং অধিকার।

২৯। ১২১৮—পঞ্চম ধর্মযুদ্ধ।

৩০। ১২২৭—চেঙ্গিজ খাঁনের মৃত্যু।

৩১। ১২২৮—ষষ্ঠ ধর্মযুদ্ধ ও খ্রীষ্টানগণ কর্তৃক জেরুসালেম দখল।

৩২। ১২৪৫—সপ্তম ধর্মযুদ্ধ।

৩৩। ১২৬৫—ইংলণ্ডে প্রথম কমন্সসভার অধিবেশন। মহাকবি দান্তের জন্ম।

৩৪। ১২৯৫—ইংলণ্ডে প্রথম নিয়মিত পার্লামেণ্টের কার্যারম্ভ।

৩৫। ১৩০৩—আলাউদ্দীন কর্তৃক চিতোর ধ্বংস।

৩৬। ১৩৯৮—তৈমুরলঙ্গের ভারত অভিযান।

৩৭। ১৪০০—চসারের মৃত্যু।

৩৮। ১৪০৯—গুরু নানকের জন্ম।

৩৯। ১৪৯২—কলম্বসের সমুদ্রযাত্রা।

৪০। ১৪৯৮—জলপথে ভারতে ভাস্কো-ডা-গামার প্রথম আগমন।

৪১। ১৫২৬—পানিপথের যুদ্ধ—ভারতে মোগল রাজত্বের শুরু।

৪২। ১৫৫৬-১৬০৫—আকবরের রাজত্বকাল।

৪৩। ১৫৬৪—সেক্সপীয়রের জন্ম।

৪৪। ১৬৩০—শিবাজীর জন্ম।

৪৫। ১৬৪৯—ইংলণ্ডের রাজা প্রথম চার্লসের ফাঁসি।

৪৬। ১৬৫১—হুগলীতে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির প্রথম কুঠি স্থাপন।

৪৭। ১৬৮৯—রাশিয়ার পিটার দি গ্রেটের রাজত্ব।

৪৮। ১৬৯০—ইংরেজগণ কর্তৃক কলিকাতা নগরীর প্রতিষ্ঠা।

৪৯। ১৬৯৬—ঔরংজেবের মৃত্যু ও মোগল সাম্রাজ্যের পতন আরম্ভ।

৫০। ১৭৩৬—নাদিরশাহের ভারত আক্রমণ।

৫১। ১৭৫৭—পলাশীর যুদ্ধ ও ভারতে ইংরেজ রাজত্বের শুরু।

৫২। ১৭৬৫—ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি কর্তৃক বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানী লাভ।

৫৩। ১৭৬৯—নেপোলিয়নের জন্ম।

৫৪। ১৭৭০—ছিয়াত্তরের মন্বন্তর।

৫৫। ১৭৭৪—ক্লাইভের আত্মহত্যা ও ভারতের প্রথম গভর্ণর-জেনারেলের পদে ওয়ারেন হেস্টিংস।

৫৬। ১৭৭৫—মহারাজ নন্দকুমারের ফাঁসি।

৫৭। ১৭৭৬—আমেরিকার স্বাধীনতা ঘোষণা।

৫৮। ১৭৮০—ভারতে প্রথম সংবাদপত্র প্রকাশিত—'হিকিস্ গেজেট'।

৫৯। ১৭৮৯—ফরাসী বিপ্লব আরম্ভ। আমেরিকার প্রথম প্রেসিডেন্ট পদে জর্জ ওয়াশিংটন।

৬০। ১৭৯৩—ফরাসী সম্রাট্ চতুর্দশ লুই ও রাণী মেরী আঁতোয়ানের ফাঁসি।

৬১। ১৭৯৬—জেনার কর্তৃক বসন্তরোগের টীকা আবিষ্কার।

৬২। ১৮০৪—নেপোলিয়ন ফ্রান্সের সম্রাট্।

৬৩। ১৮১৫—ওয়াটারলুর যুদ্ধে নেপোলিয়নের পরাজয়।

৬৪। ১৮২১—বন্দী অবস্থায় নেপোলিয়নের মৃত্যু।

৬৫। ১৮২৮—রাজা রামমোহন রায় কর্তৃক ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা।

৬৬। ১৮৩৭—রাণী ভিক্টোরিয়ার সিংহাসনলাভ।

৬৭। ১৮৫৩—ভারতে প্রথম রেলওয়ে পত্তন।

৬৮। ১৮৫৪—ভারতে বৈদ্যুতিক টেলিগ্রাফের প্রবর্তন ও প্রথম আইন-পরিষদের অধিবেশন।

৬৯। ১৮৫৭—সিপাহী বিদ্রোহ। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা।
৭০। ১৮৫৮—ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির বিলুপ্তি। মহারাণী ভিক্টোরিয়া কর্তৃক ভারতের শাসনভার গ্রহণ।
৭১। ১৮৬১—কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের জন্ম।
৭২। ১৮৬২—কলিকাতা হাইকোর্টের গোড়াপত্তন।
৭৩। ১৮৬৯—মহাত্মা গান্ধীর জন্ম।
৭৪। ১৮৭২—শ্রীঅরবিন্দের জন্ম।
৭৫। ১৮৮৫—ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা।
৭৬। ১৯০৪—রুশ-জাপান যুদ্ধ।
৭৭। ১৯০৫—বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন।
৭৮। ১৯১৪—প্রথম বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ।
৭৯। ১৯১৭—রাশিয়ার সম্রাট্ জারের পতন ও সোভিয়েট শাসন প্রতিষ্ঠিত।
৮০। ১৯১৯—অমৃতসরে জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ড।
৮১। ১৯১৯-২০—গান্ধীজির অসহযোগ আন্দোলন।
৮২। ১৯২১—আয়ার্ল্যাণ্ডের স্বাধীনতালাভ।
৮৩। ১৯২৪—লেলিনের মৃত্যু।
৮৪। ১৯২৮—নিউইয়র্কে প্রথম সবাক চিত্র প্রদর্শন।
৮৫। ১৯৩২—চীন-জাপান যুদ্ধ।
৮৬। ১৯৩৪—জার্মানির প্রেসিডেণ্ট ফন্ হিণ্ডেনবার্গের মৃত্যু। প্রেসিডেণ্ট ও চ্যান্সলারের পদে হের হিটলার।
৮৭। ১৯৩৬—রাজা পঞ্চম জর্জের মৃত্যু। অষ্টম এডোয়ার্ডের সিংহাসনে আরোহণ।
৮৮। ১৯৩৭—অষ্টম এডোয়ার্ডের সিংহাসন-ত্যাগ ও ষষ্ঠ জর্জের সিংহাসন লাভ।
৮৯। ১৯৩৯—দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ।
৯০। ১৯৪১—ভারত হইতে নেতাজী সুভাষচন্দ্রের অন্তর্ধান।

৯১। ১৯৪২—কংগ্রেসের 'ভারত ছাড়ো' প্রস্তাব ও আগস্ট বিপ্লব।

৯২। ১৯৪৫—বার্লিনের পতন। হিটলারের মৃত্যু।

৯৩। ১৯৪৭—ভারতের স্বাধীনতা লাভ।

৯৪। ১৯৪৮—প্যালেস্টাইনে ইহুদিরাজ্য ('ইস্রায়েল') প্রতিষ্ঠা। মহাত্মা গান্ধী নিহত।

৯৫। ১৯৫০—নূতন শাসনতন্ত্র অনুসারে ভারতে স্বাধীন সার্বভৌম সাধারণতন্ত্র-প্রতিষ্ঠা ও প্রথম রাষ্ট্রপতির পদে ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ। শ্রীঅরবিন্দ দেহত্যাগ করেন।

৯৬। ১৯৫২—ইংলণ্ডের রাজা ষষ্ঠ জর্জের মৃত্যু ও রাণী দ্বিতীয় এলিজাবেথের সিংহাসন লাভ। মিঃ ডুইট ডেভিড আইসেনহাওয়ার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নূতন প্রেসিডেণ্ট নির্বাচিত।

৯৭। ১৯৫৩—ষ্টালিনের দেহত্যাগ।

(৩) বিভিন্ন দেশের অধিবাসিগণের বাঙ্গালা নাম

আফ্রিকা—কাফ্রী; আমেরিকা—মার্কিণ; ডেনমার্ক—দিনেমার; হল্যাণ্ড—ওলন্দাজ (Dutch); নেপাল—গুর্খা; আবিসিনিয়া—হাব্‌সী; ফ্রান্স—ফরাসী; ইংলণ্ড—ইংরেজ। ব্রহ্ম—বর্মী। পর্ত্তুগাল—পর্ত্তুগীজ।

(৪) রাজ্যহীন রাজা

১। গ্রীসের কনস্ট্যান্‌টাইন

২। পর্তুগালের রাজা দ্বিতীয় ইম্যানুয়েল।

৩। বুলগেরিয়ার ফার্দিনান্দ।

৪। তুরস্কের ষষ্ঠ সুলতান মহম্মদ।

৫। শ্যামের রাজা প্রজাবর্ধক।

৬। মিশরের রাজা ফারুক।

৭। ইংলণ্ডের অষ্টম এডওয়ার্ড (ডিউক অব্ উইণ্ডসর)।

৮। মক্কার হোসেন।
৯। মিশরের আব্বাস হেল্‌মি।
১০। আফ্‌গানিস্থানের আমানুল্লা।
১১। স্পেনের ত্রয়োদশ অ্যালফান্সো
১২। চীনের সম্রাট্‌ পুই।
১৩। হাঙ্গেরীর রাজা চার্লস।
১৪। বেলজিয়ামের রাজা তৃতীয় লিওপোল্ড
১৫। নরওয়ের রাজা সপ্তম হাকুন।
১৬। আলবেনিয়ার রাজা জগু।
১৭। হলাণ্ডের রাণী উইলহেলমিনা।
১৮। রুমানিয়ার রাজা ক্যারল।

শেষোক্ত পাঁচজন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ফলে রাজ্যহীন হইয়াছেন।

(৫) ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস

১। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস কত খ্রীষ্টাব্দে কে প্রতিষ্ঠা করেন?—১৮৮৫ খৃঃ অব্দে A. O. Hume, I.C.S.

২। কংগ্রেসের প্রথমে উদ্দেশ্য কি ছিল?—নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে ভারতের জন্য পূর্ণ-স্বাধীনতা-অর্জন।

৩। কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশন কোথায় হয়?—বোম্বাই।

৪। কংগ্রেসের প্রথম প্রেসিডেণ্ট কে?—W. C. Bonnerjee (উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়)।

৫। কোন্ কোন্ মহিলা কংগ্রেসের সভাপতি হইয়াছিলেন?—এ্যানি বেশান্ত, সরোজিনী নাইডু, নেলি সেনগুপ্তা।

৬। ভারতীয় কংগ্রেসে কাহারা পর পর দুইবার সভাপতি হইয়াছেন?—শ্রীজওহরলাল নেহরু ও সুভাষচন্দ্র বসু।

৭। কংগ্রেসের কার্যকরী সমিতি (ওয়ার্কিং কমিটি) কয়জন সভ্য লইয়া গঠিত?—১৫ জন।

৮। A. I. C. C. বলিলে কি বুঝায়?—All India Congress Commitee (নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি)।

৯। বার্ষিক কত চাঁদা দিলে কংগ্রেসের সভ্য হওয়া যায়?—চারি আনা।
কংগ্রেসে নব যুগের স্থচনা করেন কে কে?—তিলক ও শ্রীঅরবিন্দ।

১০। কংগ্রেসের স্থায়ী গৃহের জন্য কে বাড়ি দান করেন? পণ্ডিত মতিলাল নেহরু এলাহাবাদে তাঁহার একখানি বাড়ি কংগ্রেসকে দান করেন। এই বাড়িতে ১৯২৫ সালে কংগ্রেসের প্রধান কার্যালয় 'স্বরাজ ভবন' স্থাপিত হয়।

১১। কংগ্রেসে স্বেচ্ছাবাহিনী প্রথম কে গঠন করেন?—সুভাষচন্দ্র বসু। কংগ্রেসের ১৯২৮ সালের কলিকাতা অধিবেশনে সর্বপ্রথম এক বিরাট্ স্বেচ্ছাবাহিনী গঠন করেন এবং তিনি ইহার জেনারেল অফিসার কম্যাণ্ডিং (G. O. C.) হইয়াছিলেন।

১২। ভারতের জাতীয় সঙ্গীত কে রচনা করিয়াছেন?—রবীন্দ্রনাথের জনগণমন ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দের ২৭শে ডিসেম্বর কলিকাতায় কংগ্রেস অধিবেশনে প্রথম গীত হয়। এই সঙ্গীতের পদগুলি ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত হয়। রবীন্দ্রনাথ এই পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন।

ভারতীয়দের মধ্যে প্রথম

১। বিধবা-বিবাহ প্রবর্তক—ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।

২। বড়লাটের শাসন-পরিষদের সদস্য—লর্ড সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহ।

৩। বিশ্ববিজয়ী কুস্তিগীর—গামা।

৪। কংগ্রেসের সভাপতি—উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। (W. C. Bonnerjee).

৫। International Law Congress-এর সহকারী সভাপতি—ডক্টর রাধাবিনোদ পাল।

৬। প্রথম সিভিলিয়ান (I.C.S.)—সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর। প্রথম আই. সি. এস. পদত্যাগ—সুভাষচন্দ্র বসু।

৭। I. C. S. পরীক্ষায় প্রথম হন—স্যর অতুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।
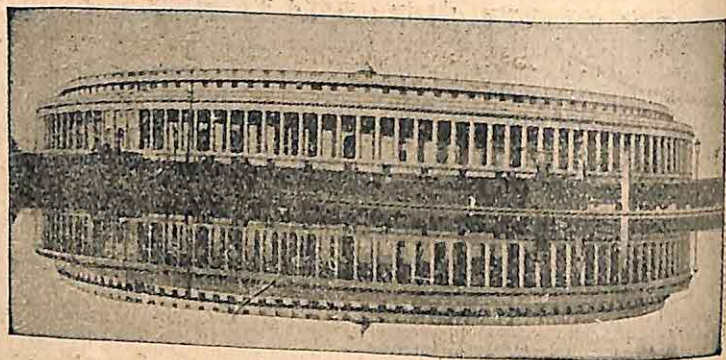
কেন্দ্রীয় আইনসভার গৃহ—নয়া দিল্লী

৮। নোবেল পুরস্কার-প্রাপ্তি—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। 'নাইট' উপাধি ত্যাগ—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

৯। বিলাত যাত্রা করেন—রাজা রামমোহন রায়। বৃস্টলে ইহার মৃত্যু হইলে আভন্ নদীর তীরে ইহার শেষকৃত্য করা হয়।

১০। কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের র‍্যাংলার—আনন্দমোহন বসু।

১১। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রাজুয়েট—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এবং যদুনাথ বসু।

১২। প্রাদেশিক লাট—লর্ড সিংহ। (স্যর এস. পি. সিংহ)

১৩। ব্যারিস্টার—জ্ঞানেন্দ্রমোহন সিংহ।

১৪। প্রধান বিচারপতি—স্যর রমেশচন্দ্র মিত্র।

১৫। ভারতের বাহিরে অভিনয় করেন—শিশিরকুমার ভাদুড়ী।

১৬। প্রিভিকাউন্সিলের সভ্য—আমীর আলি।

১৭। ভারতের বাহিরে নৃত্যকলা প্রদর্শন করেন—উদয়শঙ্কর।

১৮। ভারতীয় বৈমানিক—চাওলা।
১৯। ভারতের রাষ্ট্রগুরু—সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।
২০। ক্রিকেট খেলোয়াড়—রণজিৎ সিং (প্রিন্স রঞ্জি)।
২১। সেরিফ্—দিগম্বর মিত্র।
২২। প্রথম শব-ব্যবচ্ছেদ করেন—মধুস্থদন গুপ্ত।
২৩। ইংরেজি ভাষায় কবিতা লেখেন—মাইকেল মধুস্থদন দত্ত।
২৪। মিলিটারী ক্রস্ পান—ডাঃ কল্যাণকুমার মুখোপাধ্যায়।
২৫। রয়্যাল সোসাইটির ভারতীয় সভ্য—এস. রামানুজম্।
২৬। ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট্—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।
২৭। লেজিস্লেটিভ্ এসেমব্লির সভাপতি—ভি. জে. প্যাটেল।
২৮। অক্সফোর্ডের ভারতীয় অধ্যাপক—সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন্।
২৯। বৃটিশ পার্লিয়ামেণ্টের সভ্য—স্যর মুঙ্গেরজী ভাওয়ানাগ্রী।
৩০। ব্যারনেট—স্যর কাওয়াসজী জাহাঙ্গীর।
৩১। পিয়ার—লর্ড সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহ।
৩২। রয়্যাল এসিয়াটিক সোসাইটির সভ্য—এ. কারসেৎজী।
৩৩। ইণ্ডিয়া কাউন্সিলের সদস্য—কৃষ্ণগোবিন্দ গুপ্ত।
৩৪। কে. সি. এস. আই. (K. C. S. I.)—রাধাকান্ত দেব।
৩৫। আই. এম. এস—গুডিভ চক্রবর্তী।
৩৬। কেন্দ্রীয় আইনসভার সভাপতি—স্যার ইব্রাহিম রহিমতুল্লা।
৩৭। ইঞ্জিনীয়র—নীলমণি মিত্র।
৩৮। লণ্ডনের রয়্যাল আর্টিস্ট সভার সভ্য—অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
৩৯। স্মিথ পুরস্কার-প্রাপ্তি—ভূপেন্দ্রমোহন সেন।
৪০। হাইকোর্টের বিচারপতি—রমাপ্রসাদ রায়।
৪১। মহিলা ডাক্তার—কাদম্বিনী গাঙ্গুলী।
৪২। মহিলা এম. এ.—চন্দ্রলেখা বসু। এম. বি.—ভার্জিনিয়া মেরী মিত্র।
৪৩। লণ্ডনের ডি এস্-সি. (D.Sc.)—স্যর জগদীশচন্দ্র বসু।

৪৪। ইংরেজি ভাষায় মহিলা কবি—তরু দত্ত।
৪৫। বার্লিনের মহিলা পি-এইচ.ডি.—প্রভাবতী দাশগুপ্তা।
৪৬। ভিক্টোরিয়া ক্রশ পান—নায়ক খোদাদাদ্ খান।
৪৭। ইংলণ্ডে ভারতের হাই-কমিশনার—স্যর অতুলচন্দ্র চ্যাটার্জি।
৪৮। ভাইস-চ্যান্সেলার, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়—স্যর গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।
৪৯। স্বাধীন ভারতের প্রথম রাষ্ট্রপতি—ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ।
৫০। ভারতের বাহিরে বেদান্ত প্রচার করেন—স্বামী বিবেকানন্দ।
৫১। চৌদ্দ বৎসর ইংলণ্ডে অধ্যয়ন করেন—শ্রীঅরবিন্দ।
৫২। ইংরেজিতে গীতার ব্যাখ্যা লেখেন—শ্রীঅরবিন্দ।
৫৩। কলিকাতা কর্পোরেশনের মেয়র—দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন।
৫৪। য়্যাড্‌ভোকেট জেনারেল—স্যর ব্রজেন্দ্রলাল মিত্র।
৫৫। "হাফটোন্" চিত্রকর—উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী।
৫৬। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার—কালিচরণ ব্যানার্জি।
৫৭। ভারতীয় জেলা-জজ—দিগম্বর বিশ্বাস।
৫৮। কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃতের অধ্যাপক—এড্‌ওয়ার্ড কাউয়েল।
৫৯। ভারতীয় চীফ ইঞ্জিনীয়ার—রাজেশ্বর মিত্র।
৬০। ইংরেজিতে বেদের অনুবাদ করেন—স্যর রমেশচন্দ্র দত্ত।
৬১। ভারতীয় কংগ্রেসের সভানেত্রী—সরোজিনী নাইডু।
৬২। মহিলা গভর্ণর—সরোজিনী নাইডু।
৬৩। ব্যঙ্গচিত্রের শ্রেষ্ঠ ভারতীয় শিল্পী—গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
৬৪। বহুভাষাবিদ্—হরিনাথ দে।
৬৫। রসায়নশাস্ত্রে আন্তর্জাতিক সম্মানলাভ—প্রফুল্লচন্দ্র রায়।
৬৬। ভারতের বাহিরে প্রাচ্য গীতবাদ্যে সুখ্যাতিলাভ—সত্যবালা দেবী।
৬৭। বারিস্টারী পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার—স্যর নৃপেন্দ্রনাথ সরকার।
৬৮। সার্জেন জেনারেল (অস্থায়ী)—কর্ণেল মন্মথনাথ চৌধুরী।

৬৯। একাউণ্ট্যাণ্ট-জেনারেল—মন্মথনাথ ভট্টাচার্য।
৭০। অক্সফোর্ডের 'ডক্টরেট্ অব্ মিউজিক'—দিলীপকুমার রায়।
৭১। বিদেশী রাজ্যের প্রধান সেনাপতি—কর্ণেল সুরেশ বিশ্বাস।
৭২। শ্রেষ্ঠ দাতা—কাশিমবাজারের মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী।
৭৩। স্বাধীনতা-সংগ্রামের শহীদ—ক্ষুদিরাম বসু ও প্রফুল্ল চাকি।

ইতিহাসের সর্বপ্রথম

১। বাংলা ভাষায় প্রকাশিত প্রথম পত্রিকার নাম কি?—'বেঙ্গল গেজেট'। ১৮১৮ সালের ২২শে মে ইহা প্রকাশিত হয়। এই পত্রিকা 'সমাচার দর্পণে'র প্রায় এক সপ্তাহ পূর্বে প্রকাশিত হয়।

২। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম ভাইস্-চ্যান্সেলার কে?—উইলিয়ম কন্‌ভাইল।

৩। কলিকাতা হাইকোর্টের প্রথম বিচারপতি কে?—স্যর বার্ণেস্ পিকক্।

৪। বাংলাদেশে প্রথম কোথায় ছাপাখানা স্থাপিত হয়?—প্রথম ছাপাখানা স্থাপিত হয় হুগলীতে। পঞ্চানন কর্মকার ও মনোহর দাসের সহযোগিতায় উইলকিন্স সাহেব এই কাজটি করেন। এই ছাপাখানায় হ্যালহেড্ সাহেবের "বাঙ্গালা ব্যাকরণ" প্রথম ছাপা হয় (১৭৭৮ খৃঃ)। ইহাই বাংলা ভাষায় ছাপা প্রথম বই।

৫। পৃথিবীর প্রথম প্রকাশিত সংবাদপত্রের নাম কি?—চিংপাও। এই সংবাদপত্র চীনদেশে প্রায় ১০২৪ বৎসর পূর্বে প্রকাশিত হইয়াছিল।

৬। কে সর্বপ্রথম আকাশে উড়িবার চেষ্টা করেন?—মণ্টগলফিয়ার নামক একজন ফরাসী ১৭৮৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম উড়িবার চেষ্টা করেন।

৭। কোন্ ইংরেজ প্রথম বাংলা শেখেন?—হ্যালহেড্।

৮। দৈনিক সংবাদপত্র সর্বপ্রথম কোথায় প্রকাশিত হয়?—প্রাচীন রোমে। ইহার নাম 'অ্যাক্টা ডায়ার্ণা'।

৯। বাংলাদেশের প্রথম ইংরেজী সংবাদপত্রের নাম কি ?—'হিকিস গেজেট'।

১০। ইংরেজি ভাষায় প্রথম কে অভিধান রচনা করেন ?—স্যামুয়েল জন্‌সন্—১৭৫৫ খৃঃ।

১১। প্রথম বাংলা ছায়াচিত্র কোন্‌টি ?—হরিশচন্দ্র। বোম্বাইয়ের করোনেশন সিনেমা কোম্পানি ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে এই ছায়াচিত্রটি সর্বসাধারণের নিকট পরিবেশন করেন। চিত্রখানির দৈর্ঘ্য ছিল ৩৭,০০০ ফুট।

১২। মৌমাছির মধু হইতে কে সর্বপ্রথম ভিনিগার তৈয়ারী করেন ?—মেক্সিকোর একজন ভদ্রলোক মৌমাছি পালন করেন এবং সেই মৌচাকের মধু হইতে তিনি প্রথম ভিনিগার তৈয়ারী করেন।

১৩। সর্বপ্রথম কোন্ ইংরেজ ভারতবর্ষে পদার্পণ করেন ?—টমাস্ ষ্টিফেন্‌সন। সর্বপ্রথম কোন্ বাঙালী তিব্বতে গমন করেন ?—সুবিখ্যাত পণ্ডিত অতীশ দীপঙ্কর।

১৪। আমেরিকার শাসনতন্ত্রের প্রথম প্রেসিডেন্ট কে ?—জর্জ ওয়াশিংটন। ভারত যুক্তরাষ্ট্রের প্রথম প্রেসিডেন্ট কে ?—ডক্টর রাজেন্দ্রপ্রসাদ। সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের প্রথম অধিনায়ক কে ?—লেনিন। নাৎসী জার্মানির প্রথম অধিনায়ক কে ?—হিটলার। তুরস্কের ?—কামালপাশা।

১৫। পৃথিবীর প্রথম বিশ্ববিদ্যালয় ?—ভারতের তক্ষশিলা। খৃঃ পূর্ব ৪র্থ শতাব্দী।

১৬। কে সর্বপ্রথম পৃথিবীর চতুর্দিকে পরিভ্রমণ করেন ?—জুয়ান্ সেবেস্টিয়ান্ ডেল্‌কানো প্রথম পৃথিবী প্রদক্ষিণ করেন।

১৭। প্রথম ফায়ার ব্রিগেড কবে চলিয়াছিল ?—১৮২৪ খ্রীষ্টাব্দে এডিনবরাতে পুলিশ কমিশনার ও ইন্সিওরেন্স কোম্পানি সর্বপ্রথম সাধারণের সমক্ষে ফায়ার ব্রিগেড বাহির করিয়াছিলেন।

১৭ ক। প্রথম সমুদ্রগামী ভারতীয় জাহাজ কবে জলে ভাসান হয়?—১৯৪৮ সালের ১৪ই মার্চ 'জলউষা' ভাসান হয়।

১৮। কোন্ বাঙালী গত প্রথম মহাযুদ্ধে বিমানপোতে করিয়া ইংরেজের পক্ষে যুদ্ধ করেন?—বরিশাল জেলার ইন্দ্র রায়। এই যুদ্ধে তিনি ফ্রান্সে মারা যান। কলিকাতার ভবানীপুর অঞ্চলে ইহার নামে একটি রাস্তা আছে।

১৯। লেখার জন্য কালি প্রথম কবে তৈয়ারী হয়?—যীশুখ্রীষ্ট জন্মাইবার প্রায় আড়াই হাজার বৎসর আগে চীনদেশে প্রথম লিখিবার কালি প্রস্তুত হয়। চীন হইতে মিশর হইয়া ইহা ইউরোপে যায়।

২০। প্রথম কোন্ বাষ্পীয় পোত আটলাণ্টিক মহাসাগর পার হয়?—'Rising Sun' নামক জাহাজ ১৮১৮ খৃঃ অব্দে আটলাণ্টিক মহাসাগর প্রথম পার হয়।

২১। ভারতবর্ষে কোথায় প্রথম টেলিগ্রাফ লাইন বসান হয়?—ডায়মণ্ডহারবার এবং কলিকাতার মধ্যে প্রথম টেলিগ্রাফ লাইন বসান হয় ১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দে। কোথায় প্রথম টেলিফোন-ব্যবস্থা চালু করা হয়?—১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা শহরে প্রথম টেলিফোনের ব্যবস্থা চালু করা হয়। তখন মাত্র ৫০ জন ধনী ব্যক্তি এই যন্ত্রের সুবিধা গ্রহণ করিয়াছিলেন।

২২। কবে এবং কোথায় প্রথম ট্রাম লাইন বসান হয়?—১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে নিউ ইয়র্ক শহরে সর্বপ্রথম ট্রাম লাইন বসান হয়।

২৩। কে সর্বপ্রথম উত্তরমেরু গিয়াছিলেন?—পিয়ারী (Peary)

২৪। সর্বপ্রথম কোন্ দেশে চায়ের ব্যবহার আরম্ভ হয়?—চীনদেশে।

২৫। সর্বপ্রথম কে কি জন্য Light House নির্মাণ করেন?—মিশরবাসী Sostratus Pharos দ্বীপে প্রথম Light House নির্মাণ করেন; ইহার ভাবী পত্নী গ্রীস হইতে মিশরের পথে আসিবার সময় ঝড়ের

রাত্রে ডুবো পাহাড়ে ধাক্কা লাগিয়া জাহাজ ডুবি হইয়া মারা যাওয়ায় তাঁহার স্মৃতিরক্ষার্থ তিনি ইহা নির্মাণ করেন।

২৬। প্রথম কোন্ দেশের আদালতে কে প্রথম 'টিপসই' দ্বারা অপরাধী সনাক্ত করিবার উপায় প্রবর্তন করেন?—বাংলাদেশের আদালতে স্যার উইলিয়াম হার্শেল দ্বারা ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দে এই প্রথার প্রবর্তন হয়।

২৭। ঘড়িতে প্রথম দোলক ব্যবহার কে করেন?—১৬৫৮—খ্রীষ্টাব্দে হায়গেনস।

২৮। প্রথম ভারতীয় ছায়াচিত্র কোন্‌টি?—১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রদর্শিত একটি News Reel.

২৯। প্রথম ভারতীয় সিনেমা কোম্পানির নাম কি?—J. F. Madan & Co. এই কোম্পানির প্রথম ছায়াচিত্রের নাম 'নল-দময়ন্তী'।

৩০। প্রথম ভারতীয় বহুবর্ণের ছবির নাম কি?—প্রভাত সিনেমা কোম্পানির 'সৈরিন্ধ্রী'।

৩১। বাংলাদেশের প্রথম লাইব্রেরী কোন্‌টি?—১৮৩৯ সালে মেটকাফ্ হাউসে Calcutta Public Library-র প্রতিষ্ঠা হয়। এইটিই বাংলাদেশের প্রথম লাইব্রেরী।

৩২। ইউরোপের মধ্যে প্রাচীনতম সাধারণতন্ত্র রাজ্য কোন্‌টি?—সুইজারল্যাণ্ড।

৩৩। সর্বপ্রথম দক্ষিণমেরুতে কে গিয়াছিলেন?—নরওয়েবাসী আমুণ্ডসেন প্রথম দক্ষিণমেরুতে যান। কিন্তু ইংরেজ অভিযানকারী স্কট্ সমস্ত ঘটনা ডায়েরীতে লিখিয়া রাখিয়া যান এবং তিনি আমুণ্ডসেনের মাত্র একমাস পরে সেখানে গিয়াছিলেন।

৩৪। সাবানের প্রচলন কবে হয়?—সঠিকভাবে এ প্রশ্নের জবাব দেওয়া শক্ত। প্রথম শতাব্দীতে লেখা প্লিনির গ্রন্থে দুই প্রকারের সাবানের উল্লেখ আছে। এছাড়া পম্পাই নগরের ধ্বংসাবশেষ খুঁড়িয়া সাবানের কেক ও সাবান তৈরীর যন্ত্রপাতি পাওয়া গিয়াছে। বৈজ্ঞানিক উপায়ে সাবান তৈরীর উপায় আবিষ্কার করেন ফরাসী রাসায়নিক সেভ্রেল।

৩৫। সর্বপ্রথম সবাক্ চিত্রের নাম কি ?—'বেল টেলিফোন' ল্যাবোরেটরির চেষ্টায় কয়েকজন বৈজ্ঞানিক একসঙ্গে গবেষণা করিয়া সবাক্ চিত্র তোলার পন্থা আবিষ্কার করেন। ১৯২৬ সালে 'Don Juan' নামক ছবিতে কেবলমাত্র বাজনার আওয়াজ শোনানো সম্ভব হয় এবং তার পরের বৎসর "The Jazz Singer" নামক ছবিটিতে নাচ-গান-বাজনা শোনানোর ব্যবস্থা হয় এবং এইটিই পৃথিবীর সর্বপ্রথম সবাক্ চিত্র।

৩৬। কোন্ বাঙালী সর্বপ্রথম সবাক্ ছায়াচিত্র তোলেন ?—বোম্বে টকিজের প্রতিষ্ঠাতা স্বর্গীয় হিমাংশু রায় সর্বপ্রথম "Karma" নামে ইংরেজি সবাক্ ছায়াচিত্র তোলেন। এই ছবিখানি ইংলণ্ডে তোলা হয়।

৩৭। ভারতবর্ষে প্রথম টাকা তৈরী হয় কোন্ খ্রীষ্টাব্দে ?—১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দে ইংরেজরা কলিকাতায় টাঁকশালে প্রথম টাকা প্রস্তুত করে। সে টাকা 'আলিনগর' নামাঙ্কিত ছিল।

৩৮। ভারতবর্ষে প্রথম নোটের প্রচলন হয় কবে ?—১৭৮৫ খ্রীষ্টাব্দে। এই বৎসর বেঙ্গল ব্যাঙ্কের স্বত্বাধিকারীদের সই-করা ৫০ টাকা, ১০০ টাকা ও ৫০০ টাকার এবং এক মোহর দামের নোট সাধারণের নিকট চালু করা হয়।

৩৯। এদেশে বাষ্প-চালিত জাহাজ প্রথম দেখা যায় কবে ?—১৮২৮ খ্রীষ্টাব্দে। সেই জাহাজের নাম ছিল 'এণ্টারপ্রাইজ'।

৪০। কে প্রথম ভারতবর্ষের মানচিত্র আঁকেন ?—১৭৫২ খ্রীষ্টাব্দে ডি. অ্যাসভিল নামক জনৈক ফরাসী ভূগোলবিদ্ ভারতবর্ষের মানচিত্র প্রস্তুত করেন। বাংলাদেশের মানচিত্র আঁকা হয় ১৭৮১ খ্রীষ্টাব্দে। মেজর জেম্স রেনেল ইহা আঁকেন। ইনিই ভারতীয় ভূগোলের সূচনা করেন।

৪১। কলিকাতায় কোন্ সংবাদপত্র প্রথম প্রকাশিত হয় ? জেম্স হিকির সম্পাদনায় কলিকাতায় ১৭৮০ খ্রীষ্টাব্দে ২৯শে জানুয়ারি প্রথম সংবাদপত্র বাহির হয়।

মহিলা-সংবাদ

১। কোন্ কোন্ মহিলা বিশ্বশান্তির জন্য প্রবন্ধ লিখিয়া নোবেল পুরস্কার পাইয়াছিলেন ?—জার্মানির বার্থা ফন্ সুটনের (১৯০৫), আমেরিকার মিস্ জেন অ্যাডাম্স্ (১৯৩১)।

২। কোন্ কোন্ মহিলা বিজ্ঞানের জন্য নোবেল পুরস্কার পাইয়াছিলেন ?—মাদাম ক্যুরী পদার্থ বিজ্ঞানে (১৯০৩) ও রসায়নে (১৯১১) এবং তাঁহার কন্যা মাদাম জোলিয়ট ক্যুরী (১৯৩৫) রসায়নে।

৩। কোন্ কোন্ মহিলা ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের সভানেত্রী হইয়াছিলেন ? —শ্রীমতী অ্যানি বেসান্ট, শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু, শ্রীযুক্তা নেলী সেনগুপ্তা।

৪। কোন্ কোন্ মহিলা সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পাইয়াছিলেন ?—সুইডেনের সেল্‌মা লাগেরলফ (১৯০৯), ইতালীর গ্রাৎসিয়া দেলেদ্দা (১৯২৬), নরওয়ের সিগ্রিড্ উন্দসেৎ (১৯২৮) এবং আমেরিকার পার্ল এস্. বাক্ (১৯৩৮)।

৫। কোন্ ভারতীয় মহিলা টেনিস খেলায় বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন ?—কুমারী লীলা রাও।

৬। কোন্ ইংরেজ মহিলা মহাত্মা গান্ধীর জীবনী পাঠ করিয়া তাঁহার শিষ্যা হইয়াছিলেন ?—কুমারী ম্যাডোলীন স্লেড্। আইন অমান্য আন্দোলনের সময় ইনি দুইবার কারাবরণ করেন।

৭। কোন্ অন্ধ, মূক ও বধির রমণী জগতে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন ?—হেলেন কেলার।

৮। কোন্ রমণী যুদ্ধে আহত সৈনিকদের সেবার ভার সর্বপ্রথম গ্রহণ করিয়া জগতে বিখ্যাত হইয়াছিলেন ?—ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেল। ক্রিমিয়া যুদ্ধের সময় ইনিই নার্সিং প্রথার প্রবর্তন করেন।

৯। ভারতবর্ষের সর্বপ্রথম মহিলা-মন্ত্রী কে ?—রাজকুমারী অমৃতকাউর।

১০। কোন্ রমণীর প্রবর্তিত অভিনব শিশুশিক্ষা-পদ্ধতি জগতের সর্বত্র সমাদৃত ?—ডাঃ মারিয়া মন্তেসরীর।

১১। কোন্ কোন্ ভারতীয় মহিলা গ্রাজুয়েট চিত্রাভিনেত্রী হিসাবে জনপ্রিয় হইয়াছেন ?—৺কঙ্কাবতী সাহু, বি.এ. ; শ্রীমতী দুর্গা খোটে, বি.এ. ; শ্রীমতী এণাক্ষী রমা রাও, এম.এ.। রমা রাও শিক্ষিতা মেয়েদের মধ্যে প্রথম চিত্রাভিনেত্রী।

১২। কোন্ মহিলা হিমালয়-বিজয় অভিযানে যোগ দেন ?—মিসেস্ বুলক্ (১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে)।

১৩। ভারতবর্ষের মহিলাগণ দ্বারা পরিচালিত প্রথম পত্রিকার নাম কি ?—ভারতী।

১৪। পৃথিবীর মধ্যে কোন্ মহিলা সর্বাপেক্ষা ধনী ?—মিসেস্ ইজাবেল স্টিলম্যান্ রকফেলার।

১৫। কোন্ মহিলা মহাত্মা গান্ধীর চিকিৎসক ছিলেন ?—সুপ্রসিদ্ধ মহিলা চিকিৎসক ডাঃ সুশীলা নায়ার এম.বি.।

১৬। প্রথম ভারতীয় চিত্রাভিনেত্রী কে ?—নর্মদা পাণ্ডে। ইনি সর্বপ্রথম 'জৈমিনী' চিত্রে অবতীর্ণা হন।

১৭। আয়োয়া, ভাশগর এবং সাইরাক্কুশ ?—আমেরিকার এই তিনটি বিশ্ববিদ্যালয় হইতে মেয়েরা ঘর-সংসারের কাজের পরীক্ষায় পাস করিতে না পারিলে উপাধি লাভ করিতে পারে না।

১৮। কোন্ ভারতীয় মহিলা সর্বপ্রথম পাশ্চাত্ত্যে নারীশিক্ষা এবং ভারতীয় ভাবধারা সম্বন্ধে বাণী প্রচার করেন ?—রমাবাঈ। ইনি বোম্বাইয়ের নিকটে এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। অতি অল্প বয়সেই তিনি অনর্গল ভাগবত মুখস্থ বলিতে পারিতেন। পণ্ডিতেরা তাঁহার পাণ্ডিত্যে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে 'সরস্বতী' উপাধি দেন। এলাহাবাদের আর্যমহিলা সমাজ তাঁহারই প্রতিষ্ঠিত।

১৯। কোন্ মহিলাকে ভারতের 'ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেল' আখ্যা দেওয়া হইয়াছে ?—কুমারী বেলা দত্ত। ইনি নেতাজীর 'আজাদ হিন্দ্ ফৌজ'-এ সেবিকার কাজ করিতেন। কথিত আছে, ইনি একসঙ্গে ৮৫ জন আহত সৈনিকের সেবা-শুশ্রূষার দায়িত্ব একাই গ্রহণ করিয়াছিলেন। অবিরাম বোমাবর্ষণের মধ্যেও তিনি নির্ভীকভাবে নিজ কর্তব্য করিয়াছিলেন। এই সময়ে তাঁর বয়স ছিল মাত্র ১৬ বৎসর।

২০। কোন্ রমণী সর্বপ্রথম ইংলিশ চ্যালেন সন্তরণ করিয়া পার হন ?—মিস্ জি. এডারলি।

২১। নেতাজীর আজাদ হিন্দ্ ফৌজের 'ঝাঁসীর রাণী নারী ব্রিগেড'-এর অধিনায়িকা কে ছিলেন ?—ডাঃ লক্ষ্মী স্বামীনাথন।

২২। ভারতবর্ষে প্রাদেশিক আইনসভার প্রথম মহিলা সভ্য কে ছিলেন ?—ডাঃ মুথুলক্ষ্মী রেড্ডী (মাদ্রাজ)।

২৩। প্রথম কোন্ বিদেশিনী মহিলা হিন্দুধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করেন ?—আইরিশ মহিলা মিস্ মার্গারেট নোবল্। ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে তিনি স্বামী বিবেকানন্দের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন এবং ভারতবর্ষে আসিয়া 'নিবেদিতা' নাম লইয়া নানাবিধ জনহিতকর কার্যে আত্মোৎসর্গ করেন।

২৪। কোন্ বিদেশিনী মহিলা শ্রীঅরবিন্দের ধর্মসাধনায় সহকর্মিণী হইয়া ভারতবর্ষে আসিয়া বাস করিতেছেন ?—সুবিখ্যাত ফরাসী দার্শনিক পল রিসারের স্ত্রী মাদাম রিসার (মীরা দেবী) শ্রীমা হিসাবে শ্রীঅরবিন্দের পণ্ডিচেরী আশ্রমে ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দ হইতে বাস করিতেছেন।

২৫। ভারতবর্ষের জাতির জনকের সহধর্মিণী কে ছিলেন ?—স্বর্গীয়া কস্তুরীবাঈ গান্ধী। যুগাবতার রামকৃষ্ণদেবের সহধর্মিণী কে ছিলেন ?—শ্রীসারদা দেবী।

২৬। কোন্ কোন্ মহিলা নৃত্যকলায় আন্তর্জাতিক খ্যাতি অর্জন করেন ?—ইসাডোরা ডানকান, এ্যানা পাভলোভা, রাগিণী দেবী ও অমলা

শঙ্কর। সঙ্গীতে ভারতের কোন্ মহিলার খ্যাতি বেশী ?—মাদ্রাজের শ্রীমতী সুব্বালক্ষ্মী।

২৭। ভারতের প্রথম মহিলা রাষ্ট্রদূত কে ?—শ্রীযুক্তা বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত। প্রথম মহিলা গভর্ণর কে ?—সরোজিনী নাইডু।

২৮। সবচেয়ে কম বয়সে ইংলণ্ডের রাণী হইয়াছিলেন কে ?—মহারাণী ভিক্টোরিয়া। ইনি ১৮৩৭ খ্রীষ্টাব্দে মাত্র ১৮ বৎসর বয়সে সিংহাসন লাভ করেন।

২৯। দেশের স্বাধীনতার জন্য প্রাণত্যাগ করিয়া কাহারা ভারতের চিরস্মরণীয় হইয়াছেন ?—রাণী দুর্গাবতী, রাণী পদ্মিনী ও রাণী লক্ষ্মীবাঈ।

৩০। মহাকালী পাঠশালার প্রতিষ্ঠাত্রী কে ?—শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মহিলা ব্রহ্মচারিণী শিষ্যা গৌরীমাতা।

মহিলাদের কৃতিত্বের পরিচয়

১। মিসেস্ এমিলি ইয়ারহার্ট পাট্নাম মোটে না থামিয়া ২০,২৬৫ মাইল উড়িয়া মেয়েদের মধ্যে সর্বপ্রথম বিমানপোতে আটলান্টিক মহাসাগর পার হন।

২। কুমারী ই. ড্রাউট ও মে নামক দুইজন মহিলা একাদিক্রমে ১২৩ ঘণ্টা আকাশে থাকিয়া রেকর্ড স্থাপন করিয়াছিলেন।

৩। মিস্ এমি জনসন সর্বপ্রথম একাকী বিমানপোতে ইংলণ্ড হইতে অস্ট্রেলিয়া গমন করেন।

৪। জার্মানির ভন্ক হসেন ১৫৪ ফুট পর্যন্ত বর্শা নিক্ষেপ করিয়া রেকর্ড স্থাপন করিয়াছেন।

বাঙালী মহিলাদের মধ্যে প্রথম

১। প্রথম চিকিৎসক—শ্রীমতী কাদম্বিনী গাঙ্গুলী।

২। বিলাত যাত্রা করেন—কুমারী তরু দত্ত ও অরু দত্ত।

৩। ইংরেজিতে কবিতা লিখিয়া যশস্বিনী হইয়াছেন—কুমারী তরু দত্ত এবং সরোজিনী নাইডু।

৪। বার্লিনের ডি.এস্-সি. উপাধি পান—প্রভাবতী দাশগুপ্তা।

৫। অবৈতনিক ম্যাজিস্ট্রেট—প্রভা বন্দ্যোপাধ্যায়।

৬। অনার্স সহ বি.এস্-সি. পাস করেন—বাসন্তী দাস।

৭। গ্রাজুয়েট—শ্রীযুক্তা কাদম্বিনী গাঙ্গুলী এবং চন্দ্রমুখী বসু।

৮। অনার্স সহ বি.এ. পাস করেন—কামিনী রায়।

৯। কংগ্রেস সভানেত্রী—সরোজিনী নাইডু।

১০। এরোপ্লেন-আরোহিণী—মৃণালিনী সেন।

১১। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রায়চাঁদ প্রেমচাঁদ স্কলার—রেজিনা গুহ। [মেয়েদের মধ্যে ফ্লোরেন্স হল্যাণ্ডে সর্বপ্রথম কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে এই উপাধি লাভ করেন।]

১২। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো—সরলা রায়।

১৩। কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটির কমিশনার—সরোজিনী দে।

১৪। অন্ধ মহিলা ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় পাস করেন—রায়চৌধুরাণী।

১৫। বিলাতী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিপ্রাপ্ত চিকিৎসক—কাদম্বিনী গাঙ্গুলী। ইনি এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে L.R.C.P. এবং L.R.C.S. উপাধি লাভ করেন। ইনি মহিলা কবি কামিনী রায়ের ভগিনী।

১৬। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম মহিলা পি-এইচ.ডি.—কুমারী সুরমা মিত্র।

১৭। প্রথম মহিলা রেডিও অপারেটর—প্রীতি দে।

বিচিত্রিতা

বিবিধ

১। আলেয়া কাহাকে বলে?—জলাভূমি হইতে উদ্ভূত একপ্রকার গ্যাস বায়ুর সংস্পর্শে আসিয়া যে আলোক সৃষ্টি করে, তাহাকেই 'আলেয়ার আলো' বলে।

২। প্যারাসুট (Parachute) কি?—রেশমী কাপড়ের তৈয়ারী ছাতার মত একপ্রকার জিনিস। ইহার সাহায্যে বিমানপোত বা অন্য কোন উচ্চ স্থান হইতে অনায়াসে নীচে অবতরণ করা যায়।

৩। অজন্তা গুহা কি?—হায়দ্রাবাদ রাজ্যের গিরিগুহা। ইহার দেওয়ালের গাত্রদেশে প্রায় সহস্র বৎসর পূর্বের খোদাই করা সুন্দর চিত্র আছে।

৪। 'মহাবীর চক্র' কি?—যুদ্ধক্ষেত্রে সাহস এবং বীরত্বের জন্য ভারত-যুক্তরাষ্ট্রের সৈন্যদের শ্রেষ্ঠ পুরস্কার।

৫। কোন্ বর্ণ নৈকট্যের এবং কোন্ বর্ণ দূরত্বের আভাস দেয়?—লালবর্ণ নৈকট্যের এবং নীলবর্ণ দূরত্বের আভাস দেয়।

৬। সৈন্যেরা খাঁকী পোষাক পরিধান করে কেন?—খাঁকি বর্ণের পোষাক পারিপার্শ্বিক জিনিসের বর্ণের সহিত মিশিয়া যায় এবং দূর হইতে তাহা দেখা যায় না। খাঁকী পোষাকের প্রচলন একমাত্র ভারতবর্ষেই ছিল। দক্ষিণ-আফ্রিকার যুদ্ধের (১৮৯৯-১৯০০) পর বৃটিশ সেনাবিভাগে ইহার প্রচলন হয়।

৭। পাখী বাসা ছাড়িয়া আকাশে উঠিলে, বাসা তাহাকে ফেলিয়া পৃথিবীর সহিত ঘুরিয়া যাইবার সময় দূরে চলিয়া যায় না কেন?—ইহার কারণ পৃথিবী বায়ুমণ্ডল সহ ঘুরিতেছে।

৮। সোনায় মরিচা পড়ে না কেন?—সোনার উপর জল কিংবা বাতাসের কোন রাসায়নিক ক্রিয়া হয় না।

৯। গরম দেশের লোক কালো কেন?—আমাদের গায়ের চামড়ার মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কোষ আছে। ইহার মধ্যে কালো রং আছে। এই রং হইতে আমাদের গায়ের রং হয়। সূর্যের আলোক এবং তাপ পেলে এই রং গাঢ় হয়; তাই গরম দেশের লোক কৃষ্ণকায়।

১০। সমুদ্রের কত নীচে মানুষ যাইতে পারিয়াছে?—অধ্যাপক বিব্ সমুদ্রের গভীরতম প্রদেশে অবতরণ করিতে পারিয়াছিলেন। তিনি সমুদ্রের ৩০২৮ ফুট নীচে যাইতে পারিয়াছিলেন।

১১। কলিকাতায় কোন্ মোটর গাড়ীতে নম্বর নাই?—রাজ্যপালের গাড়ীতে। কোন্ দেশের ট্রামগাড়ী সবচেয়ে আরামদায়ক?—কলিকাতার ট্রামগাড়ী।

১২। Good-bye-এর অর্থ কি?—God be with you. (ঈশ্বর তোমার সঙ্গে থাকুন)।

১৩। এনামেলের বাসনের 'এনামেল' জিনিসটি কি?—কাচজাতীয় পদার্থ।

১৪। বর্ষাকালে নুন ভিজিয়া যায় কেন?—বর্ষাকালে বায়ু খুব আর্দ্র থাকে। নুন চারিদিকের জলীয় বাষ্প হইতে খুব বেশী জল টানিয়া লয় বলিয়া বর্ষাকালে নুন বেশী ভিজা থাকে।

১৫। 'ব্লটিং পেপার' বা চুষ কাগজ কালি শোষে কেন?—ব্লটিং কাগজের মধ্যে কোন মাড় থাকে না; কাগজের ভিতরটা বেশ ফাঁপা, কাজেই উহা দ্রুত কালি শুষিয়া লয়।

১৬। বাতির আলোর দিকে পোকারা উড়িয়া যায় কেন?—আলোর তেজে তাহাদের চোখ ধাঁধিয়া যায়, দৃষ্টিশক্তি এলোমেলো হইয়া পড়ে এবং অন্ধের মতন তাহারা আলোর দিকে ছুটিয়া যায়।

১৭। হাঁস জলে ভিজিয়া যায় না কেন?—হাঁসের পালকের উপর তৈল-জাতীয় একপ্রকার পদার্থ আছে। এইজন্য হাঁস জলে ভিজিয়া যায় না।

১৮। সূর্যদেবের উদ্দেশে নির্মিত মন্দির কোথায়?—উড়িষ্যায়। পুরী হইতে ১২ মাইল দূরে কোণার্কের বিশাল মন্দিরটি সূর্যদেবের উদ্দেশে
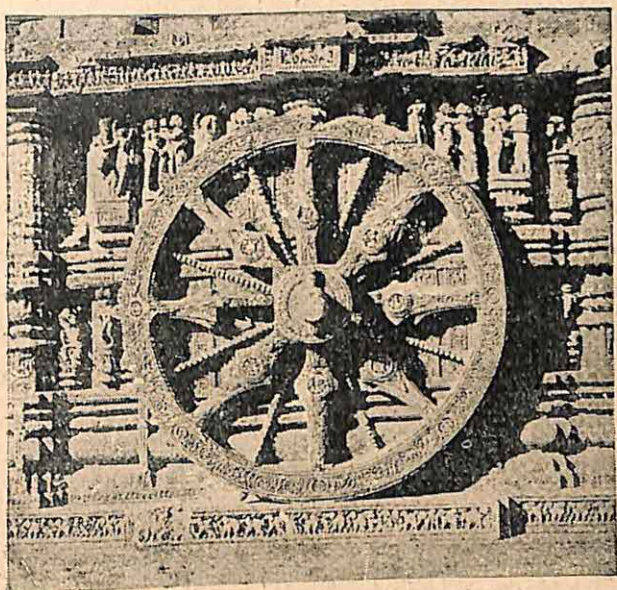
কোণার্কের সূর্যমন্দিরের চাকা

নির্মিত। ইহা ত্রয়োদশ শতাব্দীতে তৈয়ারী হয়। সমগ্র মন্দিরটি একটি রথের আকার। সুবৃহৎ প্রস্তরের চাকার উপরে মন্দিরটি স্থাপিত। ভারতীয় ভাস্কর্যের ইহা শ্রেষ্ঠ নিদর্শন।

১৯। এমন একটি দেশের নাম কর, যেখানে কোন রেল লাইন বা কোন উদ্ভিদ্ নাই?—আইস্ল্যাণ্ড।

২০। পৃথিবীর কোন্ গির্জাটি প্রবালের তৈরী?—ভারত মহাসাগরের মাহী দ্বীপের গির্জা।

২১। রাস্তায় গাড়ী, ঘোড়া প্রভৃতির বাঁ-দিক্ দিয়া চলার নিয়ম আছে কেন? —এই নিয়মের একটি প্রাচীন ইতিহাস আছে। যখন দূরপথ ঘোড়ায়

চড়িয়া পাড়ি দেওয়া হইত, তখন অপরিচিত লোককেই শত্রু বলিয়া সন্দেহ করা হইত। কাজেই যখন দুইজন ঘোড়-সওয়ার পরস্পরের দিকে অগ্রসর হইয়া আসিত, তখন দুইজনেই পাশ কাটাইয়া বাঁ দিকে সরিয়া যাইত, যাহাতে ডান-দিক্ হইতে তলোয়ার বা পিস্তল সহজে ব্যবহার করা যায়। এইভাবেই বোধ হয় এই নিয়মের প্রচলন হইয়াছে।

২২। গ্রেট বৃটেনে কোন্ প্রকার বিষধর সর্প দেখা যায়?—'অ্যাডার' (Adder) নামক একপ্রকার বিষধর সর্প দেখা যায়।

২৩। অনেক সময় দেখা যায় আমের উপর কোন ছিদ্র নাই, অথচ ভিতরে পোকা রহিয়াছে। ইহা কি প্রকারে সম্ভব?—এই পোকা আমের বোলে বা ফুলে ডিম পাড়িয়া রাখে। গুটি ধরিবার সময় এই ডিম ফলের মধ্যেই থাকিয়া যায় এবং ফলের মধ্যেই ডিম হইতে পোকার জন্ম হয়।

২৪। ভারতের কোন্ কোন্ স্থান পর্তুগীজদের অধিকারে আছে?—গোয়া, দিউ, দমন।

২৫। ভারতের কোন্ কোন্ স্থান ফরাসীদের অধিকারে ছিল?—চন্দননগর, কারিকল, মাহে, ইয়ানান ও পণ্ডিচেরী।

২৬। ভারতবর্ষ এখন কতগুলি রাজ্য লইয়া গঠিত? সেই রাজ্যগুলির নাম কি?—নূতন শাসনতন্ত্রে ভারত ২৮টি রাষ্ট্র বা রাজ্য লইয়া গঠিত। ইহাদের নাম:—আসাম, বিহার, বোম্বাই, মধ্যপ্রদেশ, মাদ্রাজ, অন্ধ্র, উড়িষ্যা, পাঞ্জাব, উত্তরপ্রদেশ, পশ্চিমবঙ্গ, (কুচবিহার ও চন্দননগর সহ), হায়দ্রাবাদ, জম্মু ও কাশ্মীর, মধ্যভারত, মহীশূর, পাতিয়ালা ও পূর্ব-পাঞ্জাবের রাষ্ট্রসমষ্টি (পেপসু), রাজস্থান, সৌরাষ্ট্র, ত্রিবাঙ্কুর-কোচিন, বিন্ধ্যপ্রদেশ, আজমীর, ভূপাল, দিল্লী, হিমাচলপ্রদেশ, (বিলাসপুর সহ), কচ্ছ, কুর্গ, মণিপুর, ত্রিপুরা এবং আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ। স্বাধীন ভারতবর্ষে দেশীয় রাজ্য (Native states) বলিয়া আর কোনো স্বতন্ত্র রাজ্য এখন নাই।

২৭। রবিবার দিন ছুটি থাকে কেন?—খ্রীষ্টানদের মতে রবিবার Lord's Day. ৩২১ খ্রীঃ রোম-সম্রাট কনস্ট্যান্টাইন আইন করিয়া ঐ দিনে একমাত্র কৃষি-কাজ ছাড়া সব কাজ বন্ধ রাখিবার ব্যবস্থা করেন। সেই হইতে রবিবারে ছুটির ব্যবস্থা হইয়াছে।

২৮। কোন্ দেশে সবচেয়ে বেশী তূলা-উৎপন্ন হয়?—নিউ অরলিন্স, উত্তর-আমেরিকা। ভারত তূলা-উৎপাদনের দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে।

২৯। সবচেয়ে বেশী পশম কোথায় উৎপন্ন হয়?—অস্ট্রেলিয়া।

৩০। কলিকাতার সর্বোচ্চ বাড়ি কোন্‌টি?—ষ্ট্র্যাণ্ডরোডের উপর অবস্থিত নবনির্মিত পশ্চিমবঙ্গ সরকারের দপ্তর গৃহ।

৩১। জল জমিয়া যায় কেন?—বায়ুমণ্ডলের উত্তাপ কমিবার সঙ্গে সঙ্গে তাপ বিকীরণ করিতে করিতে জলের উত্তাপ কমে। ফলে জল জমিয়া যাইতে আরম্ভ করে।

৩২। কলিকাতা মেডিকেল কলেজ কবে স্থাপিত হয়?—১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা মেডিকেল কলেজ স্থাপিত হয়।

৩৩। ভারতের কোন্ রেলগাড়ী একবার না থামিয়া সর্বাপেক্ষা অধিক দূর গমন করে?—সেণ্ট্রাল রেলের বোম্বাই-পাঞ্জাব মেল, ইটার্সি হইতে খাণ্ডোয়া পর্যন্ত একবারও না থামিয়া যায়। এই পথের দূরত্ব ১১১ মাইল।

৩৪। যাযাবর কাহাদের বলে?—যাহারা একস্থানে বেশীদিন বাস করে না—জীবিকার অন্বেষণে নানাস্থানে ঘুরিয়া বেড়ায়। যেমন বেদুইন প্রভৃতি। ভ্রাম্যমান জাতি কাহাদের বলা হইত?—ইহুদীদের।

৩৫। ইংলণ্ডের সবচেয়ে পুরাতন সংবাদপত্রের নাম কি?—১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ইংলণ্ডের সবচেয়ে পুরানো দৈনিক খবরের কাগজ বলিতে বুঝাইত Morning Post; কিন্তু ১৯৩৭ সালে এই কাগজটি Daily Telegraph পত্রিকার সঙ্গে এক হইয়া Daily Telegraph নামে পরিচিত।

এই Morning Post কাগজটি প্রথমে প্রকাশিত হয় ১৭৭২ খ্রীষ্টাব্দের ২রা নভেম্বর তারিখে।

৩৬। কলিকাতার মনুমেণ্ট কাহার স্মৃতিচিহ্ন?—গুর্খা-সমর-বিজয়ী স্যার ডেভিড্ অক্টারলোনীর। ইহার উচ্চতা ১,১৫০ ফুট।

৩৭। কলিকাতার ময়দান বা গড়ের মাঠ কি কলিকাতা কর্পোরেশনের অধিকারভুক্ত?—না, ইহা ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গের অধিকারভুক্ত।

৩৮। শোক, দুঃখ বা আঘাত পাইলে মানুষ কাঁদে কেন?—শোক, দুঃখ বা আঘাত পাইলে মানুষের মস্তিষ্কের কতকগুলি স্নায়ুতে কাঁপন লাগে এবং সেই কাঁপনের ঢেউ আসিয়া চোখের অশ্রুগ্রন্থিতে লাগে এবং তখন সেখান হইতে জল বাহির হয় এবং এইভাবে চোখ দিয়া জল বাহির হওয়ার ব্যাপারটাকেই সাধারণতঃ কান্না বলা হয়।

৩৯। Camera Stand-এর চার পা না থাকিয়া তিন পা আছে কেন?—কারণ তিন পা-যুক্ত Stand অসমতল জায়গায়ও স্থিরভাবে থাকিতে পারে।

৪০। সাধারণের ব্যবহারের জন্য কোন্ রেলগাড়ী প্রথম খোলা হয়?—Surrey Railway ১৮০৪ খ্রীষ্টাব্দে খোলা হয়। ইহার দুই লাইনের মধ্যে-ব্যবধান ছিল চার ফুট।

৪১। ডুবো জাহাজ জলের নীচে ডুবিয়া যায় কেমন করিয়া?—ডুবো জাহাজের জলের ব্যালাস্ট (ভাররক্ষা-পাত্র) জলপূর্ণ হইলে উহা ডুবিয়া যায়।

৪২। চার চাকার গাড়ীর সামনের চাকা দুইখানি অপেক্ষাকৃত ছোট কেন?—সম্মুখভাগের নীচ দিয়া ছোট চাকা সহজে ঘুরিতে পারে। পশ্চাৎ-ভাগের বড় চাকাগুলি রাস্তার উপর দিয়া স্বচ্ছন্দে ঘুরিতে পারে।

৪৩। পৃথিবীর মধ্য দিয়া যদি ছিদ্র করিয়া একটি প্রস্তরখণ্ড ফেলিয়া দেওয়া যায়, তবে কি হইবে?—প্রস্তরখণ্ড ছিদ্রপথে বহুবার নামা-ওটা করিয়া অবশেষে ঠিক কেন্দ্রস্থলে আসিয়া অবস্থান করিবে।

৪৪। জ্বলন্ত তৈল অথবা পেট্রোলের উপর জল ঢালিলে কি আগুন নিভিবে?—না। কারণ, জল পেট্রোল এবং তৈল অপেক্ষা ভারী। সুতরাং জল ঢালিলে উহা নীচে গিয়া পড়িবে। এইরূপ অবস্থায় মাটি বা বালি ফেলিয়া আগুন নিভান বিধেয়।

৪৫। পারদের কূপে লোহদণ্ড ফেলিলে উহা কি ডুবিয়া যাইবে?—না। লোহদণ্ডের প্রায় অর্ধাংশ পারদের উপর ভাসিতে থাকিবে।

৪৬। নিকোটিন কথাটির মানে কি?—তামাক পাতার নির্যাসকে নিকোটিন বলে। ফরাসী চিকিৎসক জন্ নিকট্ ইহা আবিষ্কার করেন এবং তিনি ইউরোপে ১৫৬০ খ্রীষ্টাব্দে তামাকের ব্যবহার প্রচলন করেন। ইংলণ্ডে ধূমপান প্রচলন করেন কে?—রাণী এলিজাবেথের পার্শ্বচর স্যার ওয়ালটার র‍্যালে ১৫৮৪ খ্রীষ্টাব্দে ইংলণ্ডে ইহার প্রচলন করেন। পৃথিবীতে তামাকের ব্যবহার কোন্ সময় হইতে হয়?—কলম্বাসের আমেরিকা আবিষ্কারের পর হইতে। উৎকৃষ্ট তামাকের চাষ কোথায় হয়?—আমেরিকার ভার্জিনিয়াতে।

৪৭। দুধের উপর সর জমে কেন?—সরের প্রায় সমস্তই মাখন, এবং চর্বি-জাতীয় পদার্থ। দুধের মধ্যে ইহা সবচেয়ে হাল্কা পদার্থ বলিয়া দুধের উপর জমাট বাঁধে।

৪৮। কাগজ জলে ভিজিলে সহজে ছেঁড়া যায় কেন?—জল কাগজের আঁশগুলিকে বিছিন্ন করিয়া ফেলে বলিয়া।

৪৯। বারুদ তৈয়ারী করিতে কি কি দ্রব্যের প্রয়োজন হয়?—চারকোল (charcoal) বা কাঠকয়লা, গন্ধক, এবং সল্টপিটার (saltpetre) সোরা।

৫০। Scotland Yard কি এবং কোথায় অবস্থিত?—লণ্ডনে Thames নদীর বাঁধের উপর ইহা অবস্থিত। ইহা ইংলণ্ডের রাজধানীর পুলিশের সদর দপ্তর। ইহার বর্তমান নাম New Scotland Yard.

৫১। ঔষধের দোকানের Showcase-এর মধ্যে রঙীন বোতলে জল থাকে কেন?—বহুদিন পূর্বে যে সব লোকের ঔষধের ব্যবসায় সম্বন্ধে কোন

অভিজ্ঞতা ছিল না, তাহারা সাধারণ লোকের মনে বিশ্বাস উৎপাদনের জন্য ঐরূপ বোতল রাখিত। লোকে মনে করিত যে, ঐ জলপূর্ণ পাত্রে ঔষধ আছে। তারপর যখন ঔষধ সম্বন্ধে লোকের জ্ঞান বৃদ্ধি পাইল, তখন তাহারা ব্যবসায়ের নিদর্শনস্বরূপ এই বোতলগুলি রাখিত। এখনও অনেক ঔষধের দোকানে ঐরূপ বোতল দেখিতে পাওয়া যায়।

৫২। কোন দিনের সূর্যোদয় হইতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত সময়ের পরিমাণ স্থির করিবার উপায় কি?—সেই দিনের সূর্যাস্তের সময়ের দ্বিগুণ সময়ই সেই দিনের সময়। অর্থাৎ সূর্য যদি ৬টার সময় অস্ত যায়, তবে বুঝিতে হইবে যে, সেই দিন প্রায় ১২ ঘণ্টা সময়।

৫৩। কোন্ দেশে কয়েদীদিগকে কাজ করিবার জন্য রীতিমত পারিশ্রমিক দেওয়া হয়?—সাইপ্রাস দ্বীপে।
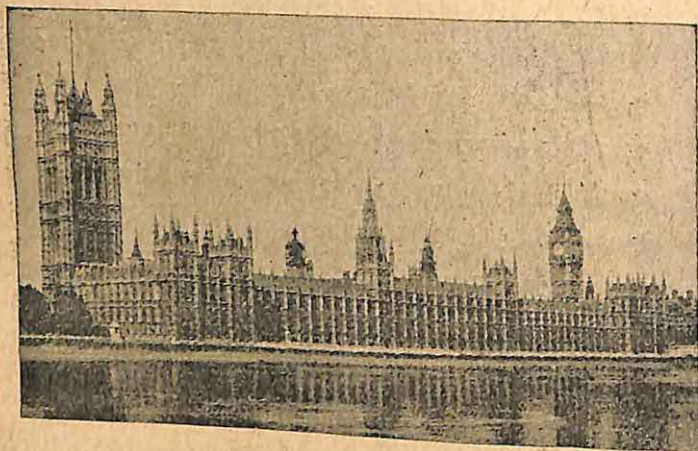
ইংলণ্ডের পার্লামেণ্ট ভবন

৫৪। "দিনে মশা রেতে মাছি"—এই কথা কে বলিয়াছিলেন?—কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত সাবেক কালের কলিকাতা সম্পর্কে এই কথা বলিয়াছিলেন।

৫৫। আমাদের হাতের উপর এত রেখা আছে কেন?—হাতে এত রেখা আছে বলিয়া আমরা বিভিন্ন দ্রব্যের উপরিভাগের উচ্চতা এবং নিম্নতা বুঝিতে পারি।

৫৬। সক্রেটিসকে কোন্ বিষ পান করাইয়া মারা হইয়াছিল?—হেমলক বিষ। ইহা একপ্রকার গাছের রস।

৫৭। ব্যাস্টিল কি?—ফ্রান্সের চতুর্দশ লুইয়ের তৈরী কয়েদীখানা। এখানে বিনাবিচারে কয়েদীগণকে আটক রাখিয়া অমানুষিক অত্যাচার করা হইত।

মিশরের পিরামিড

৫৮। পিরামিড কি?—ত্রিকোণাকৃতি প্রকাণ্ড স্তম্ভ; মিশরদেশের ফারাওদের সমাধিস্থল।

৫৯। কে ইংলণ্ডের পার্লামেণ্ট গৃহ নির্মাণ করেন?—স্যার চার্লস ব্যারি।

৬০। ৩,৫০০ হাজার বৎসর আগের কোন্ দুইটি সহর বিখ্যাত ছিল?—লোহিত সাগরের তীরে ফিনিসিয়ানদের তৈরী টায়ার ও সিডন্ সহর।

৬১। ভারতের বাহিরে কোন্ দেশে ভারতীয়ের সংখ্যা বেশী—মরিশাস দ্বীপে।

৬২। কোন্ দেশের জীবজন্তুর গায়ের রঙ একেবারে শাদা?—মেরুপ্রদেশের জীবজন্তুর গায়ের রঙ। এই প্রদেশ বরফাচ্ছন্ন বলিয়া এখানকার জীবজন্তুর রঙ শাদা হইয়া থাকে।

৬৩। পৃথিবীর মধ্যে কোন্ দেশের পুলিশ সর্বশ্রেষ্ঠ?—কানাডার অশ্বারোহী পুলিশ।

৬৪। নিদ্রার সময় আমাদের নাক ডাকে কেন?—নিদ্রার সময় নাক দিয়া নিঃশ্বাস না লইয়া মুখ দিয়া নিঃশ্বাস লওয়ার জন্য এরূপ শব্দ হয়।

৬৫। সুয়েজ খাল কে কাটিয়াছিলেন?—ফরাসী ইঞ্জিনিয়ার ফার্ডিন্যাণ্ড ডি-লেসেপ্‌স্। এই খালটি ৯৯ মাইল লম্বা। ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে ১৭ই নভেম্বর এই খালটি জাহাজ চলাচলের জন্য খোলা হয়। খালটি কাটিতে খরচ হইয়াছিল ১৭,০০০,০০০ পাউণ্ড। ২৭,০০০ টনের জাহাজ সন্ধানী আলোকের সাহায্যে ১৫ ঘণ্টায় এই খাল পাড়ি দিতে পারে।

৬৬। Thomas Elva Edison যেখানে বসিয়া বিজলী বাতি আবিষ্কার করেন, সেইস্থানে (Menlo Park. N. J.) একটি বিরাট্ স্তম্ভ নির্মিত হইয়াছে। এই স্তম্ভটির মাথায় একটি প্রকাণ্ড বিজলী বাতি থাকিবে—এইজন্য খরচ হইয়াছে প্রায় তিন লক্ষ টাকা। সম্প্রতি এই বাতিটির নির্মাণকার্য শেষ হইয়াছে। এই বাতিটির উচ্চতা চৌদ্দ ফিট বা প্রায় নয় হাত। একশ-চৌষট্টি খণ্ড কাচ বসাইয়া ইহা নির্মিত হইয়াছে। এই বাতিটির ভিতর নয়শ-ষাটটি ছোট ছোট বাতি আছে। ইহার সঙ্গে প্রতিফলকের (Reflector) ব্যবস্থা করা হইয়াছে—ইহাতে বিমানপোতের পথ চিনিয়া লইবার সুবিধা হইয়াছে। এই বাতিটি নির্মাণ করিতে পুরো আটটি মাস সময় লাগিয়াছে।

৬৭। কালাপাহাড় কে ছিলেন ?—কালাপাহাড়ের নাম ছিল রাজীবলোচন রায়। তিনি ইস্‌লামধর্ম গ্রহণ করিয়া পাঠান-আমলে হিন্দুদের উপরে নানা অত্যাচার করিয়াছিলেন।

৬৮। পৃথিবীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা (১) দীর্ঘকায় জাতি, (২) খর্বকায় জাতি কোথায় বাস করে ?—(১) প্যাটাগোনিয়া, দক্ষিণ আমেরিকা ; (২) নিগ্রো মধ্য-আফ্রিকা।

প্যাটাগোনিয়া

নিগ্রো

৬৯। কলিকাতা সহর কে কবে প্রতিষ্ঠা করেন ?—জব চার্নক।—১৬৯০ খ্রীষ্টাব্দে।

৭০। মানুষ না ঘুমাইয়া কতদিন থাকিতে পারে ?—প্রায় দশ দিন। কে একাদিক্রমে সবচেয়ে বেশী দিন নিদ্রা গিয়াছিলেন ?—ভিক্টর ফ্লিস। তিনি একাদিক্রমে চার বৎসর নিদ্রা গিয়াছিলেন।

৭১। বাংলাদেশে কবে প্রথম ইলেকট্রিক আলো জ্বলে?—১৮৯৯ সালে ৩০শে মে কলিকাতা সহরে প্রথম ইলেকট্রিক আলো জ্বলে।

৭২। পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে সঠিক সময় দেয় কোন্ ঘড়িটি?—সঠিক সময় দেয় গ্রীনউইচের রয়্যাল অবজারভেটরীর বৈদ্যুতিক ঘড়িটি। ঘড়িটি ১৯৩৮ সালে তৈয়ারী হইয়াছে। দেখা যায়, একবছর চলিবার পর এই ঘড়িটিতে মাত্র এক সেকেণ্ডের খুব সূক্ষ্মতম এক অংশ সময়ের তফাৎ ধরা পড়ে।

৭৩। কোন্ দেশের লোক মাটির খাবার খায়?—আফ্রিকার লোকেরা নীলনদের মাটি আগুনে পুড়াইয়া খায়।

৭৪। ভারতবর্ষ হইতে নীলের চাষ উঠিয়া গেল কেন?—জার্মানিতে রাসায়নিক প্রণালীতে নীলের উৎপাদন আরম্ভ হওয়ায় ভারতে নীলের চাষ নষ্ট হইয়া যায়।

৭৫। পৃথিবীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা অধিক মূল্যের স্বর্ণের থালা কোথায় আছে?—উইণ্ডসর রাজপ্রাসাদে যে স্বর্ণের থালা আছে তাহা পৃথিবীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা মূল্যবান্। উহার মূল্য প্রায় ৩০ লক্ষ টাকা।

৭৬। কে পৃথিবীর সর্বত্র বিনা ভাড়ায় ভ্রমণ করিতে পারে?—তিন বৎসরের কমবয়স্ক শিশু।

৭৭। কোন্ কোন্ ভারতবাসী রয়্যাল সোসাইটির সভ্য হইয়াছেন?—মেঘনাদ সাহা, রামানুজ, সি. ভি. রমন, বীরবল শাহনী, জগদীশচন্দ্র বসু, ডাঃ ভাবা, ডাঃ কে. এস্. কৃষণ, এস্. ভাটনগর, এস্. চন্দ্রশেখর, পি. সি. মহলানবীশ, এ. কারসেটজি।

৭৮। কলিকাতার ট্রাম লাইনের মোট দৈর্ঘ্য কত?—হাওড়া বাদে প্রায় ৪০ মাইল।

৭৯। কোন্ ফিরিঙ্গী সাহেব কবি-গানের দল খুলিয়াছিলেন?—এণ্টনী সাহেব।

৮০। হিন্দুর সংখ্যা কোন্ কোন্ প্রদেশে বেশী ?—বিহার, উড়িষ্যা, আসাম, বোম্বাই, মধ্যপ্রদেশ, দিল্লী, মাদ্রাজ, উত্তরপ্রদেশ এবং পাঞ্জাব ও পশ্চিমবঙ্গ।

৮১। স্যাকারিন ?—ইহা কোল টার বা আলকাতরা হইতে তৈয়ারী হয়। ইহা চিনির চেয়ে ৩০০ গুণ বেশী মিষ্ট।

৮২। সুন্দরবনের ঐরূপ নাম হইল কেন ?—এখানে প্রচুর পরিমাণে সুন্দরী বৃক্ষ পাওয়া যাইত বলিয়া উহার নাম সুন্দরবন।

৮৩। মুসলমানদের বৎসর কত দিনে হয় ?—৩৩৫ দিন কয়েক ঘণ্টায়।

৮৪। পাগলের সংখ্যা কোথায় বেশী ?—ব্রহ্মদেশে। এখানে প্রতি হাজারে ৮০ জন লোক পাগল।

৮৫। কোন্ সাগরে আজ পর্যন্ত জাহাজ চলিতে পারে নাই এবং সাঁতার না জানিলেও লোক সহজে ডুবিয়া যায় না ?—Sargosso Sea, সারগোজা সাগর। ঐ সাগরে একপ্রকার বাদামি রংয়ের আগাছা জন্মায়। সেগুলি জাহাজ চলিবার পক্ষে বিষম প্রতিবন্ধক এবং ঐ কারণেই এই সাগরে লোক সহজে ডুবিয়া যায় না। এই সাগর ফ্লোরিডা এবং ক্যানারী দ্বীপপুঞ্জের মধ্যবর্তী আটলান্টিক মহাসাগরের একাংশ। Columbus সর্বপ্রথম ১৪৯২ খ্রীষ্টাব্দে এই সারগোজা সাগরের মধ্য দিয়া গিয়াছেন।

৮৬। 'বয়কট' কথার উৎপত্তি কোথা হইতে ?—Mr. Boycott নামে আয়ার্ল্যাণ্ডে এক জমিদার ছিলেন। তিনি সকলের অপ্রিয় হইয়া উঠায় সকলে তাঁহাকে বর্জন করে। এইজন্য তাঁহার নামানুসারে সামাজিক বর্জনকে 'বয়কট' বলা হয়।

৮৭। এক ঘণ্টা সময়কে ৬০ ভাগে ভাগ করা হইয়াছে কেন ?—এই ব্যবস্থাটা হইয়াছে এইজন্য যে, যীশুখৃষ্ট জন্মাইবার তিন হাজার বছর আগে ব্যাবিলোনিয়া এবং এসিরিয়ায় যে সুমেরীয় জাতি বাস করিত, তাহারাই প্রথম সময়ের মাপ আবিষ্কার করে। তখনকার দিনে এক হইতে ৬০

পর্যন্ত ছিল সংখ্যা গণিবার মাপকাঠি। কাজেই তাহারা সময়ের মাপ করিবার সময়েও ঐভাবে ৬০ ভাগে ভাগ করিয়া এক ঘণ্টা সময় তৈয়ারী করিয়াছিল। সেই হইতে ৬০ মিনিটে এক ঘণ্টা ও ৬০ সেকেণ্ডে এক মিনিট এইভাবে সময়ের হিসাব চলিয়া আসিতেছে।

৮৮। সব দেশের রেলের টিকিটই কি একই মাপের?—কথাটা ঠিক নয়, তবে গ্রেটবৃটেনে ও অন্যান্য অনেকগুলি দেশে সাধারণতঃ টিকিটের মাপ সওয়া ২ ইঞ্চি লম্বা ও সওয়া ১ ইঞ্চির মত চওড়া। লিথুনিয়ার রেলের টিকিট ৫ ইঞ্চি লম্বা, মাল্টার রেলের টিকিট ১ ইঞ্চি লম্বা আর ১ ইঞ্চি চওড়া। ব্রিটিশের অধীন উত্তর-বোর্ণিওতে গোল চাকতির মত রেলের টিকিট চলে। সবচেয়ে বড় রেলের টিকিট দেওয়া হয় ইরানে। সেখানকার রেলের টিকিটগুলি ৮ ইঞ্চি লম্বা আর ৪ ইঞ্চি চওড়া।

৮৯। ন্যাপথলিন দিলে কাপড় পোকায় কাটে না কেন?—ন্যাপথলিনে ক্রিয়োজোট এবং কুইনোলিন নামক দুইটি পদার্থ আছে। এই দুইটিই উগ্র অ্যান্টিসেপ্টিক জিনিস। ইহার গন্ধে এবং স্পর্শে কাপড়-কাটা পোকা মরিয়া যায় বলিয়া তাহারা নিকটে আসে না।

৯০। White House কি?—যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টের ওয়াশিংটনস্থিত সরকারী বাসভবনের নাম। India House কি?—ইংরেজ-আমলে লণ্ডনে ভারত সচিব (সেক্রেটারী অব্ স্টেট ফর ইণ্ডিয়া) এর যে স্বতন্ত্র দপ্তরটি ছিল উহাকে 'ইণ্ডিয়া হাউস' বলা হইত। বর্তমানে স্বাধীন ভারতের লণ্ডনস্থ হাই-কমিশনারের অফিস এইখানে আছে।

৯১। কলিকাতার First citizen (প্রথম নাগরিক) কাহাকে বলা হয়?—কলিকাতা কর্পোরেশনের মেয়রকে। ভারত-যুক্তরাষ্ট্রের প্রথম নাগরিক কে?—ভারতের রাষ্ট্রপতি বা প্রেসিডেণ্ট।

৯২। দ্রুতগামী রেলগাড়ীর ছাদ হইতে সোজা উপরের দিকে বন্দুক ছুঁড়িলে গুলিটি কোথায় গিয়া পড়িবে?—গাড়ীর ছাদের উপর পড়িবে; কারণ

গাড়ী যেদিকে চলিতেছে, সে-দিককার horizontal velocity সর্বদা স্থির থাকে। সুতরাং গুলিটি বৃত্তাভাস-পথে যে-স্থান হইতে নিক্ষিপ্ত হইয়াছে, সেই স্থানেই পড়িবে।

৯৩। ব্যাবিলনের শূন্যোদ্যান কখন্ তৈরী হয় এবং কেন তৈরী হয়?—পণ্ডিতেরা বলেন যে, যীশুখৃস্ট জন্মাইবার ৬৬০ বৎসর আগে ব্যাবিলনের রাজা নেবু-কাডনেজার তাঁহার রাণীকে সুখে রাখিবার জন্য এই শূন্যোদ্যান তৈরী করান। কারণ তাঁহার রাণী ছিলেন ঠাণ্ডা পাহাড় দেশের মেয়ে; কাজেই তাঁহার পক্ষে ব্যাবিলনের সমতল ভূমিতে বাস করা বেশ কষ্টকর হইয়া উঠিয়াছিল। এইজন্য তৈরী হয় ব্যাবিলনের শূন্যোদ্যান।

৯৪। মায়াপুরী কানন কোথায়?—চব্বিশ-পরগণা জেলার অন্তর্গত ডায়মণ্ড হারবারের নিকট ফলতা নামক স্থানে গঙ্গার ঠিক উপরেই এই উদ্যানটি অবস্থিত। বিজ্ঞানাচার্য জগদীশচন্দ্র বসু এই নির্জন কাননে বসিয়া উদ্ভিদ্-জীবন সম্বন্ধে বহু গবেষণা করেন। উদ্ভিদেরও যে প্রাণ আছে তাহা তিনিই প্রথম আবিষ্কার করেন।

৯৫। পৃথিবীর শেষপ্রান্তে কোনো হোটেল আছে কি?—উত্তরমেরু হইতে ৬৫০ মাইল দক্ষিণে একটি ছোট হোটেল আছে। ইহার বাড়ী কাঠের। এই বাড়ীটি তৈরী করেন কোন এক নরওয়েজিয়ান কোম্পানী। এই হোটেলের পরিচালিকা একজন মহিলা।

৯৬। টেলিগ্রাফ ও টেলিফোনের পোস্টগুলিতে শোঁ শোঁ শব্দ শুনা যায় কেন?—টেলিফোন ও টেলিগ্রাফের তারের উপর দিয়া সব সময়ে বাতাস বহিয়া যাইতেছে এবং সেই বাতাসের ঢেউ তারে কম্পন সৃষ্টি করে এবং এই শব্দতরঙ্গগুলি ফাঁপা থামগুলির ভিতরেও শব্দের আলোড়ন আনে।

৯৭। লঙ্কা ঝাল হয় কেন?—লঙ্কার ভিতর যেখানে বীচিগুলি আট্কানো থাকে, সেখানে Glucoside বলিয়া একরকম জিনিস আছে—এবং সেখানে একরকম উড়্ক্কু তৈল আছে। ঐ তৈল হইতে লঙ্কার ঝালের উৎপত্তি।

৯৮। ঘড়ির সময় ঠিক করিতে কাঁটা কোন্ দিকে ঘুরাইতে হয় ?—ঘড়ির সময় ঠিক করিবার সময় সর্বদা মনে রাখিতে হইবে, যেদিক্ হইতে সঠিক সময়টি নিকটে হইবে, সেই দিকেই কাঁটা ঘোরানো উচিত। উল্টা দিকে কাঁটা ঘুরাইলে ঘড়ি খারাপ হয় এ ধারণা ভুল, তবে বাজা ঘড়িতে সোজা দিকে ঘোরানো উচিত।

৯৯। জলের ভিতরে মানুষ কতক্ষণ ডুবিয়া থাকিতে পারে ?—১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে ৭ই এপ্রিল লণ্ডনে একটি থিয়েটারের এক ট্যাঙ্কের জলে J. Finney ৪ মিনিট ২৯ সেকেণ্ড ডুবিয়া ছিলেন। অদ্যাবধি অন্য কেহ ইহার বেশী সময় জলের নীচে ডুবিয়া থাকিতে পারেন নি।

১০০। সোনার চেয়ে দামী ধাতু কি কি আছে ?—Beryllium, Platinum, Radium, Palladium, Osmium, Iridium, Vanadium ; তবে অন্যান্য মূল্যবান্ ধাতুর চেয়ে স্বর্ণ সহজলভ্য।

১০১। ভারতবর্ষে কবে প্রথম রেললাইন খোলা হয় ?—১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দে রেলপথ খোলার প্রথম প্রচেষ্টা হয়। সেই অনুসারে G. I. P. Rly. ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দের ১৮ই এপ্রিল ভারতবর্ষে সর্বপ্রথম রেললাইন খোলে। বোম্বাই হইতে থানা পর্যন্ত এই রেলপথের তখন দৈর্ঘ্য ছিল পৌনে বাইশ মাইল। ইহার পরে ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই আগস্ট E. I. Rly. Co. কর্তৃক বাংলাদেশে হাওড়া হইতে হুগলী পর্যন্ত ২৪ মাইল রেলপথ খোলা হয়।

১০২। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী কাহাদের নিকট হইতে কলিকাতা কিনিয়াছিলেন ?—বড়িষা গ্রামের সাবর্ণচৌধুরী বংশীয় মনোহর রামচাঁদ ও বলভদ্র প্রভৃতির নিকট হইতে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী কলিকাতা কিনিয়াছিলেন।

১০৩। কলিকাতা কত বৎসর ভারতবর্ষের রাজধানী ছিল এবং দিল্লীতে রাজধানী কোন্ বৎসর স্থানান্তরিত হয় ?—ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমলে

১৭৭৪ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা ভারতবর্ষের রাজধানী হইবার গৌরব লাভ করে এবং ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দের ৩১শে মার্চ পর্যন্ত কলিকাতাই রাজধানী ছিল। ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দের ১লা এপ্রিল রাজধানী দিল্লীতে স্থানান্তরিত হয়।
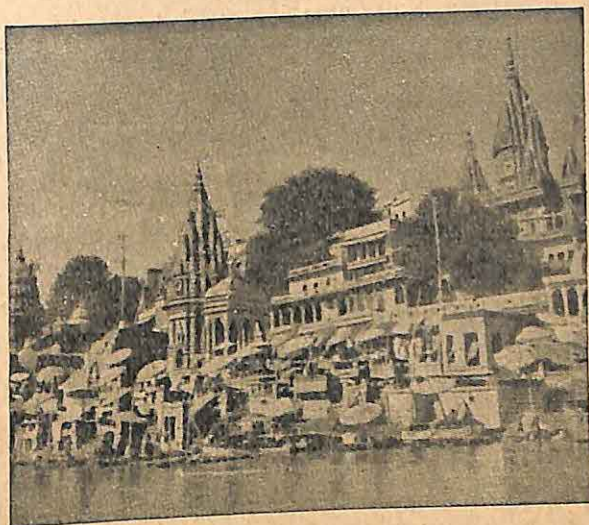
বারাণসীর গঙ্গা

১০৪। ভারতে মাছের চিড়িয়াখানা কোথায় আছে?—মাদ্রাজের 'একোয়ারিয়াম' (Acquarium) ভারতের একমাত্র মৎস্যাগার। সমস্ত রকম জীবন্ত মাছের নিদর্শন এখানে আছে।

১০৫। "আকাশ বাণী" কি?—অল ইণ্ডিয়া রেডিও-র নূতন নাম।

১০৬। ভারতের কোন্ স্থানের গঙ্গাতীরের দৃশ্য সবচেয়ে মনোরম? বারাণসীর গঙ্গাতীরের শোভা। এইখানে গঙ্গা ঠিক অর্ধ-চন্দ্রাকারে প্রবাহিত।

কয়েকটি বিখ্যাত ভুমিকম্প

সময়	স্থান	নিহত
১২৬৮	চীন	২৫,০০০
১২৯০	সাইলিসিয়া	৬০,০০০
১২৯৩	কামাকুরা (জাপান)	৩০,০০০
১৫৩১	লিসবন	৩০,০০০
১৫৫৬	চীন	৮,৩০,০০০
১৬৬৭	ককেসিয়া	৮০,০০০
১৬৯৩	ইতালি	৬০,০০০
১৭৩৭	কলিকাতা	৩,০০,০০০
১৭৫৫	পারস্য	৪০,০০০
১৭৮৩	লিসবন	৬০,০০০
১৭৮৩	ইতালি	৫০,০০০
১৮২৮	জাপান	৩০,০০০
১৮৬৮	পেরু	৭০,০০০
১৮৮৩	জাভা	৩৫,০০০
১৯০৮	মেসিনা (ইতালি)	৭৫,০০০
১৯২০	কানসু (চীন)	১,৮০,০০০
১৯২৩	টোকিও (জাপান)	১,৪৩,০০০
১৯৩২	কানসু (চীন)	৭০,০০০
১৯৩৪	বিহার	৩০,০০০
১৯৩৫	কোয়েটা	৬০,০০০
১৯৩৯	তুরস্ক	৫০,০০০
১৯৪০	তুরস্ক	৩৫,০০০
১৯৫০	আসাম	২৫,০০০

ভারতবর্ষে বিদেশী পর্যটক

বিভিন্ন যুগে ভারতবর্ষে যত বিদেশী পর্যটক আসিয়াছেন, পৃথিবীর আর কোন দেশে এত পর্যটক আসেন নি। ইহাদের মধ্যে অনেকেই তাঁহাদের ভ্রমণবৃত্তান্ত রচনা করিয়াছেন। যে কয়জন বিদেশী পর্যটক ভারতে আসিয়াছিলেন তাঁহাদের নাম :

১। গ্রীক পর্যটক মেগাস্থিনিস—৩০২ খ্রীঃ পূর্ব।
২। আলেকজাণ্ডারের নৌ-সেনাপতি নিয়াকার্স ও—৩২৭ খ্রীঃ পূর্ব।
৩। আলেকজাণ্ড্রেয়ান নাবিক হিপ্পলাস—খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দী।
৪। চৈনিক পর্যটক ফা-হিয়েন—৩৯৯-৪১৩ খ্রীষ্টাব্দ।
৫। " " ইউয়ান চোয়াং—৬২৯-৬৫৫ খ্রীষ্টাব্দ।
৬। " " আইসিং—৬৭০ খ্রীষ্টাব্দ।
৭। " " সুঙউন
৮। " " হুয়ি সেঙ } —৬০০-৮০০ খ্রীষ্টাব্দ।
৯। " " ও কুঙ
১০। ইতালীয় পর্যটক মার্কো পোলো—১২৯৩ খ্রীঃ।
১১। মুসলমান পর্যটক ইবন বতুতা—১৩৪২-১৩৪৭ খ্রীঃ।
১২। রুশ পর্যটক আর্থানাসিয়স নিকিটিন—১৪৭০-১৪৭৪ খ্রীঃ।
১৩। ইংরেজ পর্যটক উইলিয়ম হকিন্স—১৬০৯-১৬১২ খ্রীঃ।
১৪। " " টমাস রো—১৬১৫-১৬১৯ খ্রীঃ।
১৫। ফরাসী " তাভার্নিয়ের—১৬৪০-১৬৬৬ খ্রীঃ।
১৬। " " ফ্রাঁসোয়া বার্নিয়ের—১৬৫৯-১৬৬৬ খ্রীঃ।
১৭। " " মঁসিয়ে শার্দার—১৬৬৭ খ্রীঃ।
১৮। ইংরেজ " ডাঃ ফ্রায়ার—১৬৭১-১৬৮১ খ্রীঃ।
১৯। " " ওভিংটন—১৬৮৯-১৬৯২ খ্রীঃ।
২০। ওলন্দাজ " জেমেল্লি ক্যামেরী—১৬৯৫ খ্রীঃ।

২১। ইতালীয় পর্যটক নিক্কোলাও মনুচ্চি—১৭০৪ খ্রীঃ।

২২। ভারতবর্ষে প্রথম ব্যবসায়ী ইংরেজ—জন মিডেল হল। ইনি ১৬০৩ খ্রীষ্টাব্দে ব্যবসা করিবার উদ্দেশ্যে সম্রাট্ আকবরের দরবারে বিবিধ মণিরত্ন ও অশ্ব লইয়া উপস্থিত হন।

রাজনৈতিক হত্যা

১৮৫৫—আব্রাহাম লিন্‌কন্, যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেণ্ট, ১৪ই এপ্রিল।

১৮৭২—আর্ল অব্ মেয়ো, ভারতের বড়লাট।

১৮৭৬—আব্দুল্ আজিজ, তুরস্কের সুলতান।

১৮৯৪—রাশিয়ার জার আলেকজাণ্ডার এবং যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেণ্ট গারফিল্ড।

১৮৯৪—ফ্রান্সের প্রেসিডেণ্ট কার্নট।

১৯০০—ইতালির রাজা হামবার্ট।

১৯০১—যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেণ্ট—ম্যাক্‌কিন্‌লি।

১৯০৩—সার্বিয়ার রাজা আলেকজাণ্ডার ও রাণী দ্রাগা।

১৯০৮—পর্তুগালের রাজা চার্লস্।

১৯০৯—জাপানের প্রিন্স ইটো।

১৯১১—রাশিয়ার প্রধানমন্ত্রী স্টলিপিন।

১৯১৩—গ্রীসের রাজা প্রথম জর্জ।

১৯১৪—অস্ট্রিয়ার যুবরাজ ফ্রান্সিস্ ফার্ডিনাণ্ড।

১৯১৮—জার নিকোলাস এবং তাঁহার পরিবার।

১৯১৯—আফগানিস্তানের আমির হবিবুল্লা।

১৯২১—স্পেনের প্রধানমন্ত্রী দাতো।

১৯৩০—জাপানের প্রধানমন্ত্রী হামাগুচি।

১৯৩১—ফ্রান্সের প্রেসিডেণ্ট ডুমার্ট্।

১৯৩২—জাপানের প্রধানমন্ত্রী তাকেসী ইচুকাই।

১৯৩৩—সুলতান নাদির শাহ্, আফগানিস্তান।

১৯৩৪—অস্ট্রিয়ার চ্যান্সেলার ডাক্তার ডলফাস; যুগোশ্লোভিয়ার রাজা প্রথম আলেকজাণ্ডার।

১৯৩৫—আমেরিকার সিনেট হিউ. পি. লং।

১৯৩৬—কে. তাকাহাসি, অর্থমন্ত্রী, ভাইকাউণ্ট সেইটা, ইম্পিরিয়াল সিলসের লর্ড কিপার (জাপান)।

১৯৩৭—ইরাকের সামরিক ডিক্টেটার, জেনারেল বেকির সিদ্‌কি।

১৯৩৮—প্যারিসের জার্মান দূতাবাসের ইউ. ভন রাথ।

১৯৩৯—রুশদেশের সাম্যবাদী নেতা লিওন ট্রট্‌স্কি মেক্সিকোতে জনৈক ইহুদী যুবকের হস্তে নিহত হন।

১৯৪২—বোহিমিয়া এবং মোরাভিয়ার জার্মান Protector হেড্রিক।

১৯৪৪—কায়রোর ব্রিটিশ মিনিস্টার লর্ড ময়ন।

১৯৪৫—মিশরের প্রধানমন্ত্রী মেহের পাশা।

১৯৪৮—মহাত্মা গান্ধী।

১৯৫১—পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী লিয়াকৎ আলি খান ও ইরানের প্রধানমন্ত্রী জেনারেল রাজামারা।

বিজ্ঞান-বৈচিত্র্য

বিজ্ঞানের এদিক্-ওদিক্

১। সূর্যগ্রহণ কেন হয় ?—বিজ্ঞানের তিথিতে পৃথিবী ও সূর্যের মধ্যে যখন চন্দ্র আসিয়া আমাদের দৃষ্টিপথ অবরুদ্ধ করে তখন আমরা সাময়িক-ভাবে সূর্যকে দেখিতে পাই না। ইহাই সূর্যগ্রহণ।

২। চন্দ্রগ্রহণ কেন হয় ?—পূর্ণিমা তিথিতে চন্দ্র ও সূর্যের মধ্যে যখন পৃথিবী আসিয়া পড়ে তখন চন্দ্রগ্রহণ হয়।

৩। বাতাসে প্রধানতঃ কোন্ কোন্ গ্যাস আছে ?—অক্সিজেন ও নাইট্রোজেন।

৪। কয়লার গ্যাস জ্বলে কেন ?—কয়লা Hydrogen এবং Carbon-এর সমষ্টি মাত্র। এইজন্য উহা সহজে Oxygen-এর সহিত মিশ্রিত হইয়া জ্বলে।

৫। পৃথিবীর গর্ভদেশ গরম হওয়া সত্ত্বেও মেরুপ্রদেশ চিরতুষারময় কেন ?—পৃথিবীর আভ্যন্তরিক তাপ পৃথিবীর উপরিভাগে পৌছিতে পারে না। ইহা ছাড়া পৃথিবীর উপরিস্থ সূর্যের তাপ মেরুপ্রদেশের বরফ গলাইবার পক্ষে যথেষ্ট নয়।

৬। কয়লা কি ?—বহুদিন ধরিয়া ভূগর্ভে নিহিত গাছপালা পরিবর্তিত ও প্রস্তরীভূত হইয়া কয়লায় পরিণত হয়।

৭। আকাশের রঙ্ নীল কেন ?—সূর্যরশ্মি পৃথিবীতে আসিবার সময় তড়িৎ-অণু-যুক্ত বায়ুস্তর উহার নীলবর্ণের আলো শুষিয়া লইয়া তাহা বিকিরণ করে। ইহার ফলে আকাশ নীল দেখায়।

৮। পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা হাল্কা জিনিস কি ?—হাইড্রোজেন গ্যাস।

৯। আমরা বাতাসকে কেন দেখিতে পাই না ?—বাতাস কাচের ন্যায় স্বচ্ছ ; এইজন্য আমরা উহা দেখিতে পাই না।

১০। দৌড়াইলে কেন আমরা হাঁপাইয়া পড়ি ?—দৌড়াইতে আরম্ভ করিলে আমাদের হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া দ্রুত হয় এবং রক্ত ফুসফুসের মধ্যে ক্ষিপ্র-গতিতে ছুটিয়া আসে। এজন্য আমরা ক্লান্তি বোধ করি।

১১। তরল ধাতুর নাম কি ?—পারদ।

১২। পৃথিবীর মধ্যে ক্ষুদ্রতম বস্তু কি ?—ইলেক্‌ট্রন।

১৩। মেঘ যদি এত লঘু হয় তবে কি করিয়া মেঘগর্জন হয় ?—প্রকৃতপক্ষে মেঘের সহিত মেঘের সংঘর্ষণে বজ্রনিনাদ হয় না। একখণ্ড মেঘ হইতে যখন বিদ্যুৎ অপর একখণ্ড মেঘে চলিয়া যায়, তখন বাতাস উত্তপ্ত হওয়ায় শব্দতরঙ্গ সৃষ্ট হয় এবং তাহার ফলেই গর্জন শ্রুত হয়।
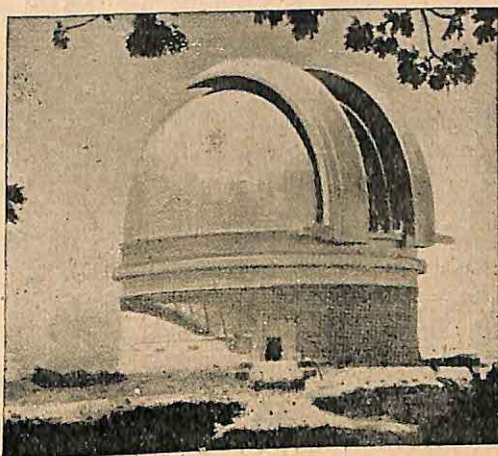
মাউন্ট পালোমার অবজারভেটরী—ক্যালিফর্ণিয়া,
পৃথিবীর বৃহত্তম দূরবীনটি এইখানে আছে।

১৪। মেঘ স্বচ্ছ জলবিন্দুর সমবায়ে গঠিত হইয়া কি করিয়া সূর্যকে ঢাকিতে পারে ?—মেঘ অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পৃথক্ জলকণার সমষ্টিমাত্র। এই

কণিকাগুলি সূর্যের আলোকে বিভিন্ন দিকে ছড়াইয়া দেয় এবং উহার অনেকটা শোষণ করিয়া ফেলে। সূর্যরশ্মি এইভাবে বিক্ষিপ্ত হইয়া যায় বলিয়া আমরা সূর্যকে দেখিতে পাই না।

১৫। পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ-শক্তি বন্ধ হইলে কি হইবে?—মুহূর্তমধ্যে পৃথিবীর উপরিভাগস্থ সমস্ত জিনিস ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িবে।

১৬। আগুনের উপর জল ঢালিলে আগুন কেন নিভিয়া যায়?—আগুনের উপরে জল ঢালিলে বাতাসের ভিতরকার অক্সিজেন বাষ্প আগুনের নিকট যাইতে পারে না। তা'ছাড়া, জল অনেকটা উত্তাপ শোষণ করিতে পারে বলিয়া আগুনের উত্তাপ কমিয়া আসে এবং ইহার ফলে আগুন নিভিয়া যায়।

১৭। আকাশে রামধনু কেমন করিয়া হয়?—ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলবিন্দুর সমষ্টির উপর যখন সূর্যালোক পতিত হয়, তখন আলোকের প্রতিসরণের এবং প্রতিফলনের জন্য রামধনুর সৃষ্টি হয়।

১৮। আগুনের শিখা উপরের দিকে উঠে কেন?—অগ্নিশিখার মধ্যে যে গ্যাস উৎপন্ন হয়, উত্তাপের ফলে তাহা চারিদিকের বায়ু অপেক্ষা হাল্‌কা হইয়া উপরের দিকে উঠিয়া যায় এবং উহাই শিখারূপে দেখা যায়।

১৯। মেঘলা দিনে শিশির পড়ে না কেন?—মেঘলা দিনে তাপ বিকিরিত হইতে পারে না। তাপ মেঘ হইতে প্রতিফলিত হইয়া বায়ুমণ্ডলকে উষ্ণ রাখে। এইজন্য শিশির জমিতে পারে না।

২০। তারকাগুলি কি প্রকৃতপক্ষে ঝিক্‌মিক্ করে?—না, তারকার আলো পৃথিবীতে আসিবার সময় পথে অনেক বাধা পায় এবং সেজন্য উহারা ঝিক্‌মিক্ করে বলিয়া ভ্রম হয়। গ্রহগুলি সাধারণতঃ নক্ষত্রের ন্যায় মিট্‌মিট্ করে না।

২১। গোলাপ লাল কেন?—সূর্যকিরণের সাতটি বর্ণ মিলিত হইয়া যখন গোলাপের উপর পড়ে, তখন গোলাপ ফুল লাল ভিন্ন সব বর্ণগুলিকে শোষণ করিয়া ফেলে। ফলে গোলাপ লাল দেখায়।

২২। কালো রং বলিলে বৈজ্ঞানিক মতে কি ভুল হয়?—হাঁ, কারণ কালো বলিয়া কোনো রং নাই, সমস্ত রঙের অভাবকে কালো বলা হয়।

২৩। কৃষ্ণ পদার্থ ও শ্বেত পদার্থের মধ্যে কোন্‌টি দ্রুত উষ্ণ হয়?—কৃষ্ণ পদার্থই দ্রুত উষ্ণ হয়।

২৪। তৈল জলের সহিত কেন মিশ্রিত হয় না?—জলের অণু তৈলের অণু অপেক্ষা ছোট, এইজন্য তৈল জলের সঙ্গে মিশিয়া যায় না।

২৫। দেশলাইয়ের কাঠিতে ফুঁ দিলে কেন নিভিয়া যায়?—ফুঁ দিলে উষ্ণ বাষ্পের উত্তাপ কমিয়া যায় এবং উহা এত শীতল হইয়া পড়ে যে, জ্বলন্ত কাঠি আর জ্বলিতে পারে না।

২৬। পাহাড়ের উপরিভাগ শীতল কেন?—পৃথিবীর উপর আমরা যে উত্তাপ অনুভব করি, উহা প্রকৃতপক্ষে ভূগর্ভস্থ, এবং বাতাস এই উত্তাপকে শীতল হইতে দেয় না। যখন আমরা পর্বতের উপরে যাই, তখন আমরা পৃথিবীর পৃষ্ঠদেশ হইতে অনেক দূরে এবং বাতাসের ঘনতার উপরে উঠি বলিয়া শীত বোধ করি।

২৭। বজ্রধ্বনি বিদ্যুৎ-স্ফুরণের পর কেন শ্রুত হয়?—আলোকের গতি শব্দের গতি অপেক্ষা দ্রুততর। এজন্য স্ফুরণের পর বজ্রধ্বনি শ্রুত হয়।

২৮। আলোকের গতি শব্দের গতি অপেক্ষা দ্রুত কেন?—ইথারের তরঙ্গ আলোকরূপে অনুভূত হয় এবং বাতাস শব্দতরঙ্গের প্রধান মাধ্যম। ইথার বাতাস অপেক্ষা অনেক বেশী স্থিতিস্থাপক; এজন্য প্রতি সেকেণ্ডে আলোর গতি ১,৮৬,০০০ মাইল এবং শব্দের গতি ১,১০০ ফিট।

২৯। জলপূর্ণ গ্লাসের মধ্যে তাকাইলে তলদেশ উপরে উঠিয়া আসিয়াছে বলিয়া কেন ভ্রম হয়?—ঘন মধ্যবর্তী পদার্থের মধ্য দিয়া আলোক-রেখার দিক্‌-পরিবর্তন হয় বলিয়া এইরূপ মনে হয়। এই সময় উহার গভীরতা প্রায় এক-চতুর্থাংশ কম বলিয়া মনে হয়।

৩০। পর্বতের উপর তুষার জমিলে আর উহা বাড়িতে পারে না কেন?—তুষার জমিয়া যখন বরফ হয় তখন বরফের চাপে ইহার স্ফীতি বন্ধ হয়।

৩১। আমাদের চুল কাটিলে কেন বেদনা অনুভব করি না?—চুলের মধ্যে কোন nerve (শিরা) নাই। সুতরাং চুল কাটিলে কোন প্রকার বেদনার অনুভূতি হওয়া সম্ভবপর নয়।

৩২। আগুনের উত্তাপে কাগজ কেন কোঁকড়াইয়া যায়?—আগুনের উত্তাপে কাগজের মধ্যস্থিত জলীয় পদার্থ বাষ্পাকারে উড়িয়া যায়, ফলে উহা কোঁকড়াইয়া যায়।

৩৩। ফুটন্ত জল অধিকতর গরম হয় না কেন?—জল ফুটিতে আরম্ভ করিলে উহা বাষ্পাকারে উড়িয়া যায়।

৩৪। ঘাসের উপরে শিশির কোথা হইতে আসে?—ঘাসের নিকটে বাতাসের মধ্যে যে জলীয় বাষ্প থাকে উহাই জমিয়া ঘাসের উপর পড়ে।

৩৫। দিনের বেলায় নক্ষত্রগুলি কোথায় যায়?—আকাশেই থাকে, তবে সূর্যের প্রখর আলোকে উহাদিগকে দেখা যায় না।

৩৬। চিমনীর ভিতর দিয়া ধোঁয়া কুণ্ডলী পাকাইয়া বাহির হয় কেন?—চিমনীর ভিতর দিয়া ধোঁয়া বাহির হইবার সময় উপরের শীতল বায়ুর চাপে পাকাইয়া বাহির হয়।

৩৭। কোন্ অ্যাসিডে সোনা গলে?—নাইট্রিক এবং হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের সংমিশ্রণে যে Aqua Regia হয় তাহাতে সোনা গলে।

৩৮। বরফ, জল অপেক্ষা ভারী না হাল্কা?—হাল্কা।

৩৯। বিংশ শতকের সর্বশ্রেষ্ঠ আবিষ্কার কোন্‌টি?—আণবিক বোমা (Atom Bomb)। কে ইহা আবিষ্কার করেন?—নরওয়ের বৈজ্ঞানিক নীলস্ বোহ্‌র (Niels Bohr) ইহার প্রাথমিক আবিষ্কর্তা অর্থাৎ ইনি আণবিক বোমার মূল তত্ত্ব উদ্ভাবন করেন এবং পরে মার্কিন বৈজ্ঞানিক অটো হাস ও মিটনার এই সম্পর্কে কার্যতঃ সাফল্যলাভ করেন।

৪০। কত ডিগ্রি উত্তাপে জল ফোটে?—১০০° সেন্টিগ্রেড।

৪১। পর্বতের উপর জল কেন তাড়াতাড়ি ফোটে?—বায়ুর চাপ কম বলিয়া জল সহজে ফোটে।

৪২। একটি লোকের সম্পূর্ণ চেহারা দেখিতে কত মাপের আয়নার প্রয়োজন?—প্রত্যেক মানুষের নিজের উচ্চতার ঠিক অর্ধেক মাপের আয়না হইলেই সম্পূর্ণ চেহারা দেখা যায়।

৪৩। সূর্যের আলোতে কয় প্রকার বর্ণ আছে?—সাত প্রকার। Violet, Indigo, Blue, Green, Yellow, Orange and Red. এক কথায় 'ভিব্‌জিয়র' (VIBGYOR) বলে।

৪৪। আগুন লাগিলে সেই স্থানে জোরে বাতাস বহিতে থাকে কেন?—যেখানে আগুন জ্বলে সেখানে অক্সিজেন ও কার্বন এই দু'টি জিনিসের ফলে যে গ্যাস উৎপন্ন হয় সেটা চারিদিকের বাতাসের চেয়ে হাল্‌কা। তাই সেটা আশে-পাশের বাতাসকে সরাইয়া উপরে উঠিয়া যায়। তখন চারিপাশের বায়ু সেই শূন্যস্থান পূর্ণ করিবার জন্য আসে এবং সেই বায়ুও উত্তপ্ত হইয়া উপরে উঠিয়া যায়; আবার অন্য বায়ু সেইস্থান পূরণ করিতে আসে। এইরূপে আগুন লাগিলে সর্বদাই বাতাস খুব জোরে প্রবাহিত হইতে থাকে।

৪৫। দুইটি রেলওয়ে লাইনের সংযোগস্থলে একটু ফাঁক থাকে কেন?—সংযোগস্থলে প্রায় আধ ইঞ্চ পরিমাণ ফাঁক থাকে। গাড়ি লাইনের উপর দিয়া চলিবার সময় লাইনকে উত্তপ্ত করে এবং উহা বাড়িয়া যায়। গ্রীষ্মকালে লাইনগুলি উত্তাপে বর্ধিত হইয়া প্রায় ঠেকিয়া যায়। লাইনের মধ্যে এই ফাঁক না থাকিলে গাড়ি লাইনচ্যুত হইবার সম্ভাবনা থাকে।

৪৬। সোনা খাঁটি কি করিয়া জানিতে পারা যায়?—খাঁটি সোনার উপর নাট্রিক্‌ এসিড্‌ দিলে কোন দাগ হয় না।

৪৭। একটি ঘর হইতে সমস্ত বায়ু বাহির করিয়া দিয়া উপর হইতে একটি পাই-পয়সা ও একটি পালক ফেলিয়া দিলে কোন্‌টি আগে পড়িবে?—দুইটিই একসঙ্গে পড়িবে। ঘরে হাওয়া থাকিলে পাই-পয়সাটি আগে পড়িত,

কারণ বাতাসের বাধা অতিক্রম করিয়া পালকটির পড়িতে একটু বিলম্ব হইত।

৪৮। পচা ডিম জলে ভাসে কেন?—ডিম পচিয়া গেলে উহার ভিতরের এক প্রকার গ্যাস খোলার গা দিয়া বাহির হইয়া যায়। ইহার ফলে ডিম হাল্‌কা হয় এবং জলে ভাসিতে পারে।

৪৯। স্পিরিট হাতে পড়িলে ঠাণ্ডা বোধ হয় কেন?—তরল পদার্থ বাষ্প হইতে গেলে কিছু উত্তাপের আবশ্যক। স্পিরিট বাষ্প হইয়া যাইবার সময় হাত হইতে কিছু উত্তাপ চলিয়া যায় বলিয়া আমরা ঠাণ্ডা বোধ করি।

৫০। কূপের জল গ্রীষ্মকালে ঠাণ্ডা, এবং শীতকালে গরম কেন?—কূপের জল অনেক নীচে থাকে এবং গ্রীষ্মকালে সূর্যের উত্তাপ অতদূর নীচে পৌছিতে পারে না বলিয়া জল ঠাণ্ডা থাকে। সেইরূপ শীতকালে বাহিরের ঠাণ্ডা বাতাস খুব নীচে প্রবেশ করিতে পারে না বলিয়া জল গরম বোধ হয়।

৫১। সর্বাপেক্ষা মূল্যবান্ ধাতু কোন্‌টি?—একদিন Radiumকেই সবচেয়ে মূল্যবান্ ধাতু বলা হইত, কিন্তু এখন Actinum সর্বাপেক্ষা মূল্যবান্ ধাতু বলিয়া পরিগণিত হয়। রেডিয়াম পৃথিবীতে দুর্লভ; মোট পরিমাণ মাত্র দশ আউন্স।

৫২। Neon Lamp কি?—Neon, Xenon, Helium প্রভৃতি গ্যাস-পরিপূর্ণ নল। এই নলের ভিতর বিদ্যুৎ-প্রবাহ চালাইলে নানা বর্ণের আলো পাওয়া যায়।

৫৩। নরম ও শক্ত জল চিনিবার উপায় কি?—যে জলে সাবান দিলে অতি সহজে গলিয়া ফেনা হয়, তাহাকে নরম জল বলে এবং যে জলে অনেক কষ্টের পর ফেনা হয়, তাহাকে শক্ত জল বলে।

৫৪। কাচ ও ধাতুর পাত্রে বরফ রাখিলে পাত্রের বহির্ভাগ ভিজিয়া যায় কেন?—শীতল জলের সংস্পর্শে পাত্রের গাত্র শীতল হয়। তখন চতুষ্পার্শ্বস্থ বায়ুর বাষ্প ঘনীভূত হইয়া পাত্রের বহির্দেশ ভিজাইয়া দেয়।

৫৫। পাহাড়ের উপর ডাল, মাংস, প্রভৃতি ভাল সিদ্ধ হয় না কেন?—প্রতি হাজার ফুটে বাতাসের চাপ বায়ু-চাপমান যন্ত্রের এক ইঞ্চি কমে। বায়ুর চাপ যত কমে, জল ফুটিবার উত্তাপ তত কমে। পাহাড়ের উপর অল্প উত্তাপে জল ফোটে বলিয়া ডাল, মাংস, প্রভৃতি ভাল সিদ্ধ হয় না।

৫৬। জোরে শব্দ হইলে ঘরের শার্সি ভাঙিয়া যায় কেন?—গভীর শব্দে বাতাসের মধ্যে বড় বড় ঢেউয়ের সৃষ্টি হয় ও তাহার ধাক্কায় শার্সি ভাঙিয়া যায়।

৫৭। বিদ্যুৎবাহী তারে পাখী বসিলে ধাক্কা খাইয়া পড়িয়া যায় না কেন? —বিদ্যুৎবাহী তারের সহিত মাটির যোগাযোগ নাই বলিয়া পাখী পড়িয়া যায় না।

৫৮। মেঘ এবং কুয়াসায় প্রভেদ কি?—কুয়াসা পৃথিবীর উপরিস্থিত মেঘ এবং মেঘ আকাশস্থিত কুয়াসা।

৫৯। উত্তর এবং দক্ষিণ মেরুর মধ্যে কোন্‌টি অপেক্ষাকৃত শীতল?—দক্ষিণ মেরু উত্তর মেরু অপেক্ষা অধিক ঠাণ্ডা, কারণ দক্ষিণ মেরু সমুদ্রতল হইতে অনেক উচ্চে অবস্থিত।

৬০। এক ইঞ্চি বারিপাত হইলে এক একরে কতখানি জল জমিবে?—প্রায় ১৬০ টন বা ২৭০০ মণ।

৬১। পৃথিবীর গতিবেগ কত?—প্রতিদিনে ১,৬০,১,৬০৪ মাইল বা প্রতি সেকেণ্ডে ১৮ মাইল।

৬২। চর্মচক্ষে কতগুলি তারা দেখা যায়?—প্রায় ৪০০০। আধুনিক দূরবীক্ষণ যন্ত্র সাহায্যে ১০০,০০০,০০০ তারা দেখা যায়।

৬৩। উল্কাপাত হয় কেন?—লক্ষ লক্ষ উল্কা যাবতীয় বায়বীয় অংশের সংস্পর্শে আসে। ইহাদের মধ্যে কোন কোনটা বায়ুর সহিত সংঘর্ষণে জ্বলিয়া উঠে এবং মাটিতে পড়ে।

৬৪। পৃথিবী ভিন্ন অন্য কোন্ গ্রহে প্রাণী আছে?—কোন কোন বৈজ্ঞানিক মনে করেন যে, শুক্র ও মঙ্গল গ্রহে জীব বাস করে।

মাইক্রোস্কোপ (অণুবীক্ষণ যন্ত্র)

৬৫। কোন্ পদার্থের বিদ্যুৎ-পরিচালন শক্তি সর্বাপেক্ষা অধিক?—রৌপ্যের। কিন্তু রৌপ্যের মূল্য বেশী বলিয়া বিদ্যুৎ পরিচালনার জন্য তাম্র ব্যবহার করা হয়। জলও বিদ্যুৎ-পরিচালক, এই কারণে ভিজা কাপড়ে সুইচ টিপিলে বিপদের সম্ভাবনা আছে।

৬৬। বৈদ্যুতিক আলোকের অনুপাতে বৈদ্যুতিক পাখায় কত বিদ্যুৎ খরচ হয়?—আট ইঞ্চি ব্যাসের বৈদ্যুতিক পাখায় ২৫ ওয়াট বাতির সমান বিদ্যুৎ খরচ হয়।

৬৭। বিদ্যুৎবাহী শলাকার দ্বারা বজ্রপাত হইতে বাড়ি রক্ষা পায় কেন?—বিজলী-প্রবাহ বিদ্যুৎবাহী শলাকার তামার তার বাহিয়া মাটিতে

চলিয়া যায়। তাহা ছাড়া শলাকার সূচ্যগ্রভাগ অল্প অল্প বিদ্যুৎ নিঃসারিত করিয়া এমন ছোট ছোট বজ্রপাতের সৃষ্টি করে যাহাতে বাড়ির কোন ক্ষতি হয় না।

৬৮। বৃষ্টির জল কি বিশুদ্ধ?—বৃষ্টির জলে অক্সিজেন, এমোনিয়া ও কার্বনিক-এসিড গ্যাস মিশ্রিত থাকে। শহর অঞ্চলের বৃষ্টির জলে কখনও কখনও নাইট্রিক্ ও সালফিউরিক এসিড পাওয়া যায়। পানীয় হিসাবে বৃষ্টির জল অন্যান্য স্বাভাবিক জল অপেক্ষা বিশুদ্ধ।

৬৯। Laughing gas কাহাকে বলে?—যবক্ষার ও অক্সিজেন বাষ্পের সংমিশ্রণে প্রস্তুত গ্যাসকে। ইহার স্বাদ মিষ্ট ও অল্পক্ষণস্থায়ী। অস্ত্রোপচারে রোগীকে অজ্ঞান করিবার জন্য ইহা ব্যবহৃত হয়।

৭০। লৌহে মরিচা ধরে কেন—লৌহ অক্সিজেন বাষ্পের সহিত মিশিয়া রেড অক্সাইড্ অব্ আয়রণে পরিণত হয়। জল এই মিলনের সাহায্য করে। সেইজন্য কড়ি-বরগার উপর রং মাখানো হয়।

৭১। সাবানে ত্বক এবং কাপড়-চোপড় পরিষ্কার হয় কেন?—সাবানজল ত্বক বা কাপড়-চোপড়ের উপর বিস্তৃত হইয়া ময়লাকে শিথিল করে। তারপর ঘর্ষণ এবং জলপ্রবাহে ময়লা দূরীভূত হয়।

৭২। রবারে কালি বা পেন্সিলের দাগ উঠে কেন?—চট্‌চটে রবারের সংঘর্ষণে কালি বা পেন্সিলের দাগ সমেত কাগজের আঁইস উঠিয়া আসে। পেন্সিল বা কালির দাগ আঁইসের উপরেই থাকে।

৭৩। মুক্তার জন্ম হয় কি করিয়া?—ঝিনুকের বুকের মধ্যে যদি কোনও প্রকারে বালুকণা প্রবেশ করিতে পারে, তখন সেই পদার্থের উপর ঝিনুকের নিজ অঙ্গের রস জমিয়া মুক্তার সৃষ্টি হয়।

৭৪। কত ডিগ্রী শীতল হইলে জল জমিয়া বরফ হয়?—০° ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড।

৭৫। সাবানের ফেনার উপর বিভিন্ন বর্ণ দৃষ্ট হয় কেন ?—কারণ বুদ্‌বুদের সব জায়গায় গুরুত্ব সমান নয় এবং এই গুরুত্বের বিভিন্নতার জন্য উহার উপর বিভিন্ন বর্ণ প্রতিফলিত হয়।

৭৬। Exchange-এর সহিত কথা বলিবার জন্য Receiverটি তুলিবার দরকার কি ?—Receiver না তুলিলে exchange-এর সহিত কথা বলা অসম্ভব। Receiver তুলিলে exchange-এর মধ্যে আলো জ্বলিয়া উঠে এবং এই আলো দ্বারা Operator-এর দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়।

৭৭। কতকগুলি মোটর গাড়ির সম্মুখে আলো হরিদ্রাবর্ণের কেন ?—কারণ হরিদ্রাবর্ণের আলো কুয়াসা ভেদ করিয়া আলোক বিকিরণ করিতে পারে।

৭৮। কতকগুলি গ্যাস জ্বলে না কেন—কারণ সেগুলি Oxygen-এর সহিত মিশ্রিত হয় না।

৭৯। জলের নীচে আগুন জ্বালা কি সম্ভব ?—হাঁ, যদি অগ্নিশিখার নিকটে বাতাস অথবা Oxygen দেওয়া যায় এবং যদি উহার নিকটে জল না আসিতে পারে।

৮০। সূতা মার্সিরাইজ (Mercerize) করা কাহাকে বলে ?—রাসায়নিক প্রক্রিয়া দ্বারা সূতাকে রেশমের ন্যায় মসৃণ ও চিক্কণ করাকে। এই প্রক্রিয়া আবিষ্কারকের নাম জন মার্সার (John Mercer).

৮১। পৃথিবী গোলাকার হইলেও সমতল কাগজের উপর মানচিত্র অঙ্কনের পদ্ধতি কে আবিষ্কার করেন ?—বেলজিয়ামের বৈজ্ঞানিক মার্কেটের।

৮২। বায়ুমণ্ডলের উপর উঠিলে কি শব্দ শোনা যায় ?—বাতাসকে আশ্রয় করিয়া শব্দ ভ্রমণ করে। সুতরাং বায়ুমণ্ডলের উপর উঠিলে শব্দ শোনা যায় না।

৮৩। কোন্ দ্রব্য আমরা বিনামূল্যে প্রচুর পরিমাণে পাইতে পারি এবং যাহা যে-কোন প্রকারে ব্যবহার করিলেও উহার কোন প্রকার পরিবর্তন হয় না?—বায়ু।

৮৪। ব্যারোমিটারের মধ্যের পারদ উপরে উঠে এবং নীচে নামে কেন? —বায়ুমণ্ডলের চাপের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে পারদ উঠা-নামা করে।

৮৫। একটি electric bulbকে জলে ডুবাইয়া উহাতে ক্ষুদ্র ছিদ্র করিয়া দিলে উহা দ্রুত জলপূর্ণ হইবে কেন?—কারণ bulbটি তৈয়ারী করিবার সময় ভিতর হইতে প্রায় সমস্ত বাতাস বাহির করিয়া দেওয়া হইয়াছিল; সুতরাং বাহিরের বাতাসের চাপে শূন্য bulbটি দ্রুত জলপূর্ণ হইয়া যায়।

৮৬। বাতাসযুক্ত স্থানে ভিজা কাপড় কেন তাড়াতাড়ি শুকায়?—কারণ বাতাস সব সময় চলাফেরা করিয়া জলকণাগুলি উড়াইয়া লইয়া যায়।

৮৭। ভোর বেলার কুয়াসা বেলা বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে চলিয়া যায় কেন?—সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে বাতাস উত্তপ্ত হয় এবং উত্তপ্ত বাতাস জলকণাগুলিকে জলীয় বাষ্পে পরিণত করিয়া শোষণ করিয়া লয়।

৮৮। শীতল কাচের উপর হাই ফেলিলে উহা ভিজিয়া যায় কেন?—কারণ শীতল কাচ নিঃশ্বাসস্থিত জলীয় বাষ্পকে জলকণায় পরিণত করে।

৮৯। বাতাস কি করিয়া প্রবাহিত হয়?—যখন পৃথিবীর কোন স্থানের বাতাস উত্তপ্ত হইয়া উপরে উঠে, তখন পার্শ্ববর্তী শীতল বাতাস ঐ স্থান পূর্ণ করিবার জন্য ছুটিয়া আসে। এইভাবে বাতাস সঞ্চালিত হয়।

৯০। লবণ আর্দ্র হইলে বৃষ্টির পূর্ব লক্ষণ বলা হয় কেন?—বৃষ্টি হইবার পূর্বে বাতাস আর্দ্র হয়, এবং লবণ অতি দ্রুত বাতাস হইতে জলকণিকা শোষণ করিয়া লয়।

৯১। এরোপ্লেন শূন্যে ভাসিয়া থাকে কিরূপে?—বিমানপোত শূন্যপথে এত বেগে চালান হয় যে, তাড়িত বায়ু ইহার উপর ঊর্ধ্ব চাপ প্রয়োগ করে। এই চাপের পরিমাণ অনেক সময় এরোপ্লেনের ওজনের সমান অথবা

তদপেক্ষা বেশী হইয়া পড়ে এবং এই উর্ধ্বচাপই এরোপ্লেনকে শূন্যে ভাসাইয়া রাখিতে পারে।

৯২। কোন্ উড়োজাহাজ কোন্ সময়ে এবং কত ঘণ্টায় সর্বপ্রথম পৃথিবী পরিভ্রমণ করিয়াছে?—গ্রাফ্ জেপেলিন (Graaf Zeppelin) নামক জার্মান উড়োজাহাজ ১৯২৯ সালে ১৫ই আগস্ট হইতে ৪ঠা সেপ্টেম্বরের মধ্যবর্তী সময়ে কিঞ্চিদধিক ৩০০ঘণ্টা আকাশমার্গে বিচরণ করিয়া পৃথিবী ভ্রমণ করিয়াছিল। এই সময়ে উহা ২১,০০০ মাইল অতিক্রম করিয়াছিল।

৯৩। আকাশপথে পৃথিবী প্রদক্ষিণ করিতে সর্বাপেক্ষা কত অল্প সময় লাগিয়াছিল?—আট দিন পনর ঘণ্টা এবং একান্ন মিনিট। ওয়াইলি পোস্ট (Wiley Post) নামক আমেরিকাবাসী বৈজ্ঞানিক এবং অস্ট্রেলিয়ানিবাসী তাঁহার সহচর হ্যারল্ড গ্যাটি (Harold Gatty) উপরি-উক্ত সময়ের মধ্যে আকাশপথে মাত্র ৮২ ঘণ্টা ছিলেন এবং ঘণ্টায় ১৩৯ মাইল বেগে গমন করিতেছিলেন। বৈজ্ঞানিকদ্বয় ৪০° অক্ষরেখা পথে মোট ১৬,০০০ মাইল অতিক্রম করিয়া উত্তর গোলার্ধের মাঝামাঝি পৃথিবীকে বেষ্টন করিয়া পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন। ওয়াইলি সাহেব দূরে ইহা অপেক্ষাও অল্প সময়ে অর্থাৎ ৭ দিন ১৮ ঘণ্টা ৪৯ মিনিটে পৃথিবী প্রদক্ষিণ করিয়াছিলেন।

৯৪। মানুষ পৃথিবীপৃষ্ঠ হইতে সর্বাপেক্ষা কত উর্ধ্বে উঠিয়াছে?—৫৩,০০০ ফিট অর্থাৎ দশ মাইল হইতে কিছু বেশী উপরে। এই আরোহণ-কার্য ব্রাসেলস্ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক পিকার্ড (Professor Piccard) এবং তাঁহার সঙ্গী এম. কিফার (M. Kipfer) সম্পন্ন করিয়াছিলেন।

৯৫। সূর্য পূর্বদিকে উঠে কেন?—পৃথিবী পশ্চিম হইতে পূর্বে ঘুরিতেছে; সেইজন্য মনে হয় সূর্য পূর্বদিকে উঠে।

৯৬। রাত্রিকালে শব্দ দিবাভাগ অপেক্ষা কেন সুস্পষ্টভাবে শোনা যায়?—রাত্রিকালে বাহিরের শব্দ কম থাকে। অধিকন্তু, রাত্রিকালে বাতাস

অধিকতর নিস্তব্ধ বলিয়া শব্দপ্রবাহ বাতাসের মধ্য দিয়া সহজে ভ্রমণ করে।

৯৭। গ্রামোফোনের রেকর্ড কেমন করিয়া বাজে?—ঘূর্ণায়মান রেকর্ড সূচটিকে কাঁপায়, সূচটি সূক্ষ্ম পর্দাকে কাঁপায় এবং এই কম্পমান পর্দা সঙ্গীত উৎপাদন করে।

৯৮। ঘণ্টার কিনারা স্পর্শ করিলে ঘণ্টাধ্বনি বন্ধ হইয়া যায় কেন?—কিনারা স্পর্শ করিলে ঘণ্টার স্পন্দন বন্ধ হইয়া যায় এবং ইহার ফলে আর বায়ুমধ্যে শব্দপ্রবাহ বিচ্ছুরিত হয় না।

সেণ্ট পীটার্স গীর্জা

৯৯। বোমা বিস্ফোরণ হইলে পার্শ্ববর্তী গৃহের জানালা চূরমার হইয়া যায় কেন?—বিস্ফোরণের পর বায়ুমধ্যে এরূপ ভয়ংকর শব্দপ্রবাহ সৃষ্টি হয় যাহাতে জানালাগুলি চূরমার হইয়া যায়।

১০০। ভাসমান চায়ের পাতা চায়ের পেয়ালা সংলগ্ন হইয়া থাকে কেন?—মাধ্যাকর্ষণ শক্তির প্রভাবে এক দ্রব্য অপর দ্রব্যকে আকর্ষণ করে বলিয়া এইরূপ হয়।

১০১। স্তূপীকৃত মুদ্রার সর্বনিম্ন মুদ্রাটিকে দ্রুত সরাইয়া ফেলিলে মুদ্রাস্তূপ পড়িয়া যায় না কেন?—কারণ জড়পদার্থের নিশ্চেষ্টতার জন্য উপরিস্থিত মুদ্রাগুলির গতিহীন অবস্থার কোন পরিবর্তন হয় না।

১০২। ঘড়িতে দোলক (Pendulum) ব্যবহৃত হয় কেন?—কারণ দোলকের গতি সব সময় সমান। এইজন্য ঘড়ির গতি নিয়ন্ত্রিত করিতে দোলক একান্তই প্রয়োজন।

১০৩। এক পাউণ্ড বরফ গলাইলে কি এক পাউণ্ড জল হইবে?—হাঁ, কারণ বরফের সহিত উত্তাপ যুক্ত হওয়ায় জল হইয়াছে এবং এই উত্তাপের কোন ওজন নাই।

১০৪। বিমানপোতে হাইড্রোজন গ্যাস ব্যবহৃত হয় কেন?—কারণ ইহা লঘুতম গ্যাস এবং ইহার উত্তোলনশক্তি সর্বাধিক। বাতাস ইহা অপেক্ষা চৌদ্দগুণ এবং কয়লার গ্যাস সাতগুণ ভারী। এইজন্য বর্তমানে হিলিয়াম গ্যাসেরও দ্রুত প্রচলন আরম্ভ হইয়াছে।

১০৫। জলকে কি স্বল্লায়তন করা যায়?—এক স্কোয়ার ইঞ্চি পরিমাণ জলের উপর যদি ২০ টন ওজন চাপান যায়, তবে ঐ জলের আয়তন এক দশমাংশ কমিয়া যাইবে।

১০৬। জলে হাত দিলে ভিজিয়া যায় কেন এবং পারদে হাত ভিজে না কেন?—কারণ জল চামড়ার সহিত নিবিড়ভাবে সংযুক্ত হয় এবং পারদের কণিকাগুলি জলকণিকার ন্যায় বিচ্ছিন্নভাবে থাকে না।

১০৭। সবচেয়ে শীতল দ্রব্যের নাম কি?—নিরেট হিলিয়াম (Helium)। ১৯২৭ সালে ইহাকে এতদূর শীতল করা হইয়াছিল যে, ইহার উত্তাপ তখন, যে অবস্থায় পদার্থের কোন উত্তাপ থাকিতে পারে না, তাহার

একডিগ্রী মাত্র উপরে ছিল; অর্থাৎ ইহার উত্তাপ তখন দ্রবণবিন্দুর ৪৫৭° ডিগ্রী নিম্নে ছিল।

১০৮। উত্তাপে দ্রব্যের আয়তন বাড়ে কেন?—কোন দ্রব্য উত্তপ্ত হইলে ইহার moleculeগুলি অস্থির হয়, এবং পরস্পরের সহিত সংঘর্ষ হয়। ইহার ফলে তাহাদের মধ্যে আণবিক ব্যবধান বাড়িয়া যায় এবং এইভাবে পদার্থের আয়তন বাড়ে।

১০৯। জল জমিলে জলের নল ফাটিয়া যায় কেন?—কারণ জল জমিয়া বরফ হইলে উহার আয়তন বাড়িয়া যায়।

১১০। তৈলের বাতির অগ্নিশিখা তৈল প্রজ্বলিত করে না কেন?—অগ্নিশিখার উত্তাপ স্বভাবতঃই উপরে উঠে এবং তৈলবর্তিকা উত্তাপ পরিচালনার পক্ষে আদৌ উপযুক্ত নয়, এজন্য তৈলের সহিত অগ্নিসংযোগ করিতে পারে না।

১১১। জল ফুটিবার সময় জলের উপর বুদ্বুদ্ উঠে না কেন?—তলদেশ হইতে বাষ্প উপরে উঠিবার সময় জলের উপরিভাগ স্ফীত হইয়া উঠে।

১১২। প্রাচীর-সংলগ্ন আঙুর দ্রুত পাকে কেন?—দেওয়ালগুলি দিবারাত্র সূর্যোত্তাপ বিকিরণ করিয়া ফলগুলিকে দ্রুত পাকায়।

১১৩। ডিনামাইট আগুনে ফেলিয়া দিলে কি হইবে?—বিস্ফোরণ হইবে না; ফুরফুর করিয়া পুড়িয়া যাইবে।

১১৪। কোন্ গ্যাসের সাহায্যে লোহার কড়িকাঠও সহজে কাটিয়া ফেলা যায়? অ্যাসিটিলিন এবং অক্সিজেনের মিশ্রণে যে গ্যাস উৎপন্ন হয় তাহা দ্বারা লোহার কড়িকাঠ নরম হইলে সহজেই ছেদন করা যায়।

১১৫। কোন্ পদার্থ উত্তপ্ত করিলে আয়তন কমিতে থাকে?—বরফ।

১১৬। কাগজের উপর পারা রাখিলে কাগজ ভিজিয়া যায় না কেন?—কাগজের চেয়ে পারার ঘনত্ব বেশি বলিয়া সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ছিদ্রের মধ্যে পারা প্রবেশ করিতে পারে না। এজন্য কাগজ ভিজিয়া যায় না।

১১৭। পেট্রোম্যাক্স জ্বালিলে শোঁ-শোঁ শব্দ হয় কেন?—ইহার কারণ, ডেলাইট পেট্রোম্যাক্সে পাম্প করিয়া হাওয়া দেওয়া হয়। ঐ হাওয়ার চাপেই তাহার ভিতরের কেরোসিন তৈল গরম পাইপের মারফৎ আসিয়া গ্যাসে পরিণত হয়। তারপর ম্যাণ্টেলের ভিতর গিয়া সাদা হইয়া জ্বলে।

১১৮। Magnifying glass-এর মধ্য দিয়া সূর্যরশ্মি সম্পাত করিলে কাগজ পুড়িয়া যায় কেন?—সূর্যরশ্মি লেন্সের উপর পতিত হইয়া উল্টা দিকে এক কেন্দ্রে মিলিত হইয়া প্রতিফলিত হয়; তাহার ফলেই আলাদা আলাদা সূর্যরশ্মির উত্তাপ এক হইয়া একটা বড় রকমের উত্তাপ সৃষ্টি করে এবং তখন আগুনের সৃষ্টি হয়।

১১৯। লোহার ডাণ্ডা, কড়ি, বরগা, এসব আগুনে পোড়াইলে সহজে বাঁকানো যায় কেন?—এই সমস্ত জিনিসগুলি সূক্ষ্ম অণুসমষ্টি একত্রিত হইয়া তৈরী হয় এবং ঐ লোহার জিনিসগুলি যত বেশী গরম হইয়া উঠে, অণুগুলি তত তাড়াতাড়ি স্থান পরিবর্তন করে বা নড়াচড়া করিয়া বেড়ায়; কাজেই তখন এক অণুর সঙ্গে অপর অণুর যে শক্ত বাঁধনের সম্পর্ক বা সংশক্তি, তা অনেক পরিমাণে আলাদা হইয়া পড়ে; এই কারণে লোহা আগুনে পোড়াইলে যে-রকম খুশি বাঁকানো-চোরানো যায়।

১২০। ছায়া আর প্রতিবিম্বে তফাৎ কি?—আলোর সামনে কোন জিনিস আসিয়া তাহার পথরোধ করিলে যে জায়গাটুকু অন্ধকার থাকিয়া যায় সেই অংশটুকুকে 'ছায়া' বলে; প্রতিবিম্ব হইতেছে আলোর সাহায্যে কোন পদার্থের অবিকল রূপটির প্রতিফলিত ছবি।

১২১। মরুভূমিতে বৃষ্টি হয় না কেন?—মরুভূমির উপর মেঘ হইতে বৃষ্টি পড়িতে দেখা গিয়াছে। তবে বৃষ্টির জল মাটিতে পৌঁছানোর পূর্বেই মরুভূমির উত্তাপে বৃষ্টির জল বাষ্প হইয়া উড়িয়া যায়।

১২২। চাঁদে যে বাতাস নাই তাহার প্রমাণ কি?—প্যারিসের মিউডেন Observatory-র পরীক্ষায় প্রমাণিত হইয়াছে যে, চন্দ্রলোক হইতে যে ধরণের আলোক প্রতিফলিত হয়, উহা ছাই-চাপা আগুনের আলোকের

অনুরূপ। বাতাস থাকিলে হাওয়ায় ছাই উড়িয়া গিয়া প্রজ্বলিত আগুন দেখা যাইত।

১২৩। ইউক্লিডের জ্যামিতি কবে প্রথম মুদ্রিত হয় ?—১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে।

কয়েকটি বৈজ্ঞানিক যন্ত্র

১। Compass (কম্পাস) কাহাকে বলে ?—দিগ্‌দর্শন যন্ত্রকে। সমুদ্রের নাবিকেরা ইহার সাহায্যে দিক্ নিরূপণ করিয়া থাকে।

২। Lactometer (ল্যাক্‌টোমিটার) কাহাকে বলে ?—যে যন্ত্রের সাহায্যে দুগ্ধের বিশুদ্ধতা নিরূপণ করা যায়।

৩। Loud Speaker (লাউড স্পীকার) কাহাকে বলে ?—যে যন্ত্রের সাহায্যে শব্দ জোরে শুনা যায়। আজকাল সভাসমিতিতে ইহা ব্যবহার করা হয়।

৪। Microscope (মাইক্রোস্কোপ) কাহাকে বলে ?—যে যন্ত্রের সাহায্যে অতিশয় ক্ষুদ্র বস্তুকেও বৃহৎ দেখায়।

৫। Stethoscope (স্টেথোস্কোপ্) কাহাকে বলে ?—যে যন্ত্রের সাহায্যে ডাক্তারেরা হৃদ্‌স্পন্দন পরীক্ষা করিয়া থাকেন।

৬। Telescope (টেলিস্কোপ) কাহাকে বলে ?—যে যন্ত্রের সাহায্যে দূরের জিনিসকে নিকটে দেখা যায়।

৭। X'ray (এক্স-রে) কাহাকে বলে ?—যে যন্ত্রের তীব্র আলোকের সাহায্যে শরীরের অভ্যন্তরস্থ হাড়ের বা যে-কোন কঠিন পদার্থের ছবি তোলা হয়।

৮। Broadcasting (ব্রডকাষ্টিং) বলিতে কি বুঝায় ?—বিনা তারে এক স্থান হইতে অন্য স্থানে সংবাদ প্রেরণের নাম।

৯। Talkie Film (টকি ফিল্ম) কি ?—শব্দ ও গতিবিশিষ্ট চলচ্চিত্র ; ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দে ইহা পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছে।

১০। Telephone (টেলিফোন) কি?—বিদ্যুতের সাহায্যে একস্থান হইতে অপর স্থানে সংবাদ-প্রেরণের প্রক্রিয়াকে টেলিফোন বলে। টেলিফোনের একটি কেন্দ্রীয় অফিস থাকে। তাহাকে টেলিফোনের এক্সচেঞ্জ বলে।

১১। Incubator (ইনকিউবেটার) কি কাজে লাগে?—ইহার দ্বারা কৃত্রিম তাপ প্রয়োগ করিয়া ডিম ফুটাইয়া বাচ্চা বাহির করা হয়।
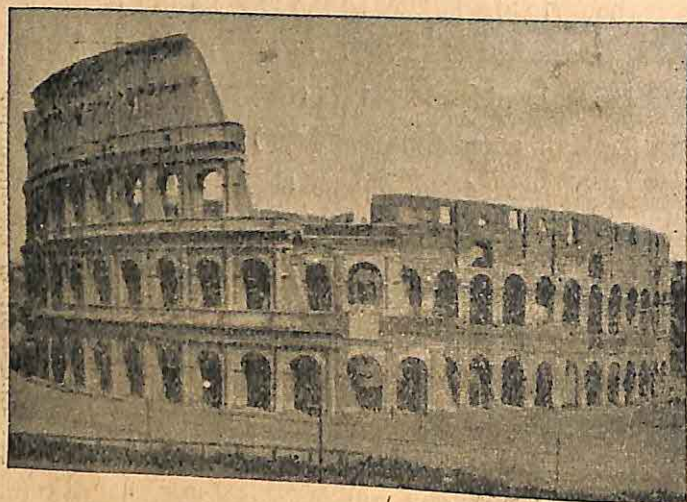
কলোসিয়ম (রোমের সুবৃহৎ রঙ্গভূমি)

১২। Siesmometer (সিস্মোমিটার) কি?—এই যন্ত্রের দ্বারা ভূমিকম্পের উৎপত্তিস্থান ও বেগ নিরূপিত হয়।

১৩। Microphone (মাইক্রোফোন) কাহাকে বলে?—ইহার দ্বারা শব্দ অধিক স্পষ্ট হয় ও বহুদূর হইতে শুনা যায়। আজকাল বিরাট্ জনসভায় মাইক্রোফোনের সাহায্যে বক্তৃতা সকলের শ্রুতিগোচর করান হয়।

১৪। Periscope (পেরিস্কোপ) কি ?—ইহা দ্বারা ডুবো জাহাজের লোকেরা উপরকার দৃশ্য দেখিতে পায়। ডুবো জাহাজের এই অংশ জলের উপর ভাসিয়া থাকে।
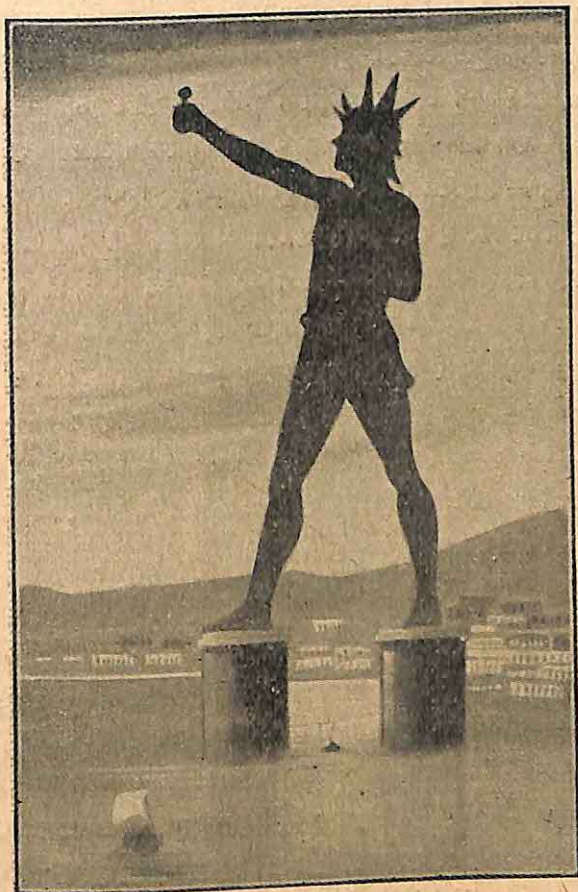
কলোসাস (অতিকায় মূর্তি)

১৫। Refrigerator (রেফ্রিজারেটার) কি ?—এই যন্ত্রের মধ্যে খাদ্যদ্রব্যাদি রাখিলে বরফের মত ঠাণ্ডা থাকে ও সহজে পচে না।

১৬। Stop watch (স্টপ্ ওয়াচ্) কাহাকে বলে?—দৌড় প্রভৃতি প্রতিযোগিতায় সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম সময়-পরিমাপক এবং বিশেষরূপে প্রস্তুত একপ্রকার ঘড়ি। এই ঘড়ি ইচ্ছামত বন্ধ করা বা চালান যায়।

১৭। Incinerator (ইন্সিনারেটার) কি?—আবর্জনা পুড়াইবার যন্ত্র। ইহাতে এই সুবিধা যে, আবর্জনা অতি অল্পসময়ে ভস্মীভূত হইয়া কঠিন পাথরের ন্যায় একপ্রকার দ্রব্যে পরিবর্তিত হয়। এই কঠিন পাথরের ন্যায় দ্রব্য দ্বারা রাস্তা মেরামতের কাজ চলিতে পারে। ইহা ছাড়া এই যন্ত্রের তাপ হইতে বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয়। এই বিদ্যুৎ কাজে লাগান চলে। ইউরোপের বহু সহরে এই যন্ত্র দ্বারা আবর্জনা নষ্ট করিয়া ফেলা হয়। কলিকাতা কর্পোরেশন এইরূপ একটি যন্ত্র ব্যবহার করিতেছেন। মাজেরহাট রেলস্টেশনের অনতিদূরে এই যন্ত্রটি রক্ষিত হইয়াছে।

১৮। Barometer (ব্যারোমিটার) কি?—আবহাওয়ার চাপ ও অবস্থা নির্দেশ করিবার জন্য ব্যারোমিটার ব্যবহার করা হয়।

১৯। Cyclostyle (সাইক্লোস্টাইল) কি?—একসঙ্গে অনেক কাগজ ছাপিবার যন্ত্র। টাইপরাইটিং মেসিনে পাতলা কাগজের উপর লেখা জিনিস একসঙ্গে অনেক ছাপা যায়।

২০। Cyclotrone (সাইক্লোট্রোন) কি?—পরমাণু বিছিন্ন করিবার যন্ত্র।

২১। Spectrometer (স্পেকট্রোমিটার) কি?—কোনো অজ্ঞাত বস্তুকে সনাক্ত করিবার যন্ত্র।

২২। Radar (রাডার) কি?—রেডিও তরঙ্গ দ্বারা জলে-স্থলে-আকাশে যে কোনো বস্তুর অবস্থান নির্ণয় করার যন্ত্র।

২৩। Spuriscope (স্পিউরিস্কোপ) কি?—জাল নোট ধরিবার যন্ত্র।

আবিষ্কার ও আবিষ্কারকদের নাম

১। আণবিক বোমা (এটম বম্)—অটো হ্যান ও মিটনার (আমেরিকা) ১৯৪৫।

২। বেতার যন্ত্র—জি. মার্কনি (ইতালি) ১৮৯৬।

৩। রিভলভার—কোল্ট (আমেরিকা) ১৮৩৫।

৪। বৈদ্যুতিক টেলিগ্রাফ্—স্যামুয়েল মোর্স (আমেরিকা) ১৯৩২।

৫। টেলিফোন—গ্রেহাম বেল (আমেরিকা) ১৮৭৬।

৬। গ্রামোফোন—এডিসন (আমেরিকা) ১৮৭৭।

৭। উড়োজাহাজ—রাইট ভ্রাতৃদ্বয় (আমেরিকা) ১৯০৩।

৮। সেলাইয়ের কল—ইলিয়াস হাউট (আমেরিকা) ১৮৪৬।

৯। ডিনামাইট—আলফ্রেড্ নোবেল (সুইডেন) ১৮৬৭।

১০। ধাতুনির্মিত ছাপার অক্ষর—গুটেনবার্গ (জার্মানি) ১৮৯৫।

১১। লিনোটাইপ—মার্গেনথলার (আমেরিকা) ১৮৮৫।

১২। কলেরার জীবাণু—রোনাল্ড রস্ (ইংলণ্ড) ১৮৮৫।

১৩। ম্যালেরিয়ার বীজাণু—ল্যাডারণ্ (১৮৪০)।

১৪। টাইফয়েড্—এবার্ট গ্যাফক (১৮৮০)।

১৫। থার্মোমিটার—ফার্নহিট্ (ফ্রান্স) ১৭২১।

১৬। টীকা—এডওয়ার্ড জেনার (ইংলণ্ড) ১৭৯৬।

১৭। ফাউণ্টেন পেন—ওয়াটারম্যান (আমেরিকা) ১৮৮৪।

১৮। ফটোগ্রাফি—ড্যাপার এবং নিপ্‌জ (ফ্রান্স) ১৮২২।

১৯। রেডিয়াম—পিয়েরে ক্যুরি ও মাদাম ক্যুরি (ফ্রান্স ও পোল্যাণ্ড) ১৮৯৮।

২০। ডাইনামো—ফ্যারাডে (ইংলণ্ড) ১৮৩১।

২১। একঘণ্টা বাজান যায় এইরূপ গ্রামোফোন রেকর্ড—ফ্রাঙ্ক এল. ডয়ার।

২২। ইক্‌মিক্ কুকার—ডাঃ ইন্দুমাধব মল্লিক।

২৩। আপেক্ষিক তত্ত্ব—জার্মান বৈজ্ঞানিক আইনস্টাইন্।

২৪। দশমিক গণনা—প্রণালী ভারতবর্ষে আবিষ্কৃত হয়।

২৫। রেলের ইঞ্জিন—জেমস্ ওয়াট্ (স্কট্‌ল্যাণ্ড) ১৭৬৫।

২৬। ফটো ফিল্ম—ইস্টম্যান (আমেরিকা)।

২৭। মশক ম্যালেরিয়ার বীজাণু বহন করে এ তথ্য কে আবিষ্কার করেন?—রোনাল্ড রস্ (ইংলণ্ড)।

২৮। মাধ্যাকর্ষণ—স্যার আইজ্যাক নিউটন (ইংলণ্ড) ১৬৮৭।

২৯। বৈদ্যুতিক চুল্লি—সিমেনস্ (জার্মানি) ১৮৬১।

৩০। সামরিক ট্যাঙ্ক—সুইন্‌টন (বেলজিয়াম) ১৯১৪।

৩১। মেসিন গান—গ্যাটলিং (১৮৬১) এবং লিউস্ (১৯১২)।

৩২। সবাক চিত্র—এডিসন (আমেরিকা) ১৮৭৭।

৩৩। হাইড্রোজেন বোমা—হান্‌স্ থিরিং (অস্ট্রিয়া) ১৯৪৬।

৩৪। টাইপ রাইটার—সোলস্ (আমেরিকা) ১৮৬৮।

৩৫। সেফ্‌টি রেজর কে আবিষ্কার করেন?—কিং গিলেট (আমেরিকা) ১৯০৪।

৩৬। দিয়াশলাই কে আবিষ্কার করেন?—জন ওয়াকার (ইংলণ্ড) ১৮২৭।

৩৭। সূতা বুনিবার কল কাহাদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়?—আর্করাইট, হারগ্রীভস্ ও ক্রম্‌প্‌টন (ইংলণ্ড)।

৩৮। প্রাচীনকালে ও আধুনিক যুগে কে কে প্রথম সর্টহাণ্ড লিখন-পদ্ধতি আবিষ্কার করেন?—প্রাচীনকালে মার্কস্ টুনিয়াস টাইরো (৬৩ খ্রীঃ পূঃ); আধুনিক যুগে টিমলি ব্রাইট্ (১৫৪৪)।

৩৯। সূর্যের আলোকে যে সাতটি বর্ণ আছে, এই তথ্য প্রথম কে আবিষ্কার করেন?—স্যার আইজাক্ নিউটন।

৪০। ক্লোরোফর্ম কবে আবিষ্কৃত হয়?—১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দে। ইহা সর্বপ্রথম J. V. Liebig এবং E. Soubeiran পৃথক্‌ভাবে গবেষণা করিয়া আবিষ্কার করেন। ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দে এডিনবরাতে Sir James Young Simpoon সর্বপ্রথম ইহার ব্যবহার করেন।

৪১। বেহালা কবে কোথায় প্রথমে আবিষ্কৃত হয়?—ষোড়শ শতাব্দীর শেষ ভাগে ইতালিতে।

৪২। 'টেলিভিশন' যন্ত্র?—১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দে ইংলণ্ডে জে. এল. বেয়ার্ড ও আমেরিকায় সি. এফ. জেঙ্কিন্স।

৪৩। ফনোগ্রাফ ও ইলেকট্রিক বাল্‌ব—টমাস আলভা এডিসন (আমেরিকা) ১৮৭৭ ও ১৮৭৯।

৪৪। বাষ্পচালিত ছাপার কল—কুনিগ (জার্মানি) ১৮১০।

৪৫। ক্রেস্কোগ্রাফ, শোষণগ্রাফ, কুঞ্চনমান যন্ত্র } জগদীশচন্দ্র বসু (ভারতবর্ষ)।

৪৬। দূরবীক্ষণ যন্ত্র (টেলিস্কোপ)—গ্যালিলিও (ইতালি) ১৬১২।

৪৭। ব্যারোমিটার—টরিসেলি (ইতালি) ১৬৪৩।

৪৮। পিয়ানো—ক্রিস্টোফরি (ইতালি) ১৭০৯।

৪৯। চশমা—স্পিনা (ইতালি) ১৮১৬।

৫০। ট্রামগাড়ী—ট্রেন (আমেরিকা) ১৮৩২।

৫১। রাডার (Radar)—ইহার আবিষ্কারক একজন নহেন। ইহা ১৯৩৫ সালে বৃটেনের ন্যাশনাল ফিজিক্যাল ল্যাবরেটরীর রেডিও বিভাগের গবেষকগণ এবং পরে ১৯৩৮ সালে রাজকীয় বিমান বাহিনীর বৈজ্ঞানিকগণ ইহা আবিষ্কার করেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে এই রাডার সাফল্যের সহিত জার্মানির রকেট বোমা ও ইউ-বোটের আক্রমণ প্রতিহত করিয়াছিল।

৫২। অণুবীক্ষণ যন্ত্র (মাইক্রোস্কোপ)—লিউবেনহোক (হল্যাণ্ড) ১৬৭৫।

৫৩। ফনোগ্রাফ—এডিসন (আমেরিকা) ১৮৭৬।

৫৪। সেফটিপিন—ডব্লিউ. হাণ্ট (আমেরিকা) ১৮৯৪।

৫৫। বেলুন—মনগোলফিয়ের (ফ্রান্স) ১৭৮৩।

৫৬। কে অন্ধদের পড়িবার উপায় আবিষ্কার করেন?—ফরাসী দেশের লুই ব্রেইল।

৫৭। কৃত্রিম রেশম কে উদ্ভাবন করেন?—১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দে Count Hilaire de Chardonnet তুঁতগাছ ও তাহার পাতা হইতে রাসায়নিক প্রক্রিয়া দ্বারা রেশম প্রস্তুত করেন।

৫৮। ডিম ফুটাইয়া শাবক বাহির করিবার কল কবে বাহির হয়?—প্রাচীনকালে মিশরে ডিম ফুটাইবার কল ছিল। আধুনিক যন্ত্রটি উদ্ভাবিত হইয়াছে ১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দে।

৫৯। প্রস্তরাদির দ্বারা কে প্রথম রাস্তা পাকা করিয়া প্রস্তুত করেন?—জন ম্যাক এডাম (John Mac Adam) ১৮১৯।

৬০। আঠাযুক্ত ডাক টিকিটের উদ্ভাবন করেন কে?—Dundeeর জেম্‌স্ চেম্বার্স (James Chambers) ১৮৩৪।

৬১। দোলক আবিষ্কার করেন কে?—গ্যালিলিও।

৬২। আধুনিক Short-hand অক্ষরের জন্ম হয় ইংলণ্ডে ১৩শ শতাব্দীতে—তবে ১৮৩৭ খ্রীষ্টাব্দে আইজাক পিটম্যান নামক একজন ইংরেজ ভদ্রলোক শব্দের উচ্চারণভঙ্গী ও ধ্বনিকে ভিত্তি করিয়া কতকগুলি চিহ্নের প্রবর্তন করিয়া Short-hand-এর ব্যবহারকে কাজে লাগান।

৬৩। Waterproof-এর পন্থা কে আবিষ্কার করেন?—১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে James Syme নামে এক চিকিৎসা-শাস্ত্রের ছাত্র Waterproof-এর পন্থা আবিষ্কার করেন। তখন তাঁহার বয়স মোটে উনিশ বৎসর। তিনিই প্রথম পরীক্ষা করিয়া দেখেন, আলকাতরা-নিঃসৃত Neptha নামক রাসায়নিক পদার্থটি শুক্‌নো রবার জাতীয় পদার্থকে গলাইতে পারে। এই গলান পদার্থের পর্দা দুপুরু কাপড়ের মধ্যে রাখিয়া চাপ দিলে যে কাপড়টি তৈরী হয়, তাহা হইতে জল গলে না।

৬৪। বেতার চিত্র কে প্রস্তুত করেন?—১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে জার্মানির বৈজ্ঞানিক Korn ইহা প্রস্তুত করেন।

৬৫। ভিটামিন বস্তুটির নামকরণ করেন পোল্যাণ্ডের রাসায়নিক ক্যাসিমি ফাঙ্ক। Vitamin শব্দটি প্রথমে Vitamine বলিয়া পরিচিত হয়।

Vita শব্দের অর্থ জীবন amine হইতেছে একরকমের রাসায়নিক পদার্থ যেটি ফাঙ্ক তাঁহার আবিষ্কৃত পদার্থটিতে বিদ্যমান আছে বলিয়া ঘোষণা করেন। কিন্তু লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের Professor Drummond প্রমাণ করেন যে, ফাঙ্কের আবিষ্কৃত পদার্থে amine বলিয়া কোনো পদার্থ নাই। তাই তখন amine শব্দটি হইতে 'e' অক্ষরটি বাদ দিয়া Vitamin নাম রাখা হয়।

৬৬। জলাতঙ্ক রোগের ঔষধ আবিষ্কার করেন কে?—লুই পাস্তর (ফ্রান্স) ১৮৮৫।

৬৭। রেডিও আবিষ্কার করেন ডাঃ জি. মার্কনি (ইতালি) ১৮৯৬।

৬৮। থার্মোফ্লাস্ক আবিষ্কার করেন স্যার জেমস্ ডিউয়ার।

৬৯। স্ট্রেপ্টোমাইসিন (Streptomycin) নামক বিখ্যাত ঔষধ কে আবিষ্কার করেন?—১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দে ডাঃ সেলম্যান এ. ওয়াকসম্যান। এই আবিষ্কারের জন্য তিনি ১৯৫২ সালে ভেষজ-বিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন।

৭০। আধুনিক ছাপাখানা—জন গুটেনবার্গ (জার্মানি) ১৪৫৪।

৭১। হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া ও রক্তের সঞ্চালন—উইলিয়াম হার্ভে (ইংলণ্ড) ১৬৮২।

৭২। লিডেনজার কন্‌ডেন্সার—ফন্‌ক্লাইস্ট ১৭৪৫।

৭৩। হাইড্রোজেন—হেনরী ক্যাভেণ্ডিস্ (ইংলণ্ড) ১৭৬৬।

৭৪। অক্সিজেন—জোসেপ প্রিস্টলি (ইংলণ্ড) ১৭৭৪।

৭৫। চলমান বিদ্যুৎ ও সেল (Cell)—কাউন্ট এলেসাণ্ড্রো ভোল্টা (ইতালি) ১৮০০।

৭৬। স্টীম বোট—রবার্ট ফুলটন (আমেরিকা) ১৮০৭।

৭৭। কয়লাখনির আলো (ডেভিস সেফটি ল্যাম্প) হামফ্রে ডেভি (ইংলণ্ড) ১৮১৫।

৭৯। স্টীম লোকোমটিভ (বাষ্পীয় শকট)—জর্জ স্টিফেনসন্ (ইংলণ্ড) ১৮২৯।

৮০। ইলেক্ট্রো ম্যাগনেটিক ইনডাক্‌শন্ (ডাইনামো)—মাইকেল ফ্যারাডে (ইংলণ্ড) ১৮৩১।

৮১। ইথার—লং (আমেরিকা) ১৮৪২।

৮২। লিফট্—ওটিস (আমেরিকা) ১৮৫২।

৮৩। ইস্পাত—হেনরী বেসেমার (ইংলণ্ড) ১৮৫৬।

৮৪। বিবর্তনবাদ (Evolution)—চার্লস ডারুইন (ইংলণ্ড) ১৮৫৯।

৮৫। টিটেনাস বীজাণু—নিকোলেয়ার (ফরাসী) ১৮৮০।

৮৬। বোস-আইনস্টাইন তত্ত্ব—সত্যেন্দ্রনাথ বসু (ভারতবর্ষ)।

৮৭। কালাজ্বরের ঔষধ 'ইউরিয়া স্টিবেমিন'—ডাঃ ইউ. এন. ব্রহ্মচারী (ভারতবর্ষ)।

৮৮। ক্যামেরা—ইস্টম্যান কোডাক (আমেরিকা) ১৮৮৮।

৮৯। ডিজেল ইঞ্জিন—রুডলফ্ ডিজেল (জার্মানি) ১৮৯৩।

৯০। ইলেকট্রন—জে. জে. টমসন (ইংলণ্ড) ১৮৯৭।

৯১। সাবমেরিন—হল্যাণ্ড (আমেরিকা) ১৯০০।

৯২। সালফা ড্রাগস্—জেরার্ড ডোম্যাক (জার্মানি) ১৯৩২।

৯৩। পেনিসিলিন—এ. ফ্লেমিং ও হাওয়ার্ড ফ্লেরি (ইংলণ্ড) ১৯২৮।

৯৪। ডি-ডি-টি—পল মূলার (সুইজারল্যাণ্ড) ১৯৪১।

৯৫। সাইকেল—ম্যাক্‌মিলান (স্কটল্যাণ্ড)।

৯৬। মোটরগাড়ি গাটলির ডেইমলার (জার্মানি) ১৮৮৪।

৯৭। চলচ্চিত্র—আদি আবিষ্কারক শরীরতত্ত্ববিদ্ প্লেটো ও মারে (১৮৭০)। পরবর্তী আবিষ্কারক ইভানস্ ও ফ্রীজ গ্রীন্ (১৮৮৯)।

৯৮। বেতার-বার্তা (ওয়্যারলেস)—ম্যাক্‌স্‌ওয়েল, হেণ্ডস, জগদীশচন্দ্র বসু, ও ইতালির মার্কনি। পরে মার্কনি ১৮৯৬ সালে বেতারে সংবাদ আদান-প্রদানের উপায় আবিষ্কারে কৃতকার্য হন।

৯৯। উড়ন্ত বোমা (এ্যাটম রকেট)—ডাঃ চার্লস কেটারিং (আমেরিকা) ১৯২৪। এই বোমা আকাশে ২,৫০০ ফুট উপর দিয়া চলিতে পারে। গতিবেগ ঘণ্টায় ৩০০ হইতে ৪০০ মাইল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় জার্মানরাই ইহা প্রথম ব্যবহার করে।

১০০। এস্‌পেরাণ্টো—সর্বজাতির ও সর্বদেশের ব্যবহারের উপযোগী ভাষা। পোল্যাণ্ডের ডাক্তার জামেনহক্ ইহার উদ্ভাবক।

১০১। টেরামাইসিন—চক্ষুরোগের নূতন ঔষধ। আমেরিকার জেফারসন মেডিক্যাল কলেজের চক্ষুচিকিৎসক ডাঃ এ. ই. টাউন কর্তৃক আবিষ্কৃত।

১০২। জনসংখ্যা সম্পর্কে প্রথম গবেষণা করেন কে ?—অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষে বৃটিশ অর্থনীতিবিদ্ রবার্ট ম্যালথাস।

১০৩। স্পেকৃট্রোস্কোপ—জোসেফ্ ফ্রনহ ফার।

১০৪। প্রতিফলন নিয়ম—১৬২১ খ্রীষ্টাব্দে Wille brord Snell এই নিয়ম আবিষ্কার করেন।

তিন যুগের সপ্তাশ্চর্য

বর্তমান যুগ

(১)

১। ওয়ারলেস টেলিগ্রাফ (বেতার বার্তাবাহক যন্ত্র) এবং টেলিফোন (দূরকথন যন্ত্র)
২। অটোমোবাইলস্ এবং লোকোমোটিভস্।
৩। বিমানপোত এবং ডুবোজাহাজ।
৪। এক্স-রে।
৫। টেলিভিশন।
৬। চলচ্চিত্র এবং সবাকচিত্র।
৭। সংবাদপত্র মুদ্রণের জন্য বৈদ্যুতিক রোটারী যন্ত্র।

(২)

১। নিউ ইয়র্কের এম্পায়ার স্টেট্ বিল্ডিং।
২। পানামা খাল

৩। টেম্‌স্ নদীর সুড়ঙ্গ এবং লণ্ডনের টিউব রেলপথ।
৪। সানফ্রানসিস্কোর গোল্ডেন গ্রেট সেতু। ৫। মিশরের আস্থয়ান বাঁধ।
৬। ওয়াশিংটন স্মৃতি। ৭। সিন্ধু নদের লয়েড বাঁধ।

মধ্যযুগ

১। আগ্রার তাজমহল। ২। আলেকজান্দ্রিয়ার ভূগর্ভস্থ সমাধিক্ষেত্র।
৩। চীনের প্রাচীর। ৪। সেণ্ট পীটার্স গীর্জা।
৫। পিসার হেলান চূড়া। ৬। নানকিংয়ের চীনামাটির বরুজ।
৭। কনস্টান্টিনোপলের সোফিয়ার মস্‌জিদ।

আদিম যুগ

১। মিশরের পিরামিড। ২। রোমের রঙ্গভূমি।
৩। রোড্‌স বন্দরের কলোসাস্। ৪। অলিম্পিয়ার প্রস্তরমূর্ত্তি।
৫। ডায়েনার মন্দির। ৬। ব্যাবিলনের শূন্যোদ্যান।
৭। আলেকজান্দ্রিয়ার আলোকস্তম্ভ।

খেলাধূলার কথা

খেলাধূলার এদিক্‌-ওদিক্‌

১। পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ পালোয়ান কে ?—গামা।

২। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মুষ্টিযোদ্ধা কে ?—রকি মার্সিয়েনো।

৩। পৃথিবীর মধ্যে বর্তমানে শ্রেষ্ঠ দাবা-খেলোয়াড় কে ?—রাশিয়ার এম. বট্‌উইন্নিক।

৪। পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ টেনিস খেলোয়াড় কে ?—ডি. বাজ।

৫। পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ সাইক্লিস্ট কে ?—আনে স্টাইন।

৬। কোন্ বাঙালী সন্তরণে পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছেন ? —রবিন চ্যাটার্জি। ইনি অবিরাম ৭৩ ঘণ্টা ৩০ মিনিট কাল সন্তরণ করিয়াছিলেন।

৭। উড়োজাহাজের প্রথম চালক কে ?—স্যণ্টাস ডুমট।

৮। বিশ্ববিখ্যাত ক্রিকেট খেলোয়াড় কে ছিলেন ?—রণজিৎ সিং। ইহার স্মৃতিরক্ষার্থে পাতিয়ালার মহারাজা রঞ্জি কাপ প্রদান করিয়াছেন।

৯। হাই জাম্পে পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ কে ?—এইচ. এস. অসবর্ন।

১০। পৃথিবীতে কে সর্বাপেক্ষা দ্রুতগতিতে উড়োজাহাজ চালাইয়াছিলেন ? —পি. ওয়েণ্ডেল। ইনি ঘণ্টায় ৪৬৯ মাইল বেগে উড়োজাহাজ চালাইয়া রেকর্ড স্থাপন করিয়াছেন।

১১। পৃথিবীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা দ্রুত মোটর-চালক কে ?—ইংলণ্ডের ম্যালকম ক্যাম্পবেল ঘণ্টায় ২৭৬ মাইল বেগে মোটর চালান। কিছুদিন পূর্বে মোটর দুর্ঘটনায় তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন। ইংলণ্ডের জন কব (John Cobb) ঘণ্টায় ৩৬৮ মাইল বেগে মোটর চালাইয়া নূতন রেকর্ড স্থাপন করিয়াছেন।

১২। পৃথিবীর মধ্যে দীর্ঘতম সন্তরণ-প্রতিযোগিতায় কে প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছেন?—১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দে যে সন্তরণ-প্রতিযোগিতা হয় তাহাতে সেথ কুবুথের ৩০ মাইল পথ অতিক্রম করিতে মাত্র ৪ ঘণ্টা ৫৫ মিনিট ৫ সেকেণ্ড সময় লাগিয়াছিল।

১৩। কে সর্বপ্রথম উড়োজাহাজে করিয়া আটলাণ্টিক মহাসাগর পার হন?—আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের নৌ-বিভাগের কমাণ্ডার এ. সী. রীড্ এবং তাঁহার তিনজন সঙ্গী; ইহারা ১৯১৯ সালের ১৫ই মে নিউফাউণ্ডল্যাণ্ড হইতে রওনা হইয়া ২০শে মে পর্তুগালের রাজধানী লিসবনে পৌছিয়াছিলেন। Captain John Alcock এবং Lieutenant Whitten Brown ১৯১৯ সালে ১৪ই এবং ১৫ই জুন তারিখে কোথাও না নামিয়া প্রায় ষোল ঘণ্টায় আটলাণ্টিক মহাসাগর অতিক্রম করেন। এই কার্যের জন্য উভয়েই নাইট উপাধিতে ভূষিত হন।

১৪। পৃথিবীর মধ্যে কে সর্বোচ্চ স্থান হইতে প্যারাসুটের সাহায্যে অবতরণ করেন?—বিনি মিকেন্সাণ্ডে ১৯৩২ সালে ২৫,৫৯০ ফুট ঊর্ধ্ব হইতে অবতরণ করেন।

১৫। ডেভিস্ কাপ (Davis Cup) কি?—টেনিস খেলার সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতিযোগিতার পুরস্কার। আমেরিকার খ্যাতনামা টেনিস খেলোয়াড় ড্যুইট্ ফিল্‌লে ডেভিস্ নিজ নামে এই কাপটি উপহার দেন। ১৯৫০ সালে ডেভিস্ কাপের খেলা প্রথম আরম্ভ হয়।

১৬। ভারতের প্রধান ফুটবল প্রতিযোগিতাগুলির নাম কি?—কলিকাতার আই. এফ. এ. শীল্ড, বোম্বাইয়ের রোভার্স কাপ, সিমলার ডুরাণ্ড কাপ এবং দ্বারভাঙ্গার দ্বারভাঙ্গা শীল্ড।

১৭। M. C. C.র পুরো নাম কি?—Maryleybone Cricket Club.

১৮। Ashes মানে কি?—ইংলণ্ড ও অস্ট্রেলিয়ার ক্রিকেট খেলায় জয়লাভের পুরস্কার। ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দের ২রা সেপ্টেম্বর ইংলণ্ড ও অস্ট্রেলিয়ার মধ্যে যে ক্রিকেট খেলা হয়, তাহাতে ইংলণ্ড দুই উইকেটে পরাজিত

হয়। 'The Sporting Times' পত্রিকায় খেলার সংবাদের সঙ্গে কাল বর্ডার দিয়া এই সংবাদটি ছাপা হইয়াছিল "In affectionate remembrance of English cricket which died at the Oval on the 20th of August, 1882. The body will be cremated and the ashes taken to Australia." ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে ইংলণ্ডের ক্রিকেট দল অস্ট্রেলিয়াতে খেলিতে গেলে মেলবোর্ণের একদল অস্ট্রেলিয়ান মহিলা ছাই-ভর্তি একটি পাত্র এবং একটি কবিতা লইয়া ইংলণ্ডের ক্যাপ্টেনকে উপহার দিয়া অভ্যর্থনা করেন। সেই হইতে Ashes কথাটির উৎপত্তি। যে বৎসরে যে দল বেশী সংখ্যক টেস্ট খেলায় জয়ী হয় তাহাদের সেই বৎসরের জন্য বলা হয় "The Ashes"-বিজয়ী।

১৯। স্পেনের জাতীয় খেলা কি ?—Bull fighting. (ষাঁড়ের সঙ্গে তলোয়ার লইয়া লড়াই)।

২০। Olympic Games কি ?—পৃথিবীর সকল জাতির খেলোয়াড়দের মধ্যে খেলাধূলার বিরাট্ প্রতিযোগিতা। প্রাচীনকালে গ্রীকরা Olympic পাহাড়কে দেবতাদের আবাসভূমি বলিয়া মনে করিত। ইহা হইতেই খেলার নাম হইল Olympic Games; প্রতি চার বৎসর অন্তর বিভিন্ন দেশে এই খেলার অনুষ্ঠান হয়।

২১। Test Matchএ ইংলণ্ডের পক্ষে কোন্ কোন্ ভারতবাসী ক্রিকেট খেলিয়াছিলেন ?—রণজিৎ সিংজী, দিলীপ সিংজী, পাতৌদির নবাব।

২২। Olympic Games-এর কোন্ খেলায় ভারতবাসী প্রথম স্থান অধিকার করিযাছে ?—হকি খেলায় (ধ্যানচাঁদ)।

২৩। বাঙালীর মধ্যে বিলিয়ার্ড খেলার কে নাম করিয়াছেন ?—প্রভূাষ দেব। তিনি ১৯৩৫, ১৯৩৬, ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দে ভারতবর্ষে বিলিয়ার্ড খেলায় বিজয়ী হইয়াছেন।

২৪। আমেরিকার জাতীয় খেলার নাম কি ?—Baseball.

২৫। I. F. A. কথাটির সম্পূর্ণ নাম কি ও কোন্ বৎসর হইতে এই খেলা আরম্ভ হয় ?—Indian Football Association. ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দ হইতে এই খেলা আরম্ভ হয়।

২৬। ভারতের মধ্যে ভারত্তোলন-প্রতিযোগিতায় শ্রেষ্ঠ স্থান কে অধিকার করিয়াছেন ?—পঞ্জাবের মহম্মদ নাকি (Md. Naqi)। ইনি ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দে সর্বসমেত ৭২৭½ পাউণ্ড তুলিয়াছিলেন। অদ্যাপি অন্য কেহ এর বেশী ভার উত্তোলন করিতে পারে নাই।

২৭। মোহনবাগান ক্লাবের এইরূপ নাম হইল কেন ?—শ্যামবাজার অঞ্চলে মোহনবাগান নামক জায়গায় ইহা প্রথম স্থাপিত হয় বলিয়া ইহার নাম এইরূপ হইয়াছে।

২৮। লণ্ডন-মেলবোর্ণ বিমানপোত প্রতিযোগিতায় C. W. A. Scott এবং T. Campbell দুই দিন তেইশ ঘণ্টা আঠার সেকেণ্ডে সমস্ত পথ অতিক্রম করিয়া ১০,০০০ পাউণ্ডের প্রথম পুরস্কার লাভ করিয়াছেন।

২৯। বর্তমান যুগে কোথায় কোথায় অলিম্পিক খেলা হইয়াছে ?—

১৮৯৬....এথেন্স।
১৯০০....প্যারিস।
১৯০৪....সেণ্ট লউস।
১৯০৬....এথেন্স।
১৯০৮....লণ্ডন।
১৯১০....অ্যাণ্টওয়ার্প।
১৯১২....স্টকহলম্।
১৯২৪....প্যারিস।
১৯২৮....আমস্টারডাম।
১৯৩২....লস্ অ্যাঞ্জেলস্।
১৯৩৬...বার্লিন।
১৯৪০....৪৭ (দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের জন্য বন্ধ ছিল)।
১৯৪৮....লণ্ডন।
১৯৫২...হেলেসিঙ্কি।

৩০। সাঁতারে কে রেকর্ড স্থাপন করিয়াছেন ?—হাতকড়ি লাগান অবস্থায় প্রফুল্ল ঘোষ জলে ৭১ ঘণ্টা ১৩ মিনিট সাঁতরাইয়া পৃথিবীতে নূতন রেকর্ড স্থাপন করিয়াছেন।

৩১। কোন্ কোন্ ভারতীয় টীম্ সর্বপ্রথম I. F. A. Shield লাভ করে?—মোহনবাগান টীম ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে I. F. A. শীল্ড লাভ করে। ইহার পর ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দে মহামেডান স্পোর্টিং এবং ১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দে Aryans দল এবং ১৯৪৩ খ্রীষ্টাব্দে ইস্ট বেঙ্গল ক্লাব ১৯৪৪ খ্রীষ্টাব্দে B. & A. Rly. টীম, ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দে ইস্ট বেঙ্গল, ১৯৪৭ ও ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দে মোহনবাগান এবং ১৯৪৯, ১৯৫০ ও ১৯৫১ খ্রীষ্টাব্দে ইস্ট বেঙ্গল এবং ১৯৫৩ ও ১৯৫৪ খ্রীষ্টাব্দে যথাক্রমে বোম্বাইয়ের কাল্চার লীগ ও মোহন-বাগান টীম I. F. A. Shield লাভ করিয়াছে।

৩২। কোন্ ভারতীয় টীম্ সর্বপ্রথম Calcutta Football League Champion হয়?—মহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দে League খেলায় প্রথম Champion হয়। লীগ খেলা আরম্ভ হয় ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে।

৩৩। ভারতবর্ষে প্রথম ফুটবল খেলার প্রচলন কবে হয়?—১৮০২ খ্রীষ্টাব্দে বোম্বাইয়ে অনুষ্ঠিত মিলিটারী বনাম বোম্বাই আইল্যাণ্ডের খেলাটি ভারতবাসীর প্রথম ফুটবল খেলা বলিয়া পরিচিত। ভারতবর্ষের মধ্যে ফুটবল খেলা প্রথম বিশেষ জনপ্রিয় হইয়া উঠে এলাহাবাদে (১৮৫০)। ১৮০২ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতায় ফুটবল খেলার সূচনা। ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে বাঙালী সমাজে ফুটবল খেলার সমাদর হয়। ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতায় আই. এফ. এ. ফুটবল প্রতিষ্ঠানের জন্ম।

৩৪। ডার্বির (Derby) ঘোড়দৌড় কোথায় হয়?—ইংলণ্ডে সারে (Surrey) কাউন্টির অন্তর্গত এপ্সম্ (Epsom) নামক স্থানে। ইহার প্রতিষ্ঠাতা লর্ড ডার্বির নামানুসারে ইহার নামকরণ হইয়াছ।

৩৫। ফুটবল, হকি টেনিস ও ব্যাডমিণ্টন খেলার জন্য কত বড় মাঠের প্রয়োজন?—যথাক্রমে ১০০ হইতে ২০০ গজ × ৬০ হইতে ৮০ গজ; ১০০ × ৬০ গজ; ৭৮ × ৩৬ ফুট; ৪৪ × ৩০ ফুট।

৩৬। ক্রিকেট খেলায় কি ব্যবধানে উইকেট পুঁতিতে হয়। ২২ গজ ব্যবধানে উইকেটগুলি পুঁতিতে হয়। প্রত্যেক দিকে stumps তিনটি

এমনভাবে পুঁতিতে হয় যেন তিনটিতে মিলিয়া প্রস্থে ৮½ হইতে ৯ ইঞ্চি হয়। ইংলণ্ডের ক্লাপহামের সাধারণ মাঠে ১৭০০ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম ক্রিকেট খেলা হয়।

৩৭। মারাথন রেসের দৌড়ের পাল্লা কত এবং ইহার উৎপত্তির ইতিহাস কি?—২৬ মাইল ৩৮৫ গজ। খ্রীষ্টপূর্ব ৪০০ অব্দে Pheidippides নামে এক গ্রীক যোদ্ধা ২৪ মাইল দৌড়াইয়া মারাথন হইতে এথেন্সে যুদ্ধবিজয়ের সংবাদ লইয়া যান ও তৎপরে মারা যান। মারাথন রেস্ এই ঘটনার স্মারক প্রতিযোগিতা।

৩৮। ইউরোপীয় কুস্তি-প্রণালীর নাম কি?—Catch-as-catch-can wrestling.

৩৯। দাবা খেলার জন্ম কোথায়?—ভারতবর্ষে। সেযুগে ইহার নাম ছিল চতুরঙ্গ। ভারতবর্ষ হইতে এই খেলার যথাক্রমে আরব ও ইরানে প্রচলন হয়। পরে শিখগণ ইহার নাম রাখে 'সাতরঞ্জ'। তাসখেলা কবে কে প্রবর্তন করে?—অষ্টাদশ শতাব্দীতে ওলন্দাজরা পাশ্চাত্ত্য পদ্ধতিতে তাসখেলার প্রবর্তন করে। তবে বর্তমানে জানিতে পারা গিয়াছে যে, অতি প্রাচীনকালে ভারতবর্ষে তাসখেলার প্রচলন ছিল।

৪০। ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দে Graf-Zeppelinএ করিয়া Germany হইতে Tokyo (৭,৫০০ মাইল) 15th-19th August-এর মধ্যে অতিক্রম করা হইয়াছিল।

৪১। ইংলণ্ড ও ভারতের সহিত টেস্ট ম্যাচ-এ এ পর্যন্ত শতাধিক রাণ কে কে করিয়াছেন ও টেস্ট ম্যাচগুলির ফলাফল কি?—অমরনাথ, বিজয় মার্চেণ্ট, মুস্তাক্ আলি ৭টি টেস্ট খেলার মধ্যে চারিটিতে ইংলণ্ড জয়লাভ করিয়াছে এবং তিনটি অমীমাংসিতভাবে শেষ হইয়াছে।

৪২। ভারতীয় হকিদল কোথায় ও কোন্ কোন্ বৎসর অলিম্পিক বিজয়ী

হয় ?—১৯২৮ (আমস্টারডাম); ১৯৩২ (লস এ্যাঞ্জেলস); ১৯৩৬ (বার্লিন); ১৯৪৮ (লণ্ডন); এবং ১৯৫২ হেলসিঙ্কি; মোট পাঁচবার।

৪৩। আন্তর্জাতিক টেনিস্ খেলায় ডেভিস্ কাপ্ কোন্ কোন্ দেশ কয়বার পাইয়াছে ? ইহার প্রবর্তক কে ?—ডেভিস্ কাপ্ প্রতিযোগিতার প্রবর্তক আমেরিকার খ্যাতনামা টেনিস খেলোয়াড় ডুইট ফিল্‌লে ডেভিস নিজনামে এই কাপটি উপহার দেন। ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে ডেভিস্ কাপের খেলা প্রথম আরম্ভ হয়। বর্তমানে গড়পড়তায় ২৫টি দেশের কেবল পুরুষ খেলোয়াড়গণ এই আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় যোগদান করেন। যুদ্ধের জন্য ১৯১৬—১৯১৮ এবং ১৯৪০—১৯৪৫ পর্যন্ত খেলা বন্ধ ছিল। ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দে ডেভিস্ কাপের চ্যালেঞ্জ রাউণ্ডে অস্ট্রেলিয়া ৩-২ গেমে আমেরিকাকে হারাইয়া ডেভিস্ কাপ্ পায়। যুদ্ধের পরবর্তীকালের ডেভিস্ কাপ্ চ্যালেঞ্জ রাউণ্ডের ফলাফল :

বৎসর	বিজয়ী		বিজিত	
১৯৪৬	আমেরিকা	৫	অস্ট্রেলিয়া	০
১৯৪৭	"	৪	"	১
১৯৪৮	"	৫	"	০
১৯৪৯	"	৫	"	১
১৯৫০	অস্ট্রেলিয়া	৪	আমেরিকা	১
১৯৫১	"	৩	"	২

সর্বাপেক্ষা বেশীবার বিজয়ী : ১৬ বার আমেরিকা।

৪৪। প্রথম বিমানরথ চালান কে ?—১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে যুক্তরাষ্ট্রের রাইট ভ্রাতৃদ্বয় আকাশ-পথে ১১ মাইল ২১০ গজ উড়িয়াছিলেন।

৪৫। আকাশে সর্বোচ্চে এ পর্যন্ত কে উঠিয়াছিলেন ?—১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দে যুক্তরাষ্ট্রের এস. ডাকোটা বিমানপোতে করিয়া ৭৪,০০০ ফুট উচ্চে উঠেন।

৪৬। ক্রিকেট বল, গল্‌ফ বল, এবং লন টেনিস বলের regulation weight

কত ?—ক্রিকেট বলের ওজন ৫$\frac{1}{2}$ হইতে ৫$\frac{3}{4}$ আউন্সের মধ্যে ; গল্ফ বলের ওজন ১৬২ আউন্সের বেশী হইলে চলিবে না। লন টেনিস বলের ওজন দুই আউন্সের কম এবং ২$\frac{1}{16}$ আউন্সের বেশী হইলে চলিবে না।

৪৭। অক্সফোর্ড এবং কেম্ব্রিজের নৌকা-প্রতিযোগিতার পথের দৈর্ঘ্য কত ?—প্রায় ৪$\frac{1}{4}$ মাইল। ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দে কেম্ব্রিজ দল ১৮ মিনিট ৩ সেকেণ্ডে এই পথ অতিক্রম করিয়া রেকর্ড স্থাপন করিয়াছেন।

৪৮। L. B. W. কি ?—Leg before wicket.

৪৯। Oxford Blue বলিতে কি বুঝায় ?—কালোর উপর ঈষৎ লালাভ বর্ণ।

৫০। Hurdle Race কাহাকে বলে ?—লাফাইয়া লাফাইয়া কতকগুলি প্রতিবন্ধক অতিক্রম করিয়া যে দৌড়-প্রতিযোগিতা হয় তাহাকে Hurdle Race বলে।

৫১। Pole vault কাহাকে বলে ?—বংশদণ্ডের সাহায্যে উচ্চ লম্ফ-প্রদানকে Pole vault বলে। পাঞ্জাবের সফি খাঁ ভারতবর্ষে Pole vault-এ champion, আমেরিকার C. Warmerdam পৃথিবীর মধ্যে pole vault-এ champion.

৫২। রবিন চ্যাটার্জি না থামিয়া একাদিক্রমে ৭৪ ঘণ্টা ৩ মিনিট সময় সাইকেল চালাইয়াছিলেন।

৫৩। জানকীদাস ৩০০০ মিটার পথ সাইকেলে করিয়া ৪ মিনিট ৩$\frac{2}{5}$ সেকেণ্ড সময়ের মধ্যে অতিক্রম করিয়া ছিলেন।

৫৪। পৃথিবীতে Earnest Henne (হাঙ্গেরী) ঘণ্টায় ১৬৬·৭৪ মাইল বেগে মোটর সাইকেল চালাইয়া রেকর্ড স্থাপন করিয়াছিলেন।

৫৫। উইট্‌ম্যান কাপ্—ইংলণ্ড এবং আমেরিকায় মহিলা টেনিস খেলোয়াড়দের এই আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতা ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দ হইতে আরম্ভ হইয়াছে। আমেরিকা ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দ হইতে পর্যায়ক্রমে ৯ বার এই কাপ্-বিজয়ের সম্মান লাভ করিয়াছে।

৫৬। পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ মুষ্টিযোদ্ধা কে ?—বিখ্যাত হেভিওয়েট চ্যাম্পিয়ান রকি মার্শিয়ানা।

৫৭। বাংলাদেশে ঘোড়দৌড় খেলা কবে আরম্ভ হয় ?—১৮০৮ সালে এদেশের ধনীদের জুয়াখেলায় প্রলুব্ধ করিবার উদ্দেশ্যে বেঙ্গল জকী ক্লাব ঘোড়দৌড় খেলা আরম্ভ করে। তখন কলিকাতার অদূরে আকনায় (রসায়) ঘোড়দৌড় মাঠ ছিল। ১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দে Calcutta Race Course তৈয়ারী হয়।

৫৮। জুজুৎসু কি ?—আত্মরক্ষামূলক জাপানী ব্যায়াম।

সাহিত্যের কথা

সাহিত্যের এদিক্-ওদিক্

১। সংস্কৃত ভাষায় কোন্ শ্লোকটি সর্বপ্রথম রচিত হয় ?—

"মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাং ত্বমগমঃ শাশ্বতীঃ সমাঃ।
যৎক্রৌঞ্চমিথুনাদেকমবধীঃ কামমোহিতম্॥"

২। বাংলা ভাষায় প্রথম মুদ্রিত পুস্তকের নাম কি ?—হালহেড্ সাহেবের রচিত বাংলা ব্যাকরণ—এই পুস্তক ১৭৭৮ খ্রীষ্টাব্দে মুদ্রিত হয়।

৩। বংলা ভাষায় আদি কবি কে এবং আদি-কাব্য কি ?—কৃত্তিবাস ওঝা এবং তাঁহার রচিত রামায়ণই আদি কাব্য। কলিকাতা হইতে ৫০ মাইল দূরে রাণাঘাটের নিকটবর্তী ফুলিয়া গ্রামে ১৩৮৫ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার জন্ম। কাশীরাম কে ? মহাভারত-কাব্য রচয়িতা। জন্ম ১৫৪৯ খ্রীঃ।

৪। কোন্ পুস্তক পৃথিবীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা অধিক ভাষায় অনূদিত হইয়াছে ?—খ্রীস্টানদের ধর্মপুস্তক "হোলি বাইবেল।"

৫। ভারতবর্ষের কোন্ ধর্মপুস্তক সবচেয়ে বেশি আলোচিত, পঠিত এবং বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হইয়াছে ?—গীতা।

৬। কোন্ কোন্ বাঙালী ইংরাজিতে কবিতা লিখিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন ?—এম. ঘোষ, অরবিন্দ ঘোষ, রবি দত্ত, হারীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, সরোজিনী নাইডু এবং তরু দত্ত।

৭। শাহ্‌নামার রচয়িতা কে ?—পারস্যের কবি ফেরদসী।

৮। 'ডন্ কুইজোট'-এর লেখক কে ?—স্পেনের সার্ভেন্টিস্।

৯। জেলের মধ্যে রচিত ইংরেজি সাহিত্যের তিনখানি বইয়ের নাম কি ?—সার ওয়াল্টার র‍্যালের 'পৃথিবীর ইতিহাস', জন বানিয়ানের 'পিলগ্রিম্স্ প্রোগ্রেস' এবং অস্কার ওয়াইল্ডের 'ডি প্রফাণ্ডিস্'।

১০। কাশীর হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা কে ?—পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য। ১৯১৬ সালে ইহা প্রতিষ্ঠিত হয়।
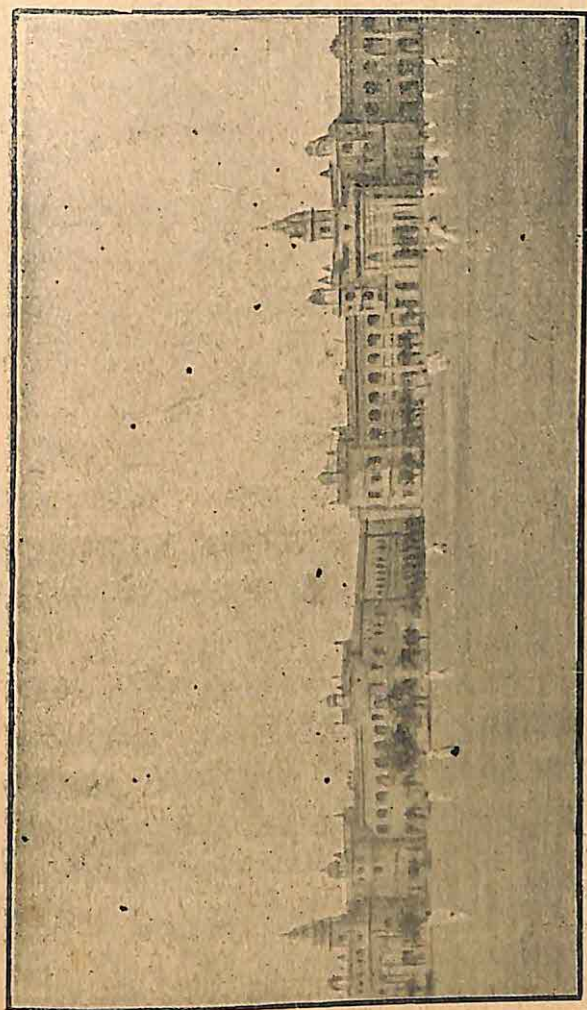
হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়। ইহা কাশীর উপকণ্ঠে নাগোয়া অঞ্চলে অবস্থিত।

১১। ইংলণ্ডের সাহিত্যিক ভ্রাতা ভগিনীর নাম কি ?—চার্লস এবং মেরী ল্যাম্ব।

১২। Gazette শব্দের অর্থ কি?—সংবাদপত্র। শব্দটি ইতালিয়ান শব্দ Gazetta হতে এসেছে। Gazetta শব্দের অর্থ অহেতুক বক্ বক্ করা।

১৩। কোন্ ইংরেজ দম্পতি কবিতা লিখিতেন?—Mr. aud Mrs. Browning.

১৪। Father of English Poetry কাহাকে বলা হয়?—Goeffrey Chaucer.

১৫। Father of Bengali Language কাহাকে বলা হয়?—ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।

১৬। রোবাইয়াৎ কাহার লেখা এবং বাংলা ভাষায় কে কে উহার অনুবাদ করিয়াছেন?—পারস্য কবি ওমর খৈয়ামের লেখা। বাংলা ভাষায় নরেন্দ্র দেব, কান্তিচন্দ্র ঘোষ প্রভৃতি ইহার অনুবাদ করিয়াছেন।

১৭। কোন্ ইংরেজি কবিতা লিখিতে প্রায় ৩৩ বৎসর সময় লাগিয়াছিল? —Langland's Pier's Ploughman. কবি এই পদ্য ১৩৬১ খ্রীষ্টাব্দে লিখিতে আরম্ভ করেন এবং ১৩৪৯ খ্রীষ্টাব্দে ইহা প্রকাশিত হয়।

১৮। আরবী ফারসী ভাষায় ডানদিক্ হইতে লিখিবার নিয়ম কেন?—পৃথিবীর বেশীর ভাগ মধ্যপ্রদেশের লোকই বামদিক্ হইতে ডানদিকে লিখিয়া থাকে। কিন্তু আদিম যুগের মানুষ লিখিত ডানদিক্ হইতে বামদিকে। তাহারই ঐতিহাসিক নিদর্শন হিসাবে আরবী ও ফারসী ভাষায় ডানদিক হইতে লিখিবার পদ্ধতি রহিয়া গিয়াছে।

১৯। কোন্ বাঙালী বিদেশী ভাষায় শিশুপাঠ্য পুস্তক রচনা করিয়া শ্রেষ্ঠ পুরস্কার লাভ করেন?—ধনগোপাল মুখোপাধ্যায়। ইনি Grey-Neck নামক পুস্তক রচনা করিয়া আমেরিকাতে Newbury Prize লাভ করেন (১৯২৮)।

২০। বিভিন্ন সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ কবিগণের নাম ঃ—

সংস্কৃত	কালিদাস	ইতালিয়ান ...	দান্তে
জার্মান	গ্যেটে	পারসী	সাদী
হিন্দী ...	তুলসীদাস	বাংলা	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
গ্রীক	হোমার	ফরাসী	সুলিপ্রুধোঁ।
ইংরেজি	সেক্সপীয়র	উর্দু	ঘালিব
জাপানী	নোগুচি	আমেরিকান....	হুইটম্যান্

২১। 'মড়ার পুঁথি' কি ?—সর্বাপেক্ষা পুরাতন লিখিবার নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে মিশরে। ইহারই একখানিকে বলা হয় 'মড়ার পুঁথি'। পাথরে লেখা অতি পুরাতন যুগের বই—তাই এই নাম।

২২। গল্পলেখক Æsop কে ?—Phrygis দেশের একজন গ্রীক। খ্রীস্টপূর্ব ৬২০ অব্দে জন্ম। তিনি কিছু লিখিয়া রাখিয়া যান নাই। তাঁহার নামে যে-সব গল্প চলিতেছে, সেগুলি পরবর্তীকালে অনেক লেখক দ্বারা সংগৃহীত হইয়াছে। ভারতবর্ষের আদি-গল্পলেখক কে ?—বিষ্ণু শর্মা।

২৩। মহাভারতের বক্তা, লেখক, কথক ও শ্রোতা কে কে ?—যথাক্রমে ব্যাসদেব, গণপতি, বৈশম্পায়ন এবং জনমেজয়।

২৪। বাইবেল প্রথমে কোন্ ভাষায় রচিত হয় ?—হিব্রু ভাষায়। বাইবেলে কতগুলি শব্দ আছে ?—৭৭৩,০০০র কিছু বেশি।

২৫। Christmas Card-এর ইতিহাস কি ?—স্কুলের ছেলেরা বড়দিনের ছুটির পূর্বে রঙিন কাগজে প্রবন্ধাদি লিখিত। উদ্দেশ্য ছিল তাহাদের লেখা এবং রচনাশক্তি কতদূর উন্নতি লাভ করিয়াছে তাহার বিচার করা। ১৮৪৫ খ্রীস্টাব্দে একজন লোক বন্ধুদের নিকট Christmas সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করিবার জন্য এইরূপ চিঠি লেখা স্থির করিলেন এবং কিছুদিন পরে মুদ্রাকরগণ চিঠি ছাপিয়া সাধারণের নিকট বিক্রয় আরম্ভ করিল। Alice in Wonderland-এর লেখক Charles Lutwidge

(ইহার ছদ্মনাম Lewis Carroll) প্রথম Christmas Card-এর ছবি অঙ্কন করেন।

২৬। বাংলা অক্ষরে ছাপা প্রথম অভিধানের নাম কি?—'ইংরেজি ও বাংলা ভোকাবুলারি' (১৭৯৩)। লেখকের নাম অজ্ঞাত।

২৭। বাংলাভাষায় প্রথম সাহিত্যপত্রিকা কোন্‌টি?—বঙ্কিমচন্দ্রের 'বঙ্গদর্শন' (১৮৭১ খ্রীঃ)।

২৮। উনবিংশ শতকের বাংলা সাহিত্যের প্রসিদ্ধ কবি কে কে? মাইকেল মধুসূদন দত্ত, হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, নবীনচন্দ্র সেন ও বিহারীলাল চক্রবর্তী। ইহাদের প্রসিদ্ধ কাব্যগ্রন্থ কি কি?—মাইকেলের 'মেঘনাদ-বধ কাব্য'; হেমচন্দ্রের 'বৃত্রসংহার কাব্য'; নবীনচন্দ্রের 'পলাশির যুদ্ধ' এবং বিহারীলালের 'সারদামঙ্গল'।

২৯। সবচেয়ে লম্বা বাক্য কে লিখিয়া গিয়াছেন?—পৃথিবীতে সবচেয়ে লম্বা বাক্য লিখিয়াছেন ভিক্টর হিউগো তাঁহার 'লা মিজারেবল' বইয়ে। বাক্যটিতে ৪২৩ শব্দ, ৯৩ কমা, ৫১ সেমিকোলন এবং ৪টি ড্যাস আছে।

৩০। কাহাকে বাংলা সাহিত্যের স্কট্ বলা হয়?—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে।

৩১। ইংলণ্ডের কোন্ তিনজন কবি সবচেয়ে কম বয়সে মারা যান?—শেলি, বায়রন ও কীটস্। ইঁহাদের জন্ম ও মৃত্যু-বৎসর যথাক্রমে, শেলি—১৭৯২-১৮২২, বায়রন—১৭৮৮-১৮২৪ এবং কীটস্—১৭৯৫-১৮২১। ইহারা তিনজনে পরস্পরের ঘনিষ্ঠ বন্ধুও ছিলেন।

৩২। কাহাকে 'বিশ্বকবি' বলা হয়?—রবীন্দ্রনাথকে। পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশি সংখ্যক গান রচনা করিয়াছিলেন কে?—রবীন্দ্রনাথ। তাঁহার রচিত গানের সংখ্যা প্রায় তিন হাজার।

৩৩। পৃথিবীতে সর্বপ্রথম কোন্ জাতি বই লিখিয়াছিল?—মিশরবাসিগণ।

৩৪। কোন্ বই পড়িবার পর আমেরিকার লোকেরা দাসত্বপ্রথার উচ্ছেদ-কামনায় গৃহযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিল?—Harriet Stowe's "Uncle Tom's Cabin."

৩৫। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার কোন্ রচনার জন্য নোবেল পুরস্কার পান?—রবীন্দ্রনাথ তৎপ্রণীত 'গীতাঞ্জলি' ও অন্যান্য দুই একখানি কবিতা-পুস্তকের ৫০টি কবিতা ইংরেজিতে "গীতাঞ্জলি" নামে অনুবাদ করিয়া এই পুরস্কার লাভ করেন।

৩৬। কোন্ কোন্ বিখ্যাত বাঙালী সাহিত্যিক ছদ্মনামে সাহিত্য রচনা করিয়াছেন?—টেকচাঁদ ঠাকুর—প্যারীচাঁদ মিত্র। পঞ্চানন্দ—ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। ভানুসিংহ—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। বীরবল—প্রমথ চৌধুরী। পরশুরাম—রাজশেখর বসু। বনফুল—বলাই মুখোপাধ্যায়। সত্যসুন্দর—মোহিতলাল মজুমদার। দিবাকর শর্মা—রবীন্দ্রনাথ মৈত্রেয়। কালপেঁচা—বিনয়কুমার ঘোষ।

৩৭। কোন্ কোন্ ইংরেজি লেখক ছদ্মনামে ইংরেজি গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন? জর্জ্জ ইলিয়ট—মেরী অ্যান ইভান্স; কিউ আর্থার—কুইলার কাউচ; মার্ক টোয়েন—স্যামুয়েল ক্লিমেন্স; লিউস্ কার্ল—চার্লস্ ডজন; এলিয়া —চার্লস্ লাম্ব; সাকি—হেক্টর মুনরো।

৩৮। একটি মাত্র বাক্যে মহাকাব্য রচনা করেন কে?—৩৬০ খ্রীষ্টাব্দে কবি হরিষেণ 'মহোদন্ত নায়ক' নামক অপূর্ব কাব্যে সম্রাট্ সমুদ্রগুপ্তের বিজয়গাথা লিপিবদ্ধ করেন। একটি মাত্র বাক্যে এই কাব্য সম্পূর্ণ হইয়াছে। কর্তা ও ক্রিয়া ব্যতিরেকে এই কাব্যের প্রায় সমুদয় অংশই বিশেষণ ও অলঙ্কারে পরিপূর্ণ।

৩৯। একজন চাকরাণী কোন্ বিখ্যাত ইংরেজি পুস্তকের পাণ্ডুলিপি পুড়াইয়া ফেলে?—কার্লাইলের "ফরাসী বিপ্লব" (French Revolution).

৪০। কোন্ বিশ্ববিখ্যাত নাট্যকার নিজের রচিত নাটকের অভিনয় করিতে করিতে মৃত্যুমুখে পতিত হন?—ফরাসী নাট্যকার মলেয়ার।

৪১। কোন্ বিখ্যাত সাহিত্যিক কারাবাস করিবার সময় একখানি সংবাদপত্র প্রকাশ ও প্রচার করিয়াছিলেন?—'রবিনশন ক্রুশোর' লেখক ড্যানিয়েল ডিফো।

৪২। বাংলাভাষায় প্রথম উপন্যাস রচনা করেন কে?—টেকচাঁদ ঠাকুর (প্যারীচাঁদ মিত্র)। ইঁহার রচিত 'আলালের ঘরের দুলাল' বাংলায় সর্বপ্রথম উপন্যাস বলিয়া প্রসিদ্ধ।
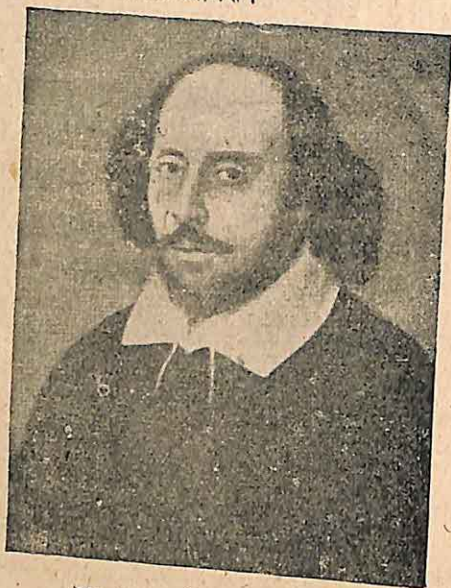
ইউরোপের সর্বশ্রেষ্ঠ নাট্যকার সেক্সপীয়র

৪৩। পৃথিবীতে কোন্ নাট্যকারের নাটক সবচেয়ে বেশী পঠিত, আলোচিত, ও অভিনীত?—ইংলণ্ডের সেক্সপীয়রের নাটকাবলী। আমেরিকার জগৎ-প্রসিদ্ধ নাট্যকার কে?—ইউজেন ও'নীল। ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দে ইনি সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন।

৪৪। কার্ডিফ শহরে বেতার নাট্য-রচয়িতাদের মধ্যে আইনন ঈভান্সের কৃতিত্ব সবচেয়ে বেশি। তাঁর রচিত বহু বেতার-নাটিকা যথেষ্ট সমাদর লাভ করিয়াছে। নাট্যকার ঈভান্স কি কাজ করেন জান?—তিনি বাস-চালক।

৪৫। রাজ-কবিগণের নাম—ইংলণ্ডের চসার, স্কেন্টন, স্পেন্সার, বেন জনসন, ড্রাইডেন, সাদি, ওয়ার্ডস্ওয়ার্থ, টেনিসন, অ্যালফ্রেড, অস্টিন, রবার্ট ব্রিজেজ, জন মেস্‌ফিল্ড (বর্তমানে)। Poet Laureateএর Latureate কথাটি আসিয়াছে এইভাবে—প্রাচীন গ্রীসে Laurel গাছের পাতাকে খুব পবিত্র বলিয়া ধরা হইত। প্রাচীন গ্রীসে তেমনি কবিতা এবং সঙ্গীতের দেবতা Appolloর পূজায় লাগিত এই Laurel গাছের পাতা। সেকালে যে সবচেয়ে ভাল কবিতা লিখিত, তাহাকে এই Laurel পাতার মুকুট পরান হইত। এইভাবে ইংলণ্ডের শ্রেষ্ঠ কবিকে Poet Laureate আখ্যা দেওয়া হয়।

৪৬। বাংলাভাষায় প্রথম নাটক রচনা করেন কে?—রামনারায়ণ তর্করত্ন। 'কুলীন কুলসর্বস্ব' তাঁহার প্রথম এবং বিখ্যাত নাটক। ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে ইহা প্রকাশিত হয়। সাহিত্যে তিনি নাটুকে রামনারায়ণ বলিয়া প্রসিদ্ধ।

৪৭। আধুনিক কালে কোন্ বিশ্ববিত্থালয় সর্বপ্রথম প্রতিষ্ঠিত হয়?—পাভিয়া বিশ্ববিত্থালয়। ৮২৫ খ্রীষ্টাব্দে ইহার প্রতিষ্ঠা হয়।

৪৮। প্রথম শিশুপাঠ্য মাসিকপত্র বাংলাদেশে প্রকাশিত হয় কখন্?—১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত বাংলা 'সখা'ই প্রথম শিশু মাসিকপত্র। প্রমদাচরণ সেন ইহার সম্পাদক ছিলেন।

৪৯। দান্তে কোন্ পুস্তক লিখিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করেন এবং বাংলাভাষায় সেইরূপ পুস্তক কে লিখিয়াছেন?—'ডিভাইনা কমেডিয়া'। হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—'ছায়াময়ী'।

৫০। কোন্ ইংরেজি কবিতা স্বপ্নে রচিত বলিয়া প্রসিদ্ধ?—কোলরিজের 'কুবলাই খাঁ'। কোন্ লেখক সারা পৃথিবীতে তাঁহার নামের আত্ত অক্ষরে পরিচিত?—বিখ্যাত নাট্যকার জর্জ বার্নার্ড শ (G.B.S.)। বিংশ শতাব্দীতে কোন্ দুইজন লেখক বই লিখিয়া বেশী উপার্জন করেন?—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও জর্জ বার্নার্ড শ।

৫১। সর্বপ্রথম ছবিওয়ালা ইংরেজি বইটির নাম কি ?—সর্বপ্রথম ছবিওয়ালা যে ইংরেজি বইটি ছাপা হয়, তাহার নাম "The Mirror of the World"—এই বইখানিতে এগারখানি কাঠে খোদাই ব্লকের ছবি ছিল। বইখানি ১৮৪১ খ্রীস্টাব্দে ছাপান হয়।

৫২। কে সর্বপ্রথম আত্মজীবনী লিখিয়াছেন ?—যতদূর জানা যায় খ্রীস্টীয় ৪র্থ শতাব্দীতে St. Augustine তাঁহার জীবনের আদ্যোপান্ত ঘটনা নিজেই পুস্তকাকারে লেখেন। এই বইটির নাম 'Confession.' এইটিকে পৃথিবীর সর্বপ্রথম আত্মজীবনী বলা হয়। তারপর অষ্টাদশ শতাব্দীতে রুশোর আত্মজীবনী ছাপা হয় তাঁহার মৃত্যুর পর। এই বইটি সে যুগের পাঠকমহলে বিরাট্ উত্তেজনা সৃষ্টি করে।

৫৩। 'রাস পঞ্চাধ্যায়' কোন্ পুস্তকের নাম ?—ইহা কোন পুস্তকের নাম নহে। দ্বাদশ স্কন্ধ ভাগবতের দশম স্কন্ধে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলা বর্ণিত আছে। দশম স্কন্ধে সর্বসমেত ৯০টি অধ্যায় আছে। তাহার মধ্যে ২৯ হইতে ৩৩—এই পাঁচটি অধ্যায়ে রাসলীলা বর্ণিত আছে। এই পাঁচটি অধ্যায়কে 'রাস পঞ্চাধ্যায়' বলা হয়।

৫৪। ঢালাই-করা অক্ষরে প্রথম ছাপা বইটির নাম কি—ঢালাই-করা অক্ষরে ছাপা প্রথম বইটির নাম 'Mazarin'। ইহা ল্যাটিন ভাষায় লিখিত একখানি বাইবেল। বাইবেলটি পাওয়া যায় কার্ডিনাল ম্যাজারিনের গ্রন্থাগারে। এই বইটি ছাপা হয় ১৪৫৬ খ্রীস্টাব্দে।

৫৫। বাংলাভাষায় অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রচলন করেন কে ?—মাইকেল মধুসূদন দত্ত। বাংলা ভাষার প্রথম জাতীয় সংগীত রচনা করেন কে ? —বঙ্কিমচন্দ্র। ইঁহার রচিত 'বন্দে মাতরম্' ভারতের শ্রেষ্ঠ জাতীয় সংগীত।

৫৬। পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে মূল্যবান্ বই কোনটি ?—চতুর্থ শতাব্দীর লেখা প্রাচীন বাইবেলের যে পাণ্ডুলিপি ১৮৪৪ খ্রীস্টাব্দে সিনাই পর্বতের নীচে পাওয়া গিয়াছে, সেইটি। এই পুস্তকখানি ১৯৩৩ খ্রীস্টাব্দে বৃটিশ মিউ-

জিয়ামের কর্তৃপক্ষ রুশ গভর্ণমেণ্টের নিকট হইতে একলক্ষ পাউণ্ড দিয়া ক্রয় করেন।

৫৭। ইংরেজি এ বি সি ডি বর্ণমালা প্রথমে কাহারা সৃষ্টি করে?—ফিনিশীয় জাতি। ইহাদের নিকট হইতেই গ্রীক ও রোমান জাতি অক্ষর পরিচয় করে। ইংরেজি ভাষা প্রথম কবে ইংলণ্ডের আদালতে প্রচলিত হয়?—ইংরেজী ১৩৬২ খ্রীষ্টাব্দে তৃতীয় এড্ওয়ার্ড আইন করিয়া সর্বপ্রথম ইংলণ্ডের আদালতে এবং আইন ব্যাপারে ইংরেজি ভাষার প্রচলন করেন। কিন্তু অদ্যাপি সম্রাট্‌কে পার্লামেণ্টের কোন কাজ অনুমোদন করিতে হইলে সেই প্রাচীন নরম্যান্-ফরাসী ভাষা ব্যবহার করিতে হয়।

৫৮। ইংরেজি ভাষায় কোন্ অক্ষরটি সবচেয়ে বেশি ব্যবহার হয়?—বিলাতে ভাষাবিদ্‌রা হিসাব করিয়া বাহির করিয়াছেন যে, *E* অক্ষরটির প্রচলন সমধিক। তাঁহারা হিসাব করিয়া আরও বাহির করিয়াছেন, *E* অক্ষরটি যেখানে হাজার বার ব্যবহার করা হয় সেখানে *T* ব্যবহার করা হয় ৭৭০ বার, *A* ব্যবহার করা হয় ৭২৮ বার, *I* ৭০৪ বার, *S* ৬৮০ বার এবং অন্যান্য অক্ষরগুলি যথাক্রমে আরও কম ব্যবহার করা হয়।

৫৯। সাহিত্যে কোন্ দেশ সর্বপ্রথম এবং সবচেয়ে বেশি বার নোবেল পুরস্কার লাভ করিয়াছে?—ফরাসী দেশ। আটবার—১৯০১, ১৯০৪, ১৯১৫, ১৯২১, ১৯২৭, ১৯৩৭, ১৯৪৭ ও ১৯৫২।

৬০। বাংলাভাষায় শিশু-সাহিত্যে কাহারা প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন?—উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী, সুকুমার রায়চৌধুরী, নবকৃষ্ণ ভট্টাচার্য, যোগীন্দ্রনাথ সরকার, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, দক্ষিণারঞ্জন মিত্র-মজুমদার, অখিল নিয়োগী, সুনির্মল বসু, শিবরাম চক্রবর্তী, প্রেমেন্দ্র মিত্র এবং মণি বাগ্‌চি।

৬১। ভারতবর্ষের প্রাচীনতম সাহিত্য-সৃষ্টি কি?—ভারতবর্ষের প্রাচীনতম সাহিত্য বলিতে বেদগুলিকে বুঝায় এবং এই বেদগুলিই জগতের

প্রথম সাহিত্য। এরূপ প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে যে, বেদ রচিত হইবার অনেক পরে অন্যান্য দেশের সাহিত্যের জন্ম হয়।

৬২। এযুগের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি কে?—রবীন্দ্রনাথ। তিনি একসঙ্গে কবি, নাট্যকার, দার্শনিক, ঔপন্যাসিক, ছোট গল্পের লেখক, প্রবন্ধ লেখক, সমালোচক, ভ্রমণকাহিনী লেখক, পত্র-সাহিত্যের লেখক, ছোটদের ছড়ার লেখক, সঙ্গীত-রচয়িতা এবং চিত্রকর। পৃথিবীতে এমন প্রতিভাবান্ কবি খুব কমই জন্মগ্রহণ করিয়াছেন।

৬৩। বাংলায় সাহিত্য-সম্রাট্ কাহাকে বলা হয়?—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে। অপরাজেয় কথাশিল্পী কাহাকে বলা হয়?—শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে।

জর্জ বানার্ড শ

বিদ্রোহীকবি কাহাকে বলা হয়?—কাজি নজরুল ইস্‌লামকে। স্বভাবকবি কাহাকে বলা হয়?—ভাওয়ালের গোবিন্দদাসকে। কান্ত-

কবি কাহাকে বলা হয়?—রজনীকান্ত সেনকে। পল্লীকবি কাহাকে বলা হয়?—কুমুদরঞ্জন মল্লিক ও জসীমউদ্দীনকে।

৬৪। বিয়াল্লিস বছরের পর সাহিত্যজীবন আরম্ভ করিয়া কে পৃথিবী-বিখ্যাত লেখক হইয়াছিলেন?—সুপ্রসিদ্ধ আইরিশ নাট্যকার জর্জ বার্নার্ড শ। ইনি ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন; কিন্তু পুরস্কারের টাকা নিজে গ্রহণ না করিয়া এক সাহিত্য-সমিতিতে দান করেন।

৬৫। "কমলাকান্তের দপ্তর" কাহার লেখা?—বঙ্কিমচন্দ্রের। "বৈকুণ্ঠের উইল", "কৃষ্ণকান্তের উইল" এবং "বৈকুণ্ঠের খাতা"—কোন্‌টি কাহার লেখা?—যথাক্রমে, বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের।

৬৬। "বিসর্জন" ও "বলিদান"—উপন্যাস না নাটক?—নাটক। কোন্‌টি কাহার রচনা?—'বিসর্জন'—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং 'বলিদান'—গিরিশচন্দ্র ঘোষ।

৬৭। বর্তমানে ইংরেজি সাহিত্যে শ্রেষ্ঠ কবি কে?—টি. এস. এলিয়ট। ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দে ইনি নোবেল পুরস্কার পাইয়াছেন।

৬৮। এযুগে ইংরেজিতে মহাকাব্য রচনা করিয়াছেন কে?—শ্রীঅরবিন্দ। তাঁহার 'সাবিত্রী' মহাকাব্য বাংলা, গুজরাটি, হিব্রু ও ফরাসী ভাষায় অনূদিত হইয়াছে।

৬৯। কোন্ কোন্ দার্শনিক সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পাইয়াছেন?—ফরাসী দার্শনিক আঁরি বার্গসঁ (১৯২৭) এবং ইংরেজ দার্শনিক বার্ট্রাণ্ড রাসেল (১৯৫০)।

৭০। "ছাপাখানার ভূত" কাহাকে বলে?—পৃথিবীতে মুদ্রাযন্ত্র আবিষ্কৃত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই ছাপাখানার একটি নূতন ভূতের উপদ্রব আরম্ভ হইয়াছে। ছাপার বিচিত্র রকমের ভুলকেই Printer's Devil বা ছাপাখানার ভূত (P.D.) বলা হয়। এই ভুল সাধারণতঃ ছাপাখানার কম্পোজিটারদের অজ্ঞাতসারেই ঘটিয়া থাকে। 'প্রিন্টার্স ডেভিলে'র কয়েকটি নমুনা এইরূপ :—

ছাপা হওয়া উচিত	প্রিণ্টার্স ডেভিল
Purse	Pulse
Money	Monkey
Caste & creed	Past & Breed
Wealthy Maiden	Healthy Maiden
Vow	Cow
Both	Oath
মানুষ	ফানুস
পাঁজি	পাজি
নৃত্য	ভৃত্য

৭১। স্থলভ সাহিত্য প্রকাশ করিয়া বিখ্যাত হইয়াছে কোন্ কোন্ প্রতিষ্ঠান?—বাংলাদেশে বসুমতী সাহিত্য-মন্দির 'গ্রন্থাবলী' প্রকাশ করিয়া এবং লণ্ডনের 'পেঙ্গুইন' প্রকাশনী। বিভিন্ন বিষয়ে নানাবিধ পুস্তক স্থলভ সংস্করণে প্রকাশ করিবার জন্য উভয়েই বিখ্যাত। গত ষোল বৎসরে পেঙ্গুইন সিরিজের ১৬ কোটি বই বিক্রয় হইয়াছে।

৭২। ইউরোপের কোন্ প্রসিদ্ধ সুরস্রষ্টা বধির ছিলেন?—জার্মানির সুবিখ্যাত সুরস্রষ্টা বেঠোফেন (Beethoven); ১৭৭০ খ্রীষ্টাব্দে ইহার জন্ম। মৃত্যু—১৮২৭ খ্রীষ্টাব্দে।

৭৩। পৃথিবীর মধ্যে দীর্ঘতম মহাকাব্য কোনটি?—সংস্কৃতভাষায় লিখিত মহাভারত। ইহাতে ২২০,০০০ ষোড়শপদী পংক্তি আছে।

পথিবীর বিখ্যাত গ্রন্থাগার

ভারতবর্ষ—ন্যাশানাল লাইব্রেরী, কলিকাতা।	(দেড় লক্ষ বই)
মিশর—ন্যাশানাল লাইব্রেরী, কায়রো।	(প্রায় ৪ লক্ষ বই)
কানাডা—পাব্লিক লাইব্রেরী	(এক লক্ষ বই)
নিউ ইয়র্ক—ইউনিভার্সিটি লাইব্রেরী	(দশ লক্ষ বই)
জাপান—ন্যাশানাল লাইব্রেরী, টোকিও।	(৫ লক্ষ বই)

বেলজিয়াম—পাব্লিক লাইব্রেরী। (৭ লক্ষ বই)

ডেনমার্ক—পাব্লিক লাইব্রেরী। (৪ লক্ষ বই)

সুরস্রষ্টা বেঠোফেন

বৃটেন—বৃটিশ মিউজিয়াম লাইব্রেরী, লণ্ডন। (৪৫ লক্ষ বই)

জার্মানি—ন্যাশানাল লাইব্রেরী, বার্লিন। (১৫ লক্ষ বই)

ফরাসী—ন্যাশানাল লাইব্রেরী, প্যারিস। (৪৫ লক্ষ বই)

রাশিয়া—ন্যাশানাল লাইব্রেরী, কিয়েভ। (৭২ লক্ষ বই)

রাশিয়া—লেনিন লাইব্রেরী, মস্কো। (৬০ লক্ষ বই)

বিখ্যাতদের জীবনের বিশেষ তথ্য

১। কোন্ বাঙালী বিদেশী স্বাধীন রাজ্যের সেনাপতির পদলাভ করিয়াছিলেন ?—কর্নেল সুরেশ বিশ্বাস দক্ষিণ-আমেরিকায় ব্রেজিল দেশে সেনাপতির পদলাভ করেন।

২। কোন্ অন্ধ, মূক ও বধির রমণী স্বীয় অধ্যবসায়-বলে যশস্বিনী হইয়াছেন?—আমেরিকার হেলেন কেলার।

৩। ছায়াচিত্র জগতে প্রতিভাশালী হাস্যরসিক অভিনেতা কে?—চার্লি চ্যাপলিন।

৪। শুভঙ্কর কে?—বাংলাদেশের এক কায়স্থ গণিতজ্ঞ। ইহার রচিত শুভঙ্করী গণনা-প্রণালী প্রত্যেক বাঙালীর সুপরিচিত।

৫। বিষাক্ত গ্যাসের প্রভাবে অচৈতন্য ধাঙ্গড়ের প্রাণরক্ষা করিতে গিয়া কোন্ বাঙালী বীর নিজের জীবন বিসর্জন দিয়াছিলেন?—নফর চন্দ্র কুণ্ডু।

৬। কোন্ বিখ্যাত বক্তা প্রথম জীবনে তোৎলা ছিলেন?—গ্রীসদেশের বক্তা ডিমস্থেনিস্।

৭। ভারতবাসিগণের মধ্যে প্রথম কে 'লর্ড' উপাধি পাইয়াছেন?—সত্যেন্দ্র প্রসন্ন সিংহ। ইহার জ্যেষ্ঠ পুত্র অরুণ সিংহ উত্তরাধিকারসূত্রে 'লর্ড' উপাধি পাইয়াছেন।

৮। কামাল আতাতুর্ক কে?—তুরস্কের জননেতা এবং প্রথম প্রেসিডেণ্ট। ইংরেজদের কাছে ইনি 'গ্রে উলফ্' (Grey Wolf) নামে পরিচিত।

৯। ফোর্ড গাড়ির নির্মাতা কে?—আমেরিকাবাসী মিঃ হেনরী ফোর্ড (Ford).

১০। বিখ্যাত ধনকুবের জন রোডস্ (Cecil John Rhodes) মৃত্যুর পূর্বে কি বলিয়াছিলেন?—'So little done. So much to do. Good-bye. God bless you.' তিনি Kimberlyর হীরকের খনি হইতে বড়লোক হন এবং Oxford বিশ্ববিদ্যালয়ে ৬,০০০,০০০ পাউণ্ড দান করিয়া যান।

১১। প্রসিদ্ধ ধনকুবের ও কর্মবীর জামশেদজি টাটার বিজ্ঞানুশীলন, শিল্প ও বাণিজ্য বিষয়ের কীর্তি কি কি?—সর্বপ্রধান কীর্তি—বাঙ্গালোরের রিসার্চ ইনস্টিটিউট। উহার জন্য তিনি এককালীন ৩০ লক্ষ টাকা

এবং ৮ হাজার টাকা বাৎসরিক আয়ের সম্পত্তি দান করিয়া গিয়াছেন। দ্বিতীয় কীর্তি—সাক্‌চীর লৌহের কারখানা। ইহার বর্তমান নাম 'জামসেদপুর কারখানা' যাহা টাটানগর নামে বিখ্যাত। এসিয়ার মধ্যে ইহাই বৃহত্তম ইস্পাতের কারখানা। টাটার শেষ কীর্তি—পশ্চিমঘাট পর্বতের উপর হাইড্রো-ইলেকটিক্ প্রতিষ্ঠান। এই কারখানায় এক লক্ষ অশ্বশক্তির বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয়।

১২। ভিনি, ভিডি, ভিসি (Vini, Vidi, Vici)—অর্থাৎ 'আমি যাই, দেখি ও জয় করি'; এই উক্তি কে করিয়াছিলেন ?—রোমের সেনাপতি জুলিয়াস্ সিজার।

১৩। হিটলারের বার্ষিক আয় কত ছিল ?—হিটলারের বার্ষিক আয় ছিল দুই লক্ষ পাউণ্ড। নানাদিকে এ-আয়ের উৎস। জার্মানির প্রেসিডেণ্ট হিসাবে হিটলার পাইতেন বার্ষিক ২,৫০০ পাউণ্ড; চ্যান্সেলার হিসাবে ৩,০০০ পাউণ্ড এবং পার্টির লীডার হিসাবে ৩,০০০ পাউণ্ড; তাহার উপর ছিল বইয়ের আয়। তাঁহার লেখা Mein Kemp বই-এর বিক্রয় হইতে তিনি পাইতেন বৎসরে ১,৩৪,০০০ পাউণ্ড।

১৪। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কোন্ কোন্ মাসিক পত্রিকা সম্পাদনা করিয়াছিলেন ? —বঙ্গদর্শন (নব-পর্যায়), ভারতী, বালক ও সাধনা।

১৫। এণ্ড্রু কার্নেগী কে ছিলেন ?—স্কটল্যাণ্ডের প্রসিদ্ধ ধনকুবের। ইহার দান সারা পৃথিবীতে বিখ্যাত। প্রথম জীবনে ইনি একটি কাপড়ের কলে সামান্য কাজ করিতেন। পরে ইস্পাতের ব্যবসা করিয়া কোটিপতি হন। উনবিংশ শতকের য়ুরোপে ইনিই ছিলেন শ্রেষ্ঠ ধনী ও দাতা।

১৬। খ্রীষ্টধর্মের প্রটেস্ট্যাণ্ট সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা কে ?—জার্মানির মার্টিন লুথার।

১৭। বেঙ্গল এসিয়াটিক সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা কে ?—সার উইলিয়ম জোন্স। ১৭৭০ খ্রীঃ ইহা প্রতিষ্ঠিত হয়।

১৮। কোন্ বিশ্ববিখ্যাত ঋষিকল্প দার্শনিকের স্ত্রী নিরতিশয় মুখরা ছিলেন ? —সক্রেটিসের ; স্ত্রী জানতিপে (Zantipe).

১৯। কোন্ কোন্ বাঙালী ব্রিটিশ আমলে হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি হইয়াছেন ?—কলিকাতা হাইকোর্ট—রমেশচন্দ্র মিত্র, চন্দ্রমাধব ঘোষ, আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, চারুচন্দ্র ঘোষ, মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায় এবং চারুচন্দ্র বিশ্বাস। মাদ্রাজ হাইকোর্ট—আবদার রহিম। এলাহাবাদ হাইকোর্ট—প্রমদাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। ইহারা সকলেই অস্থায়ী ছিলেন। একমাত্র এলাহাবাদ হাইকোর্টে লালগোপাল মুখোপাধ্যায় স্থায়িভাবে প্রধান বিচারপতির আসন অলঙ্কৃত করেন।

২০। ইংলণ্ডে কে প্রথম ছাতার ব্যবহার আরম্ভ করেন ?—জোনাস্ হানওয়ে (Jonas Hanway).

২১। সর্বপ্রথম আকাশ হইতে বিদ্যুৎ ধরিয়া আনেন কে ?—বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন (Benjamin Franklin).

২২। কোন্ বিখ্যাত বাঙালী কবি দাতব্য হাসপাতালে প্রাণত্যাগ করেন ?— মাইকেল মধুসূদন দত্ত।

২৩। পৃথিবীতে দেশের জন্য অনশনে কে কে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন ?— আয়ার্ল্যাণ্ডের ম্যাক্‌সুইনি এবং বাংলার যতীন্দ্রনাথ দাস ও হরেন্দ্রনাথ মুন্সী।

বানান একরকম, উচ্চারণ আর এক রকম

এই লোকগুলি কে, কোন্ দেশের এবং কোন্ সময়ের :

(১) ম্যাট্‌সিনি ; (২) ইস্কাইলাস্ ; (৩) এ্যারিস্টোফেন ; (৪) বত্‌তিসেলি ; (৫) বোক্যাসিও ; (৬) সার্ভিআনতিজ্ ; (৭) ক্লেমেন্‌সো ; (৮) দারিয়াস ; (৯) টিসিয়ান ; (১০) রেনোয়া ; (১১) রিসলু ; (১২) জার্কসীজ ?

(১) Mazzini—ইতালির রাষ্ট্রনেতা (১৮০৫-৭২); (২) Aeschylus— গ্রীক নাট্যকার (খ্রীঃ পূঃ ৫২৫-৪৫৬) ; (৩) Aristophanes—গ্রীক

নাট্যকার (হাসির নাটক) (খ্রীঃ পূঃ ৪৪৫-৩৮৮); (৪) Botticelli —ফ্লোরেন্টাইনের চিত্রকর (১৪৪৫-১৫১০); (৫) Boccaccio— ইতালির কবি ও গল্পলেখক (১৩১৩-৭৫); (৬) Cervantes— স্প্যানিস্ লেখক (১৫৪৭-১৬১৬); (৭) Clemenceau—ফরাসী রাষ্ট্রনেতা (১৮৪১-১৯১৯); (৮) Darius—পারস্যের রাজা (খ্রীঃ পূঃ ৫২১-৪৮৫); (৯) Titian—ভেনিসের চিত্রশিল্পী (১৪৭৭-১৫৩০; (১০) Renoir—ফরাসী চিত্রশিল্পী (১৮৪১-১৯১৯); (১১) Richelieu—ফরাসী রাষ্ট্রনেতা (১৫৮৫-১৬৪২); (১২) Xerxex—পারস্যের রাজা (খ্রীঃ পূঃ ৫১৯-৪৬৫)।

দ্বিতীয় বৃত্তিতে কৃতী ব্যক্তিগণ

	প্রথম বৃত্তি	দ্বিতীয় বৃত্তি
Somerset Maugham	ডাক্তার	ঔপন্যাসিক
Conan Doyle	ডাক্তার	সাহিত্যিক
Boswell	আইনজীবী	জীবনীলেখক
Macaulay	আইনজীবী	ঐতিহাসিক
Emerson	স্কুলমাস্টার	দার্শনিক ও ধর্মপ্রচারক
Newton	ব্যবসায়ী	বৈজ্ঞানিক
Darwin	চিকিৎসক	নৃ-তত্ত্ববিদ্
Einstein	Examiner of Patents	গণিতজ্ঞ
James Watt	মিস্ত্রী	বাষ্পীয় ইঞ্জিন-আবিষ্কারক
Stephenson	মাইনিং ইঞ্জিনিয়ার	রেলের ইঞ্জিন-আবিষ্কারক
Fulton	চিত্রকর	বাষ্পীয় পোত-আবিষ্কারক

	প্রথম বৃত্তি	দ্বিতীয় বৃত্তি
Morse	চিত্রকর	টেলিগ্রাফ-আবিষ্কারক
G. Bell	শিক্ষক	টেলিফোন-আবিষ্কারক
Edison	রেলওয়ে টেলিগ্রাফি	বহু বৈজ্ঞানিক যন্ত্রাদির আবিষ্কারক
Wright Brothers	সাইকেল মেরামতকারী	বিমানপোত-আবিষ্কারক
C. V. Raman	হিসাব-পরীক্ষক	বৈজ্ঞানিক
Udyasankar	চিত্রকর	নর্তক
Sisir Kumar Bhaduri	অধ্যাপক	অভিনেতা
Sarat Chattopadhyay	কেরানী	ঔপন্যাসিক
Bankim Chattopadhyay	ম্যাজিস্ট্রেট	ঔপন্যাসিক

সুতরাং কেহ যদি উপস্থিত কাজের মধ্যে কোন উন্নতির আশা দেখিতে না পান তবে হতাশ হইবার কোন কারণ নাই। জীবিকা উপার্জনে প্রথম বৃত্তিতে সাফল্যলাভ না করিলেও দ্বিতীয় বৃত্তি রহিয়াছে। এই দ্বিতীয় বৃত্তি বহু লোককে উন্নতি এবং যশের সর্বোচ্চ শিখরে লইয়া গিয়াছে। পৃথিবীর বহু খ্যাতনামা সাহিত্যিক, ঐতিহাসিক, আবিষ্কারক, বৈজ্ঞানিক জীবনের প্রথম বৃত্তিতে অকৃতকার্য হইয়া দ্বিতীয় বৃত্তি অবলম্বনে অর্থ ও যশ লাভ করিয়াছেন।

মহাপুরুষদের শেষ বাণী

Julius Caesar—ব্রুটাস্, তুমিও।

Danton—তুমি নিশ্চয়ই আমার মস্তকটিকে জনতাকে দেখাবে। তারা বহুকাল এর অনুরূপ দৃশ্য দেখ্‌বে না।

Marie Antoinette—চিরদিনের মত বিদায়। আমি তোমাদের পিতার নিকট যাইতেছি।

Rabelais—পর্দা নামিয়ে দাও। প্রহসন শেষ হয়েছে।

Madame Roland—হে স্বাধীনতা, তোমার নামে কত অপরাধ অনুষ্ঠিত হয়।

Simon de Montford—তোমাদের আত্মা ঈশ্বরের নিকট উপহার দাও, কারণ আমাদের দেহ শত্রু।

Socrates—ক্রিটো, ইসকুলেপিয়াসকে একটি মোরগ দিতে হবে।

Cardinal Wolsely—যতটা উৎসাহ নিয়ে রাজসেবা করেছি, তার অর্ধেক উৎসাহ নিয়ে ঈশ্বর সেবা করলে, তিনি আমায় বৃদ্ধ বয়সে পরিত্যাগ করতেন না।

Harriet Martineau—হ্যারিয়েট মার্টিনোর জীবন চিরস্থায়ী করবার কোন কারণ নাই।

Hobbes—আমার শেষ যাত্রার সময় আসন্ন—এই যাত্রাপথ অন্ধকারময়।

Queen Elizabeth—আমার সমস্ত সম্পত্তি ক্ষণকালের জন্য।

Mahatma Gandhi—হে রাম, হে রাম।

Goethe—আলো, আরও আলো।

Columbus—ভগবান, আমার আত্মা তোমার হাতে তুলে দিলাম।

Sister Nivedita—তরণী জলমগ্ন হচ্ছে, কিন্তু পুনরায় সূর্যোদয় দেখ্‌ব।

Charles I—মনে রেখো।

Emanuel Kant—মৃত্যুকে আমি ভয় করি না, কি করে মরতে হয় তা আমি জানি।

Jesus Christ—পিতা, তুমি এদের ক্ষমা কর, কি করছে এরা তা জানে না।

Lord Buddha—পার্থিব সকল জিনিসের অন্তর্নিহিত স্বভাব ক্ষয়প্রাপ্তি, কিন্তু সত্য ক্ষয়হীন। মুক্তির জন্যে যত্নশীল হও।

Sibanath Sastri—ওম্ ব্রহ্ম।

হিডেকি Tojo—গুপ্ত পর্ব্বতশ্রেণী ধরিয়া বুদ্ধের বাসভূমি যাইবার পূর্বে আমি সকলের নিকট বিদায় লইতেছি। আগামীকল্য হইতে বুদ্ধের স্নেহে নিদ্রা যাইব এবং কেহই আমাকে সেখানে বিরক্ত করিবে না।

পুরাণের কথা

ভারতীয়

১। অহল্যা কাহার শাপে পাষাণময়ী হন এবং কিভাবে তাঁহার উদ্ধার হয়?—গৌতমের অভিশাপে; শ্রীরামচন্দ্রের পাদস্পর্শে।

২। দ্রোণাচার্যের চক্রব্যূহ কে ভেদ করিয়াছিল?—অভিমন্যু।

৩। পঞ্চপাণ্ডবের নাম কি?—যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জুন, নকুল ও সহদেব।

৪। দধীচির অস্থিনির্মিত অস্ত্রে কোন্ অসুর নিহত হইয়াছিল?—বৃত্রাসুর।

৫। দ্রৌপদী কি করিয়া পঞ্চপাণ্ডবের পত্নী হইলেন?—বনবাসকালে একদা অর্জুন দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর-সভায় উপস্থিত হইয়া লক্ষ্য ভেদ করিয়া দ্রৌপদীকে লাভ করেন এবং দিনান্তে পঞ্চপাণ্ডব কুন্তীকে আসিয়া বলেন যে, তাঁহারা একটি জিনিস আনিয়াছেন। কুন্তী সে জিনিস না দেখিয়াই প্রত্যুত্তরে বলিয়াছিলেন, "তোমরা পঞ্চভ্রাতা উহা ভাগ করিয়া লও।"

৬। অজ্ঞাতবাসের সময় পঞ্চপাণ্ডবেরা বিরাট নগরে কি নামে পরিচিত ছিলেন?—যুধিষ্ঠির কঙ্ক, ভীম বল্লভ, অর্জুন বৃহন্নলা, নকুল গ্রন্থিক এবং সহদেব তন্ত্রীপাল নামে পরিচিত ছিলেন।

৭। অমর কাহারা?—হনুমান, বলি, ব্যাস, অশ্বত্থামা, বিভীষণ, কৃপাচার্য ও পরশুরাম। সমুদ্রমন্থনে কি কি দ্রব্য উঠিয়াছিল?—অমৃত, বিষ, পারিজাত, চন্দ্র, উচ্চৈঃশ্রবা, ঐরাবত, লক্ষ্মী, কৌস্তুভ ও ধন্বন্তরী। ইহার মধ্যে ইন্দ্র লইয়াছিলেন উচ্চৈঃশ্রবা ঘোড়া ও ঐরাবত হাতী।

৮। কে নিজের বৃদ্ধাঙ্গুলি কর্তন করিয়া গুরুদক্ষিণা দিয়াছিলেন?—একলব্য।

৯। ফল্গুনদী অন্তঃসলিলা হইল কেন?—সীতার অভিশাপে।

১০। "অশ্বত্থামা হতঃ ইতি গজঃ", এই কথা কে বলিয়াছিলেন?—যুধিষ্ঠির।

১১। কোন্ মহর্ষি মাতৃগর্ভে থাকিয়া বেদাভ্যাস করিতেন?—পরাশর।

১২। কোন্ ক্ষত্রিয় তপস্যা-প্রভাবে ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন?—বিশ্বামিত্র।

১৩। দেবরাজ ইন্দ্রের পত্নীর নাম কি?—শচী।

১৪। কোন্ মুনি পিতার আদেশে মাতাকে হত্যা করিয়াছিলেন?—পরশুরাম।

১৫। কোন্ রাজা আশ্রিত কপোতের প্রাণরক্ষা করিতে গিয়া আপনার দেহমাংস কাটিয়া দিয়াছিলেন?—রাজা শিবি।

১৬। বিষ্ণুর দশ অবতারের নাম কি?—মৎস্য, কূর্ম, বরাহ, নৃসিংহ, বামন, রাম, বলরাম, পরশুরাম, বুদ্ধ ও কল্কি। ভগবতীর দশমূর্তির নাম কি?—কালী, তারা, ষোড়শী, ভুবনেশ্বরী, ভৈরবী, ছিন্নমস্তা, ধূমাবতী, বগলা, মাতঙ্গী ও কমলা।

১৭। জরাসন্ধ নাম হইল কেন?—মগধের রাজা বৃহদ্রথের দুই মহিষীর গর্ভে একটি শিশুর দ্বিধা-বিভক্ত দুই অংশ জন্মে। ভূমিষ্ঠ হইবার পর অংশদ্বয় অরণ্যমধ্যে নিক্ষিপ্ত হইলে জরানাম্নী রাক্ষসী উহাদিগকে একত্র করিলে শিশুর প্রাণসঞ্চার হয়। এই শিশু উত্তরকালে জরাসন্ধ নামে খ্যাত হন।

১৮। মেদিনী কর্ণের রথচক্র গ্রাস করিয়াছিল কেন?—মৃগভ্রমে হোমধেনু হত্যা করায় জনৈক ঋষির অভিশাপের ফলে।

১৯। লক্ষ্মণের শক্তিশেল হইয়াছিল কেন?—রাবণ সীতার অজ্ঞাতে তাঁহার পূজা করিতেন। লক্ষ্মণ এই তথ্য অবগত হইলে রাবণ তাঁহাকে এই ঘটনা প্রকাশ করিতে নিষেধ করেন। এই সত্যগোপনজনিত পাপ-খণ্ডনের জন্য লক্ষ্মণের শক্তিশেল হইয়াছিল।

২০। রাবণ ও কুম্ভকর্ণ কে ছিলেন?—ইঁহারা ভগবান্ বিষ্ণুর স্বর্গের দ্বারী ছিলেন। শৌনিক মুনির অভিশাপে ইঁহারা রাক্ষস হন।

২১। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে অস্ত্র গ্রহণ করিবেন না, এই প্রতিজ্ঞা কেন ভঙ্গ করেন?—অর্জুন ভীষ্ম কর্তৃক পুনঃপুনঃ শরাঘাতে আহত হওয়ায় শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে রক্ষা করিবার জন্য অস্ত্র গ্রহণ করেন।

২২। হিরণ্যকশিপু কোন্ সময় নিহত হইয়াছিলেন ?—দিবা ও রাত্রির সন্ধি-স্থলে, কারণ ব্রহ্মার বরে তিনি আলোকে এবং অন্ধকারে অবধ্য ছিলেন।

২৩। বিভীষণের মূর্তি ধরিয়া কে রাম-লক্ষ্মণকে চুরি করিয়া লইয়া গিয়াছিল ? —মহীরাবণ।

২৪। জতুগৃহ হইতে পাণ্ডবগণকে উদ্ধার করিবার জন্য কাহারা জীবন উৎসর্গ করিয়াছিল ?—পাঁচজন চণ্ডাল ও তাহাদের মাতা।

২৫। লক্ষ্মণ দ্বাদশ বৎসর আহার করেন নাই কেন ?—রাম লক্ষ্মণকে ফল ধরিতে বলিয়াছিলেন, কিন্তু খাইতে বলেন নাই।

২৬। সীতার মাতা কে ?—বসুন্ধরা।

২৭। ভীষ্মের প্রকৃত নাম কি এবং ঐরূপ নাম কেন হইল ?—দেবব্রত ; পিতা পুনরায় বিবাহ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে তাঁহার ইচ্ছা পূরণার্থে তিনি চিরকুমার থাকিবেন বলিয়া শপথ গ্রহণ করেন ; এই ভীষণ প্রতিজ্ঞা করিবার পর হইতে তিনি ভীষ্ম নামে পরিচিত হন।

২৮। দশরথের কন্যার নাম কি ?—শান্তা। ধৃতরাষ্ট্রের কন্যার নাম কি ?—দুঃশলা।

২৯। অভিমন্যু চক্রব্যূহ হইতে বাহির হইতে পারেন নাই কেন ?—মাতৃগর্ভে অবস্থানকালে অভিমন্যু ব্যূহের মধ্যে প্রবেশ করিবার কৌশল পিতার মুখে শুনিয়া জানিয়াছিলেন, কিন্তু সুভদ্রা, নিদ্রাভিভূত হইয়া পড়ায় নির্গমনের উপায় অর্জুনের মুখ হইতে শুনিতে পান নাই।

৩০। কোন্ রাজা দানের দক্ষিণা দিতে গিয়া আপনাকে ও আপনার স্ত্রীপুত্রকে বিক্রয় করিয়াছিলেন ?—রাজা হরিশ্চন্দ্র।

৩১। যুধিষ্ঠিরের সহোদর ভ্রাতা কয়জন ?—তিনজন : কর্ণ, ভীম ও অর্জুন।

৩২। নৃত্যকলায় পারদর্শিতা দেখাইয়া কে মৃত স্বামীর জীবন ফিরাইয়া আনিয়াছিলেন ?—বেহুলা।

৩৩। দেবতাদের চিকিৎসক কে ?—অশ্বিনীকুমারদ্বয়। দেবগুরু কে ?—বৃহস্পতি। দৈত্যগুরু কে ?—শুক্রাচার্য।

৩৪। শ্রীকৃষ্ণের শঙ্খ ও অর্জুনের ধনুর নাম কি ?—পাঞ্চজন্য ও গাণ্ডীব।

৩৫। কোন্ মহর্ষি চণ্ডাল-কন্যা বিবাহ করিয়াছিলেন ?—বশিষ্ঠ।

৩৬। শ্বশুরের সম্মানরক্ষার জন্য তাঁহারই আদেশে কোন্ বিদুষী রমণী নিজের জিহ্বা কর্তন করিয়াছিলেন ?—খনা।

৩৭। কে ছয়মাস ধরিয়া নিদ্রা যাইত ?—কুম্ভকর্ণ।

৩৮। ব্যাসকাশীতে মরিলে মানুষ গর্দভ হয় কেন ?—স্বয়ং ভগবতী বধিরা বৃদ্ধার বেশ ধরিয়া ব্যাসদেবকে বারংবার 'ব্যাসকাশীতে মরিলে কি হয়' এই প্রশ্ন করায় তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া বলিয়াছিলেন, 'এখানে মরিলে মানুষ গর্দভ হয়।'

৩৯। অর্জুন তাঁহার কোন্ সহোদর ভ্রাতাকে বধ করিয়াছিলেন ?—কর্ণ।

৪০। পঞ্চপাণ্ডবের বনবাস হইয়াছিল কেন ?—দুর্যোধনের সঙ্গে কপট পাশাখেলায় পরাজিত হইয়া।

৪১। ভীম দুঃশাসনের বক্ষঃ বিদীর্ণ করিয়া রক্তপানের প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন কেন ?—দুঃশাসন দ্রৌপদীর কেশাকর্ষণ করিয়া সভামধ্যে তাঁহার বস্ত্র হরণ করিবার প্রয়াস পাইয়াছিল বলিয়া ভীম এই রকম প্রতিজ্ঞা করেন।

৪২। কামদেবের ফুলধনুতে কোন্ কোন্ ফুলের উল্লেখ আছে ?—অরবিন্দ, অশোক, আম্র-মুকুল, নবমল্লিকা, রক্তোৎপল।

৪৩। বিন্ধ্যাচলের গর্বিত শির কে অবনমিত করেন ?—অগস্ত্য মুনি।

৪৪। পুরাণোক্ত ত্রিকালদর্শী কাকের নাম কি ?—ভূষণ্ডি।

৪৫। "পঞ্চকন্যা স্মরেন্নিত্যং মহাপাতক-নাশনম্" এই পঞ্চকন্যা কাহারা ?—অহল্যা, দ্রৌপদী, কুন্তী, তারা, মন্দোদরী। ("অহল্যা-দ্রৌপদী-কুন্তী-তারা-মন্দোদরী-স্তথা')

৪৬। গঙ্গার নাম ভাগীরথী ও জাহ্নবী হইল কেন ?—ভগীরথ গঙ্গাকে স্বর্গ হইতে মর্ত্যে আনয়ন করিয়াছিলেন বলিয়া ভাগীরথী নাম হইয়াছে। গঙ্গাকে

মর্ত্যে আনিবার সময় জলোচ্ছ্বাসে জহ্নুমুনির তপোভঙ্গ হওয়ায় ক্রুদ্ধ হইয়া তিনি গঙ্গাকে এক গণ্ডুষে পান করিয়া ফেলেন ও পরে ভগীরথের

কাশীর দশাশ্বমেধ ঘাট
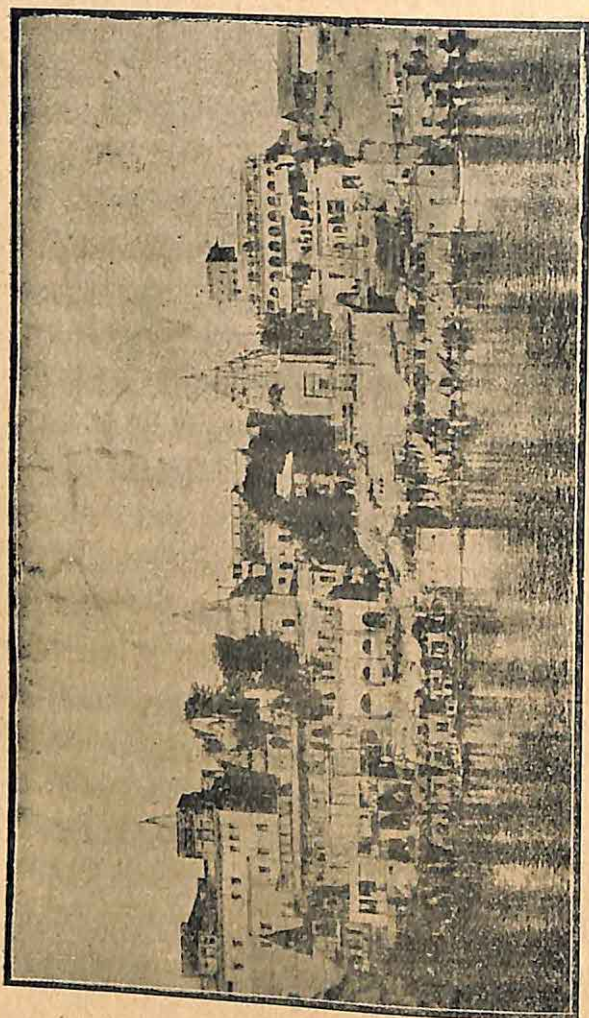
স্তবে তুষ্ট হইয়া আপন উরু বিদীর্ণ করিয়া গঙ্গাকে মুক্তি দেন, তাই গঙ্গার আর এক নাম জাহ্নবী।

৪৭। গণেশের গজমুণ্ড হইল কেন ?—শনির দৃষ্টিতে গণেশের মুণ্ড পুড়িয়া গেলে শোকার্তা উমাকে শান্ত করিবার নিমিত্ত বিষ্ণু তাঁহার স্কন্ধে গজমুণ্ড সংযোগ করিয়া দেন, এবং বলেন যে, সকল দেবতার পূজার আগে গণেশের পূজা করিতে হইবে।

৪৮। কাহার হাড় দিয়া পাশা নির্মিত হইয়াছিল ?—শকুনির পিতা সুবল রাজার।

৪৯। রামচন্দ্রের সৈন্যদলের চিকিৎসক ছিলেন কে ?—সুষেণ।

৫০। শ্রীকৃষ্ণ ইন্দ্রের সহিত যুদ্ধ করিয়া নন্দনকানন হইতে পারিজাত পুষ্প আহরণ করিয়াছিলেন কেন ?—পত্নী সত্যভামাকে উপহার দিবার জন্য।

৫১। 'ব্যাসকূট' কি ?—কথিত আছে, বেদব্যাস যখন মহাভারত রচনা করিতে মনস্থ করেন তখন তিনি গণেশকে কলমচী হইতে অনুরোধ করেন। গণেশ একটি শর্তে রাজী হইলেন যে, তিনি একবার কলম ধরিলে আর তাহা থামাইবেন না। তখন ব্যাসদেব মুস্কিলে পড়িয়া একটি শর্ত করিলেন যে, তিনি মুখে যাহা বলিয়া যাইবেন উহা লিখিবার সময়ে গণেশকে প্রত্যেকটি শ্লোকের অর্থ বুঝিয়া লিখিতে হইবে। গণেশ রাজী হইলেন। তখন ব্যাসদেব আহ্নিক করিবার কিংবা খাইবার সময় এমন এক একটি কঠিন শ্লোক মুখে রচনা করিতেন যাহা গণেশ সহজে বুঝিতে পারিতেন না। তখন তাঁহার কলম থামিয়া যাইত। মহাভারতের এই কঠিন শ্লোকগুলিকেই 'ব্যাসকূট' বলা হয়।

৫২। পৃথিবীর নাম 'উর্বি' ও 'মেদিনী' হইল কেন ?—পাপের ভারে পৃথিবী যখন রসাতলে যাইতেছিল, তখন কশ্যপমুনি উরু দিয়া তাহাকে রক্ষা করেন, তাই পৃথিবীর এক নাম উর্বি। দ্বন্দযুদ্ধরত 'মধু' ও 'কৈটভ' নামক দানবদ্বয়ের মেদে পরিপ্লুত হয় বলিয়া পৃথিবীর আর এক নাম মেদিনী।

৫৩। 'জড়ভরত' কথাটির অর্থ কি ?—শালগ্রামের রাজর্ষি ভরত ভাবসমাধিতে নিষ্ক্রিয় থাকিতেন বলিয়া জড়ভরতের অর্থ অকর্মণ্য হইয়াছে।

৫৪। মহাদেবের নাম 'ত্রিপুরারি' ও 'নীলকণ্ঠ' হইল কেন ?—সমুদ্রমন্থনে উৎপন্ন বিষ কণ্ঠে ধারণ করায় 'নীলকণ্ঠ' ও ময়দানবের ত্রিপুর দুর্গ ধ্বংস করায় 'ত্রিপুরারি' নাম হইয়াছিল।

৫৫। 'দিক্‌পাল' কাহাদিগকে বলা হয় ?—দশদিকের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা—ইন্দ্র, অগ্নি, যম, নৈঋর্ত, বরুণ, বায়ু, কুবের, মহাদেব, ব্রহ্মা ও অনন্ত। তাই যাঁহারা স্ব স্ব কর্মক্ষেত্রে অতুলপ্রভাব বিস্তার করেন, তাঁহাদিগকে বলা হয় 'দিক্‌পাল'।

৫৬। পৃথিবী ও যমপুরীর মধ্যে কোন্ নদী আছে ?—বৈতরণী।

৫৭। দশাবতার কি কি ?—মৎস্য, কুর্ম, বরাহ, নৃসিংহ, বামন, রাম, বলরাম, পরশুরাম, বুদ্ধ ও কল্কি।

৫৮। দ্বাদশ রাশি কি কি ?—মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কট, সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিক, ধনু, মকর, কুম্ভ, ও মীন।

৫৯। নবগ্রহ কি কি ?—সূর্য, চন্দ্র, মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র, শনি, রাহু ও কেতু।

৬০। সপ্তদ্বীপ কি কি ?—জম্বু, প্লক্ষ, শাল্মলী, কুশ, ক্রৌঞ্চ, শাক ও পুষ্কর।

৬১। সপ্তসমুদ্র কি কি ?—দধি, ক্ষীর, ইক্ষু, লবণ, সুরা, ঘৃত ও স্বাদুদক।

৬২। সপ্তর্ষি কি কি ?—বশিষ্ঠ, অত্রি, অঙ্গিরা, মরীচি, পুলস্ত্য, পুলহ ও ক্রতু।

৬৩। পঞ্চগব্য কি কি ?—দধি, দুগ্ধ, ঘৃত, গোময়, ও গোমূত্র।

৬৪। পঞ্চবটী কি কি ?—অশ্বত্থ, বট, বিল্ব, আমলকী ও অশোক।

বৈদেশিক

১। Tantalise শব্দের অর্থ কি ?—আশা দিয়া নিরাশ করা। গ্রীসের পুরাণে লিখিত আছে যে, Zeus-এর পুত্র টেণ্টালাস দেবতাদের অমৃত চুরি করিয়া খাইয়াছিলেন। এই অপরাধে দেবতাদের অভিশাপে তিনি তৃষ্ণার সময়ে জলাশয়ে জলপান করিতে গেলে জল সরিয়া যাইত, এবং ক্ষুধার সময় ফল পাড়িতে গেলে বৃক্ষের ডাল উপরে উঠিয়া যাইত।

২। Chimera শব্দ কি অর্থে ব্যবহৃত হয় ?—মিথ্যা কল্পনা। 'ক্যাইমেরা' সিংহ, ছাগ ও সর্পের আকৃতিবিশিষ্ট গ্রীসদেশীয় পৌরাণিক জীব।

৩। Apple of Discord-এর সহিত কি কাহিনী বিজড়িত আছে ?—বিদ্বেষের দেবী (Eris) একটি স্বুবর্ণ গোলকের উপর 'সৌন্দর্যের রাণীর প্রতি' এই কথাগুলি লিখিয়া স্বর্গের দেবীগণের মধ্যে নিক্ষেপ করেন এবং উহা কাহার প্রাপ্য এই লইয়া বিষম গোলযোগের সৃষ্টি হয়।

৪। To cleanse the Augean stables-এর অর্থ কি ?—বহুদিনের সঞ্চিত গলদ দূর করা। গ্রীসের অন্তর্গত এলিসের পৌরাণিক রাজা অজিয়োসের গো-শালায় ৩০০০ বলদ ছিল। হারকিউলিস দুইটি নদীর গতি পরিবর্তন করিয়া এই বিরাট্ গো-শালার আবর্জনারাশি দূর করেন।

৫। Wings of Azarael কি ?—মৃত্যুর প্রতীক্ষা ঃ কোরানে যমদূতের নাম আজ্রল।

৬। Sword of Damocles বলিতে কি বুঝায় ?—ড্যামক্লিস সাইরাকিউ-সের (Syracuse) রাজা ডায়োনিসাসের চাটুকার সভাসদ্ ছিলেন। তাঁহাকে শিক্ষা দিবার নিমিত্ত রাজা তাঁহাকে আমন্ত্রণ করিয়া শ্রেষ্ঠাসনে বসিতে দিতেন ; কিন্তু তাঁহার আহারের সময় তৃপ্তিকর আহার্য-পরিপূর্ণ টেবিলের ঊর্ধ্বদেশে একগাছা ঘোড়ার লোম দিয়া একখানি সুতীক্ষ্ণ তরবারি ঝুলাইয়া রাখিতেন।

৭। বাইবেলে উল্লিখিত মহাপ্লাবনের সময় সমস্ত পৃথিবী ধ্বংস হইলে সমগ্র মানবজাতির মধ্যে কে কে রক্ষা পাইয়াছিলেন ?—নোয়া (Noah), তাঁহার স্ত্রী ও পুত্রকন্যাগণ। ঈশ্বরের নির্দেশ-অনুযায়ী একটি বিরাট্ নৌকা (Ark) নির্মাণ করিয়া তাহাতে আশ্রয় লইয়া ইহারা জীবন রক্ষা করিয়াছিলেন।

বিখ্যাত সাত

Seven Sages

১। এথেন্সের Solon (নিজেকে জান) ২। মিলেটাশের Thales (প্রতিভূত্ব ধ্বংস আনে) ৩। প্রিনের Bias (বেশীর ভাগ লোকই খারাপ)।

৪। লিন্ডাসের Cleobulous (golden mean)।

৫। মিটিলিনের Pittacus (নিজের সুযোগের উপর লক্ষ্য রাখিও)।

৬। স্পার্টার Chilo (প্রত্যেক বিষয়ে ভবিষ্যৎ চিন্তা করিও)।

৭। কোরিন্থের Periander (পরিশ্রমের অসাধ্য কোন কাজ নাই) উক্ত সপ্ত গ্রীক জ্ঞানীর নাম এবং উল্লিখিত সপ্ত উক্তি Delphi নগরীর Apollo দেবের মন্দিরে উৎকীর্ণ ছিল।

Seven Virtues—বিশ্বাস, আশা, বদান্যতা, বিজ্ঞতা, বিচার, সহিষ্ণুতা ও মিতাচার।

Seven Bibles—(১) খ্রীষ্টানদিগের বাইবেল, (২) মুসলমানদের কোরান, (৩) চীনদিগের পঞ্চ রাজা (রাজা অর্থে, যে কাপড়ের উপর পূর্বে এই সমস্ত ধর্মগ্রন্থ লিখিত হইত, (৪) বৌদ্ধদিগের ত্রিপিটক, (৫) হিন্দুদিগের বেদ, (৬) পারসীকদিগের জেন্দাবেস্ত গ্রন্থ, (৭) স্কেণ্ডিনিভিয়ানদিগের ঈডাস (Eddas).

The Seven Sleepers—যে সাতজন খ্রীস্টিয়ান যুবক অত্যাচার হইতে রক্ষা পাইবার জন্য সিলিয়ান পর্বতের গহ্বরে নিদ্রিত থাকিয়া রোমরাজ্যে খ্রীস্টধর্মের প্রভাব বিস্তৃতির ২০০ শত বৎসর পরে জাগরিত হইয়াছিল।

অনেক রকম

টাকাকড়ি

১। সর্বপ্রথম ধনাগার স্থাপিত হয় কোথায় ?—পুরাকালে গ্রীসের ডেল্‌ফি ও ডেলসের (Delphi and Delos) মন্দিরের পুরোহিতেরা টাকা গচ্ছিত রাখিতেন এবং ধার দিতেন। আধুনিক ধনাগারের অনুরূপ প্রতিষ্ঠান প্রথম স্থাপিত হয় ব্যাবিলনে (Babylon) খ্রীষ্টপূর্ব ৬০০ অব্দে। সর্বপ্রথম ব্যাঙ্ক স্থাপিত হয় ইতালিতে ১৫৮৭ সালে। সেই ব্যাঙ্কটির নাম ছিল ব্যাঙ্কো ডি রিয়ালটো অব্ ভিনিস্ (Banco di Rialto of Venice).

২। বীমার কাজ প্রথম আরম্ভ হয় কবে ?—পণ্যদ্রব্যের বীমা বহুদিন হইতে প্রচলিত আছে। জীবন-বীমার কাজ প্রথম আরম্ভ হয় বিলাতে ১৬৮৩ খ্রীষ্টাব্দে।

৩। Fiat Money কাহাকে বলে ?—আইনের বলে যে প্রচলিত নোটের পরিবর্তে গবর্ণমেণ্ট তুল্য মূল্যের স্বর্ণ বা রৌপ্য মুদ্রা দিতে প্রস্তুত নন্।

৪। রৌপ্য মুদ্রার ধার খাঁজ-কাটা কেন ?—ব্যবহারে মুদ্রার ওজন হ্রাস-প্রাপ্ত হইলে তজ্জনিত ভারের লঘুতা যাহাতে সহজে ধরা যায়।

৫। আমাদের দেশে কোথায় টাকৃশাল আছে ?—কলিকাতা এবং বোম্বাইয়ে। কলিকাতায় আলিপুরে নূতন টাকৃশালটিই ভারতের বৃহত্তম টাকৃশাল। নোট, ডাকটিকিট, রেভিনিউ স্ট্যাম্প, প্রভৃতি ছাপা হয় নাসিকের সিকিউরিটি প্রেসে।

৬। Pounds, Shillings এবং Pence বুঝাইতে আমরা £., *s*., *d*. চিহ্ন ব্যবহার করি কেন ?—এইগুলি Roman শব্দ Libræ (Pounds), Solidi (Shillings), Denarii (Pence) এর প্রথম অক্ষর।

৭। চেক কাহাকে বলে ?—কোন ব্যক্তি বা Firmকে টাকা দিবার জন্য ব্যাঙ্কের উপর আমানতকারীর লিখিত ও স্বাক্ষরিত আদেশপত্র।

৮। বাংলাদেশে তামার পয়সার বদলে আনির প্রচলন হয় কবে ?—১৭৭৫ সালের ১২ই অক্টোবর পয়সার বদলে 'আনি' নামে এক নূতন ধরণের মুদ্রা চল্‌তি হয়।

৯। ভারতবর্ষে টাকাকড়ি-সংক্রান্ত প্রসিদ্ধ পত্রিকা কয়খানি আছে ?—প্রসিদ্ধ দুইখানি—কালকাতায় 'Capital' ও বোম্বাইতে 'Commerce'। এই দুইখানি ইংরেজী সাপ্তাহিক।

১০। ভারতের নিকেলের মুদ্রা প্রচলিত হয় কবে ?—১৯৪৭ খ্রীস্টাব্দে।

ডাক-বিভাগ

১। সস্তা ডাকটিকিটের প্রথম প্রচলন হয় কাহার চেষ্টায় ?—স্যর রোলাণ্ড হিলের (Rowland Hill) চেষ্টায় বিলাতে ৬ই জানুয়ারী ১৮৪০ খ্রীস্টাব্দে সস্তা ডাকটিকিটের প্রচল্‌ন হয়।

২। কোন্ দেশের ডাকটিকিট সবচেয়ে ছোট ?—বলিভিয়া।

৩। উর্ধ্বতম কত টাকা মনিঅর্ডার যোগে পাঠান যায় ?—৬,০০০ টাকা।

৪। রেডিও লাইসেন্স ফি কত ?—বার্ষিক পনের টাকা।

৫। ইংরেজী "পোস্ট অফিস" কথাটির প্রথম প্রবর্তন বা সৃষ্টি হয় ১৬৫২ খ্রীষ্টাব্দে। 'পোস্ট মাস্টার' কথাটির প্রচলন হয় প্রথম ১৬২৬ খ্রীষ্টাব্দে। 'পার্শেল' কথার সৃষ্টি হয় ১৬৪৫ খ্রীষ্টাব্দে। 'পোস্ট কার্ড' প্রথম দেখা দেয় ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে। কিন্তু 'পোস্টম্যান' বহু প্রাচীন; ১২৫০ খ্রীষ্টাব্দে ইংলণ্ডে 'পোস্টম্যান' বিদ্যালয় ছিল।

৬। চিঠিপত্রে ডাকঘরের যে মার্কা পড়ে, তাহার প্রথম প্রবর্তন হয় গ্রেট-ব্রিটেনে ১৬৬০ খ্রীষ্টাব্দে। কিন্তু তখন এ মার্কায় ডাকঘরের নাম থাকিত না। শুধু দুটি অর্ধ-চন্দ্রাকারে মার্কা পড়িত—উপরার্ধে দুটি

হরফে মাসের এবং নিম্নার্ধে দিনের নির্দেশ থাকিত। তারপর ১৬৮০ খ্রীষ্টাব্দে এই ছাপে ডাকঘরের নাম অঙ্কিত হয়।

৭। বাংলাদেশে সর্বপ্রথম ডাকঘর সৃষ্টি হয় কবে?—সম্রাট্ শের শাহ্ সর্বপ্রথম ডাকঘরের সৃষ্টি করেন। এখনকার মত তখন ডাকটিকিটের প্রচলন ছিল না। দূরত্ব হিসাবে মাশুলের হার কম-বেশী হইত। তখনকার দিনে রাজা ও জমিদারের চিঠিগুলিই কেবল নির্দিষ্ট ঠিকানায় বিলি করার ব্যবস্থা ছিল। অন্য লোকদের ডাকঘর হইতে মাশুল দিয়া চিঠি আনিতে হইত।

৮। ভারতবর্ষের কোন্ কোন্ প্রসিদ্ধ কবিদের ছবি-সম্বলিত ডাকটিকিট প্রস্তুত হইয়াছে এবং উহার প্রচলন কবে হইয়াছে?—তুলসীদাস, মীরাবাঈ, রবীন্দ্রনাথ, সুব্রহ্মণ্য, ভারতী প্রভৃতি প্রাচীন ও আধুনিক ভারতের প্রসিদ্ধ কবিদের ছবি-সম্বলিত ডাকটিকিট স্বাধীন ভারতে ১৯৫২ সালে প্রথম প্রচলিত হয়। ভারতবর্ষের কোন্ রাষ্ট্রনেতার ছবি-সম্বলিত ডাকটিকিট হইয়াছে?—মহাত্মা গান্ধীর।

৯। ডাকটিকিট সংগ্রহের রেওয়াজ কে প্রথম প্রবর্তন করেন?—ব্রিটিশ মিউজিয়মের অধ্যক্ষ ডাক্তার গ্রে।

১০। বেয়ারিং চিঠি কাহাকে বলে?—বিনা ডাকটিকিটের চিঠিপত্রকে বেয়ারিং বলা হয়। চিঠি বেয়ারিং হইলে চিঠির মূল্যের দ্বিগুণ মাশুল দিতে হয়।

১১। কোন্ দেশের ডাকটিকিটে দেশের নাম নাই?—গ্রেট্ ব্রিটেন।

বিচিত্র তথ্য

১। 'White Coal' বা শ্বেত কয়লা কাহাকে বলে?—জলশক্তিকে রূপক ভাষায় এইরূপ বলা হয়।

২। ভূ-কম্পন সবচেয়ে বেশী কোথায় হয়?—ইতালি ও জাপানে। গত ৫০ বৎসরের মধ্যে এই দুইটি দেশের প্রত্যেকটিতে ২৭,০০০ বার ভূ-কম্পন হইয়াছে।

৩। ডুবো জাহাজ সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে কত নীচে নামিতে পারে?—২০০ হইতে ৩০০ ফিট্।

৪। পৃথিবীর মধ্যে প্রাচীনতম সহর কোন্‌টি?—সিরিয়ার রাজধানী ডামাস্কাস্। কথিত আছে Uz (উজ) ইহার প্রতিষ্ঠা করেন।

৫। সংসার-ত্যাগী না হইয়াও চিরকুমারদের মধ্যে কে কে বিশ্ববিশ্রুত হইয়াছেন?—

(১) পেট্রার্ক (Petrarch), ইতালির কবি।
(২) মিথায়েল অ্যাঞ্জেলো (Michæl Angelo), প্রসিদ্ধ চিত্রকর।
(৩) শোপেনহর (Schopenhauer), জার্মান দার্শনিক।
(৪) সুইনবার্ন (Swineburne), বিখ্যাত ইংরেজ কবি।
(৫) ভল্‌তেয়ার (Voltair), প্রসিদ্ধ ফরাসী নাট্যকার ও দার্শনিক।
(৬) সিসিল রোড্‌স (Cecil Rhodes), ইংরেজ ধনকুবের ও দাতা।
(৭) ওয়াল্ট হুইট্‌ম্যান (Walt Whitman), আমেরিকার যুক্তরাজ্যের বিখ্যাত কবি।
(৮) স্যার প্রফুল্লচন্দ্র রায়, বাংলার প্রসিদ্ধ রাসায়নিক।

৬। সাইবেরিয়ার ইস্ট কেপে সর্বপ্রথম উষার আলোক দেখা যায়; তাহার পূর্বে পূর্ব-গোলার্ধে অপর কোন স্থানে আলোক দেখা যায় না।

৭। সমুদ্রপৃষ্ঠে ঢেউয়ের উচ্চতা কত ফিট হইতে পারে?—ঝটিকা বিক্ষুব্ধ সমুদ্রেও ঢেউয়ের উচ্চতা সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে এগার ফিটের উর্ধ্বে উঠিতে পারে না।

৮। কোন্ নদীতে একটিও মাছ নাই?—খ্রীষ্টানদিগের পবিত্র নদী জর্ডন।

৯। প্যারিস সহরে কখন্ এমন খাদ্যাভাব হইয়াছিল যে, লোকে দাম দিয়া ইঁদুর কিনিয়া খাইত?—১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে যখন জার্মানরা প্যারিস অবরোধ করে।

১০। ফ্রান্সে ও আমেরিকার যুক্তরাজ্যে কোন্ কোন্ যন্ত্রের সাহায্যে

প্রাণদণ্ড দেওয়া হয় ?—ফ্রান্সে গিলোটিন এবং যুক্তরাজ্যে বৈদ্যুতিক চেয়ার।

১১। কোন্ জাতীয় পতঙ্গ জীবনের সতের বৎসর মাটির মধ্যে ও পাঁচ সপ্তাহ মাটির উপরে বাস করে ?—শিকাডা (Cicada).

১২। কয়লার উপর ট্যাক্স বসাইয়া কোন্ বিখ্যাত গির্জা নির্মাণের ব্যবস্থা করা হইয়াছিল ?—লণ্ডনের সেণ্ট পল্‌স ক্যাথিড্রাল।

১৩। ছাগলচুরির অপরাধে কোথায় শিরচ্ছেদ করা হয় ?—আফ্রিকার কঙ্গো প্রদেশে সর্বাপেক্ষা ভীষণ অপরাধ ছাগলচুরি। অপরাধীর প্রায়ই শিরচ্ছেদ করিয়া দণ্ড দেওয়া হয়।

১৪। নিউ ইয়র্কের এক হোটেলওয়ালা মিছরি দিয়া প্লেট, কাপ, ডিস তৈয়ারী করিয়াছেন। হোটেলে কেহ খাইতে আসিলে এই সব ডিসে ভোজ্য এবং পানীয় দেওয়া হয়। খরিদ্দারগণ আহারের শেষে প্লেটগুলিও খাইয়া নিঃশেষ করে। ফলে হোটেলওয়ালাকে প্লেট-ডিস মাজিবার বা ধুইবার হাঙ্গামা পোয়াইতে হয় না।

১৫। কে প্রথম ইংলণ্ডবাসীকে 'A nation of shopkeepers' বলিয়াছিলেন ? —প্রথমে নেপোলিয়ান এই কথা বলিয়াছিলেন। তারপর ১৭৬০ খ্রীঃ অব্দে অ্যাডাম স্মিথ (Adam Smith) *Wealth of Nations* নামক পুস্তকে এই কথা লিখিয়াছিলেন।

১৬। পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে পুরাণো ঘড়ি কোথায় আছে ?—সবচেয়ে পুরাণো ঘড়ি আছে Dijonএর নোতেরদাম গির্জায়। এই ঘড়িটি তৈরী করিয়াছিল Jaques Mark এবং সেটা শহরবাসীকে উপহার দেন Philip the Hardy ১৩৮৩ সালে। ঘড়িটির বয়স সাড়ে পাঁচশো বছরের বেশি। কিন্তু এখনও ইহা ঠিক চলিতেছে। এটা Dijonএর লোকেদের গৌরব।

১৭। ভারতে বর্তমানকালে গাছতলায় বসিয়া লেখাপড়া শিক্ষা দেওয়া হয় কোথায় ?—রবীন্দ্রনাথের প্রতিষ্ঠিত শান্তিনিকেতনে।

১৮। সবচেয়ে পুরাতন 'উইল' কোথায় পাওয়া গিয়াছে?—নবম শতকে ইংলণ্ডের রাজা এ্যালফ্রেড দি গ্রেটের সময়। ভারতবর্ষে উইলপ্রথা কোন্ সময় প্রথম প্রচলিত হয়?—১৭৭৫ খ্রীষ্টাব্দে।

বিহঙ্গ-বৈচিত্র্য

১। মাধ্যাকর্ষণ শক্তির প্রভাবে উড্ডীয়মান পক্ষী নীচে নামিয়া আসে না কেন?—পাখী উড়িবার সময় যখন পক্ষ সঞ্চালিত করে, তখন পক্ষতাড়িত বায়ুর ঊর্ধ্ব চাপে মাধ্যাকর্ষণ শক্তি ব্যর্থ হইয়া যায়।

২। কোন্ কোন্ পাখী উড়িতে পারে না?—(এমু পাখী) Emu, (অস্ট্রেলিয়ার উটপাখী), Rhea (একপ্রকার উটপাখী) এবং Cassowary; নিউজিল্যাণ্ডের Opteryse এবং Penguins.

৩। সারসের এবং কাদাখোঁচা পাখীর ঠোঁট লম্বা কেন?—অল্প জলে মাছ ধরিবার পক্ষে সারসের লম্বা ঠোঁট এবং কাদার মধ্যে পোকামাকড় খুঁজিবার জন্য কাদাখোঁচা পাখীর লম্বা ঠোঁট বিশেষ উপযোগী।

৪। উট্পাখীর পাগুলি লম্বা কেন?—শত্রুর আক্রমণ হইতে দৌড়াইয়া আত্মরক্ষা করিবার জন্য লম্বা পাগুলি অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। তাহারা ডানার সাহায্যে উড়িতে পারে না।

৫। পৃথিবীর মধ্যে কোন্ পাখী বৃহত্তম বাসা বাঁধে?—অস্ট্রেলিয়ার Megapode পাখীদের বাসাগুলি বালু, মাটি ও প্রস্তরখণ্ড দ্বারা নির্মিত। এই বাসার ভিতর ইহারা ডিম পাড়ে এবং সূর্যের উত্তাপে ডিম ফুটে। বাসার পাদদেশ আয়তনে ১৫০ ফিট পর্যন্ত হইয়া থাকে।

৬। কোন্ পাখী প্রায় দেড় সের ওজনের ডিম পাড়ে?—উটপাখী।

৭। কোন্ পাখী অন্য পাখীর বাসায় ডিম পাড়ে?—কোকিল। কোকিল নিজে বাসা বাঁধে না।

৮। সবচেয়ে কোন্ পাখী সুন্দর গান করে?—উত্তর-আমেরিকার মকিং বার্ড।

৯। কোন্ প্রাণী মুখ দিয়া মলত্যাগ করে?—বাদুড়।

১০। কোন্ পাখী ডিম পাড়ে অথচ ইহার শাবককে স্তন্য পান করায়?—অস্ট্রেলিয়ার ডাক বিল (Duck Bill)।

১১। পাখীর ডিম বিভিন্ন বর্ণের হয় কেন?—ডিমের এই বিভিন্ন বর্ণের জন্য পাখীর দেহের আভ্যন্তরিক অবস্থা দায়ী।

১২। হাঁসের পালকে জল লাগিলে ভিজে না কেন?—হাঁসের পালকের নীচে তৈলগ্রন্থি আছে। সেখান হইতে একপ্রকার তৈলাক্ত পদার্থ বাহির হইয়া হাঁসের পালক তৈলাক্ত করিয়া রাখে, তাই তাহাদের পালক জলে ভিজে না।

১৩। সবচেয়ে ছোট পাখীর নাম কি?—ইকুয়েডার প্রদেশের 'হামিং বার্ড' পাখীই সবচেয়ে ছোট। এই পাখীর পালক ছাড়াইলে দেখা যায়, ইহার শরীর রাণী-মৌমাছির চেয়ে কিছু বড়।

প্রাণী-বৈচিত্র

১। কোন্ প্রাণী জল পান করে না?—আফ্রিকার কৃষ্ণকায় মৃগ। উহারা যে কন্দ খায় তাহা হইতে জলের প্রয়োজন মিটে।

২। শূকরে কি সর্প খায়?—হাঁ, যুক্তরাজ্যে সর্পবহুল বনে সর্প ধ্বংস করিবার জন্য শূকর ছাড়িয়া দেওয়া হয়।

৩। গরুর কেবল নাসিকা ঘামে কেন?—নাসিকা ভিন্ন অন্য কোথাও উহার স্বেদগ্রন্থি নাই।

৪। বন্য হস্তী মরিলে কোথায় যায়?—অদ্যাপি স্বাভাবিক কারণে মৃত বন্য হস্তী দেখা যায় নাই। শুনা যায়, তাহারা সকলেই মৃত্যুকাল উপস্থিত হইলে কোন দুর্গম স্থানে গিয়া শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে।

৫। কোন্ জন্তু চক্ষু ও নাক দিয়া নিঃশ্বাস ফেলে ?—হরিণ।

৬। কোন্ কীটের আটটি চোখ আছে—মাকড়সার। ইহাদের মত নিপুণ কারিগর-কীট আর নাই। ইহাদের তৈরি জাল এমন সূক্ষ্ম যে, দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়।
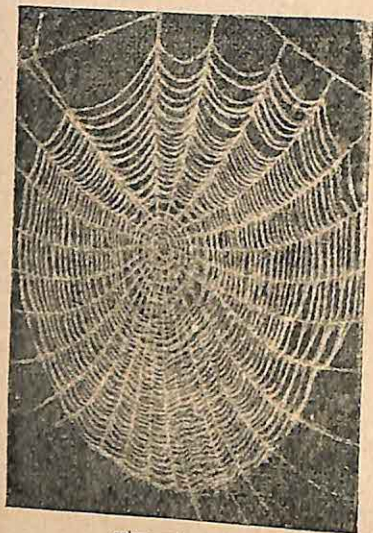
মাকড়সার জাল

৭। মরুভূমির জাহাজ কাহাকে বলে ?—উষ্ট্রকে।

৮। কোন্ দেশের বিড়ালের লেজ নাই ?—ম্যান্ দ্বীপের (Isle of Man)।

৯। বিড়াল রাত্রে কেমন করিয়া দেখে ?—বিড়াল রাত্রে চোখের মণি খুব বড় করিতে পারে বলিয়া দেখিতে পায়।

১০। আফ্রিকার জঙ্গলে কি বাঘ পাওয়া যায় ?—চিতা বাঘ ভিন্ন অন্য কোন ব্যাঘ্র সেখানে দৃষ্ট হয় না।

১১। উট্ কেমন করিয়া বহুদিন জল না খাইয়া থাকিতে পারে ?—উটের পেটের ভিতর অতিরিক্ত একটি থলি থাকে ; তার মধ্যে সে এক সময়ে প্রচুর জল পুরিয়া রাখে এবং জলাভাবের সময় থলির মধ্যস্থ জল তাহার পিপাসা দূর করে।

১২। শীতকালে বাদুড় ঘুমায় কেন ?—শীতকালে কীটপতঙ্গ দেখা যায় না, এবং ঘুমন্ত অবস্থায় বাদুড়ের কোনরূপ আহারের প্রয়োজন হয় না। তখন উড়িয়া বেড়াইলে শক্তি ক্ষয় হইবে এবং অনাহারে মারা যাইবে।

১৩। কোন্ জন্তু তাহার সন্তানকে পেটের নীচে থলির মধ্যে রাখে?—কেঙ্গারু।
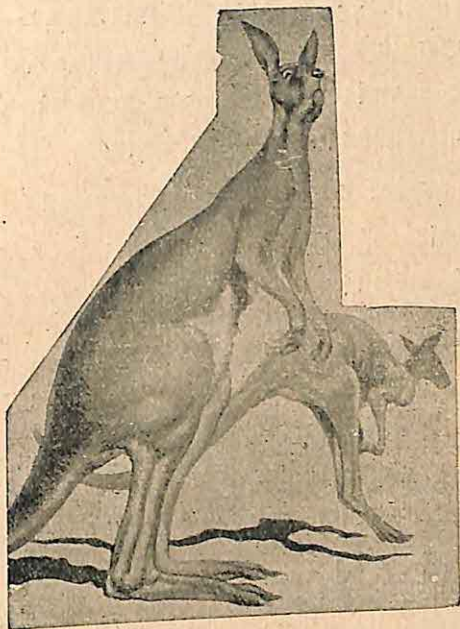
কেঙ্গারু

১৪। বিড়াল কেন ধীরে ধীরে খায় ও কুকুর কেন তাড়াতাড়ি খায়?—আমাদের গৃহপালিত বিড়ালের পূর্বপুরুষগণ একাকী শিকার করিত এবং নিশ্চিন্ত মনে খাইত। আর আমাদের কুকুরের পূর্বপুরুষগণ দলবদ্ধভাবে শিকার করিত এবং একটি শিকার পাইলে সকলে মিলিয়া উহার অংশ গ্রহণ করিবার জন্য কাড়াকাড়ি করিত। ইহারা এখনও পূর্বপুরুষদের সেই অভ্যাস ত্যাগ করিতে পারে নাই।

১৫। পৃথিবীর কোথায় কোথায় সিংহ পাওয়া যায়?—আফ্রিকা এবং পারস্য (বর্তমানে ইরান) দেশ। রাজপুতনায়ও সিংহ পাওয়া যায়। তথা-

কথিত পার্বত্য সিংহ অথবা পিউমা প্রকৃতপক্ষে সিংহ নয়, পরন্তু উহারা চিতাবাঘ এবং জাগুয়ার শ্রেণীভুক্ত।

১৬। তৃণভোজী প্রাণিগণ বহুক্ষণ ধরিয়া ঘাস খায় কেন?—কারণ তাহাদের খাদ্যের মধ্যে অতি অল্প পরিমাণেই খাদ্যপ্রাণ পদার্থ আছে। এজন্য তাহাদের প্রচুর পরিমাণে আহার করা প্রয়োজন। মাংসাশী জন্তু অল্প সময়ের মধ্যে যথেষ্ট মাংস ভক্ষণ করিতে পারে।

১৭। প্রাণীরা কি স্বপ্ন দেখে?—বিড়াল এবং কুকুর নিশ্চয়ই স্বপ্ন দেখে। নিদ্রিতাবস্থায় কুকুর ঘেউ ঘেউ করে, এবং বিড়াল তাহার নাসিকা ও নখ হেঁচকাইয়া টানে।

১৮। বিড়ালের চোখ রাত্রিতে জ্বলে কেন?—মানুষের ন্যায় বিড়ালের দেখিবার জন্য ক্যামেরার লেন্সের মত জিনিসটা ছাড়াও চোখের ভিতরের দেওয়ালে স্টাপেটাম বলিয়া একটা পদার্থের প্রলেপ থাকে—এই পদার্থ হইতে একপ্রকার উজ্জ্বল আলোক চোখের পর্দায় প্রতিফলিত হয়, এবং উহা রাত্রির অন্ধকারে বেশ স্পষ্ট দেখা যায়; তাই মনে হয় বিড়ালের চোখ জ্বলে।

৯। কোন্ বৃহৎ দেহধারী জন্তু ডাকিতে পারে না?—জিরাফ।

।। ভয় পাইলে জীবজন্তুর গায়ের লোম খাড়া হইয়া উঠে কেন?—কারণ প্রত্যেকটি লোম বা চুলের গোড়ার চারিধারে গোল খাপ থাকে; একে বলা হয় 'follicle' এবং ইহার সঙ্গে থাকে রক্তের থলি এবং গ্রন্থি—এ-গুলির কাজ হইল চুলকে নরম আর তৈলাক্ত করিয়া রাখা, আর থাকে রক্তের থলির সঙ্গে লাগানো কতকগুলি বিভিন্ন স্নায়ু আর পেশী। এই পেশীগুলিতেই স্নায়ুর যোগাযোগ আছে; কাজেই যখন জন্তু-জানোয়ার ভয় পায়, তখন তাহাদের স্নায়ুগুলো সজাগ হইয়া উঠে এবং সেই সঙ্গে পেশীগুলি কুঁচ্কাইয়া যায়—কাজেই তখন চুল বা লোমগুলি খাড়া হইয়া উঠে।

২১। কোন্ কোন্ স্তন্যপায়ী জন্তু ডিম পাড়ে?—হংসচঞ্চু। এই জীবটি প্রকৃতির অদ্ভুত সৃষ্টি। হাঁসের মত ঠোঁট এবং চারিটি পায়ের পাতা জোড়া, শরীরের উপর বিড়ালের মত লোম আবার এর লেজও আছে। আর একটি জীব আছে তার নাম এচিডন।

২২। কুকুর জিভ্ বাহির করিয়া হাঁপায় কেন?—আমরা ক্লান্ত হইলে যেমন শরীরকে ঠাণ্ডা করিবার জন্য ঘর্মগ্রন্থির ব্যবস্থা আছে, কুকুরদের সেইরূপ কোন ভাল ব্যবস্থা নাই। উহাদের ঘর্মগ্রন্থিগুলি কেবল পায়ের থাবায় আছে। তাই গ্রীষ্মকালে ঐভাবে জিব বাহির করিয়া উহারা শ্বাসপ্রশ্বাস লইয়া দেহ শীতল রাখে।

২৩। সবচেয়ে ছোট স্তন্যপায়ী জন্তুর নাম কি?—এশিয়ার পিগমী-স্রু।

২৪। বিড়াল জল দেখিলে ভয় পায় কেন?—জল দেখিয়া বিড়ালের ভয় পাইবার কারণ এই যে, তাহার লোমের উপর কোন তৈলাক্ত পদার্থ
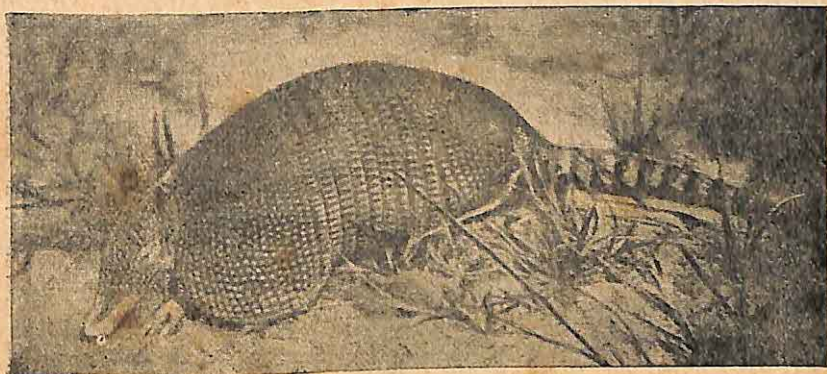
অতিকায় আর্মাডেলো (হংসচঞ্চু)

নাই অর্থাৎ লোমগুলি জলনিরোধক নয়। অন্যান্য জীবের ন্যায় তাহারা গায়ের জল ঝাড়িয়া ফেলিতে পারে না।

২৫। কুকুর কোঁৎ কোঁৎ করিয়া গিলিয়া খায় কেন?—কুকুরের চিবাইয়া খাওয়ার উপযোগী কোন দাঁত মুখের মধ্যে নাই।

২৬। ম্যামথ কাহাকে বলে?—আদিম যুগের অতিকায় হাতীকে ম্যামথ বলা হয়। এই রকম আরো সব অতিকায় জন্তু সেই সময় পৃথিবীতে রাজত্ব করিত, ইহাদের নাম ডাইনোসর, প্যানথোসর ইত্যাদি।

২৭। গণ্ডার ভিন্ন আর কোন্ জন্তুর শরীর সুদৃঢ় বর্মদ্বারা আচ্ছাদিত?—উত্তর-আমেরিকার আর্মাডেলো নামক সরীসৃপজাতীয় জন্তু। কোনো কিছু দ্বারা ইহাদের শরীর বিদ্ধ হয় না।

পোলার বিয়ার

২৮। 'পোলার বিয়ার' কাহাকে বলে?—মেরু অঞ্চলের সাদা ভল্লুক।

২৯। বল্গাহরিণ কোথায় পওয়া যায়?—মেরু অঞ্চলে। সেখানে ইহারা বরফের মধ্যে গাড়ি টানার কাজে ব্যবহৃত হয়।

বল্গাহরিণ

পরমায়ু-নিরূপণ

১। বিভিন্ন জন্তুগণের পরমায়ু—

হস্তী—১০০ বৎসর
গণ্ডার—৪০ „
বানর—৪০ বৎসর
শৃগাল—১৪ „
খেঁকশিয়াল—১০ বৎসর

২। বিভিন্ন পক্ষিগণের আয়ু—

তোতা—২০২ বৎসর
শকুন—১১৮ „
ঈগল—১০৪ „
রাজহাঁস—৭০ „
পেচক—৬৬ বৎসর
ময়ূর— ৪০ „
ঘুঘু— ৪০ „
কুক্কুট— ৩৪ „
হাঁস—৩২ বৎসর।

৩। কচ্ছপের পরমায়ু কত?—প্রায় ৩০০ বৎসর।
৪। কচ্ছপ ওজনে কতখানি হইতে পারে?—প্রায় ৬।৭ মণ।
৫। রুই, কাতলা সাধারণতঃ কতদিন বাঁচে?—৪০।৫০ বৎসর।

পশু, পক্ষী ও মৎস্যের গতি

চিতাবাঘ	প্রতি ঘণ্টায় ৬০ মাইল
জিরাফ্	" " ৩৫ "
স্যালমন মৎস্য (ভীতাবস্থায়)	" " ২৫ "
পাইক " "	" " ১৫ "
বাজপাখী (খাড়াভাবে নামিবার সময়)	" " ৮০ "
" (বায়ু-মধ্য দিয়া উড়িবার সময়)	" " ৬৫ "
ঈগল	" " ১১০ "
হস্তী এবং গণ্ডার	" " ২৫ "

পরিমাণ

১। 'নট' (Knot) বলিতে কত দূরত্ব বুঝায়?—সমুদ্রের দূরত্ব-পরিমাপের ১ মাইল। উহা স্থলের ১ ১/৭ মাইল অথবা ৬,০৮০ ফুটের সমান।
২। ফুলস্ক্যাপ (Foolscap) কাগজের দৈর্ঘ্য এবং প্রস্থ কত?—১৭ ইঞ্চি × ১৩ ১/২ ইঞ্চি।
৩। ইংলণ্ডীয় দৈর্ঘ্যের একক ইয়ার্ড বা গজের মাপ কি অনুসারে এবং কখন্ নির্দিষ্ট হয়?—রাজা প্রথম হেন্‌রীর (Henry I) হাতের মাপ লইয়া। এখন অবশ্য বিলাতে স্ট্যাণ্ডার্ড অফিসে একটি ব্রোঞ্জনির্মিত দণ্ড আছে।
৪। অশ্ব-শক্তি (Horse-Power) বলিতে কি বুঝায়?—১৫০ বৎসর পূর্বে James Watt স্থির করেন যে, এক মিনিটে এক ফুট উর্ধ্বে ৩৩,০০০ পাউণ্ড তুলিতে যে শক্তির প্রয়োজন হয়, উহাই এক অশ্ব-শক্তির সমান।

৫। কোন্ দেশে ১১,৭০০ গজে এক মাইল হয়?—সুইডেনে।

৬। এক ফেটিতে কত সূতা থাকে?—২,৬০০ গজ।

৭। একটি কুঁচের ওজন কত?—এক রতি বা দুই গ্রেন।

৮। কত ইঞ্চিতে এক গিরা হয়?—২১/৪ ইঞ্চি।

৯। এক গ্যালন জলের ওজন কত?—১০ পাউণ্ড।

১০। এক ইঞ্চি বারিপাত বলিতে কি বুঝায়?—বৃষ্টির জল না সরিয়া গিয়া যদি কোন স্থানে বা পাত্রে সঞ্চিত হয়, তবে উহা ১ ইঞ্চি পুরু হইয়া সঞ্চিত হইলে উহাকে ১ ইঞ্চি বারিপাত বলে।

১১। '৫ হাজার টনের' জাহাজ বলিলে কি বুঝায়?—জাহাজের ভিতরের প্রতি ১০০ ঘন ফুটকে ১ টন ধরা হয়। ৫০০০ × ১০০ অর্থাৎ ৫ লক্ষ ঘন ফুট আয়তন-বিশিষ্ট জাহাজই ৫ হাজার টনের জাহাজ।

১২। Broad Guage এবং Metre Guage-এর মাপ কত?—যথাক্রমে ৫ ফুট ৬ ইঞ্চি এবং ৩ ফুট ৩৩/৮ ইঞ্চি।

রেললাইনের ব্যবধান

১। গ্রেটবৃটেন, ক্যানাডা, যুক্তরাষ্ট্র, মেক্সিকো, পেরু, মিশর, চীন, নরওয়ে, সুইডেন, ডেনমার্ক—৪ ফুট ৮১/২ ইঞ্চি।

২। অস্ট্রিয়া, বেলজিয়াম, ফ্রান্স, জার্মানী, হল্যাণ্ড, ইটালী, স্পেন, সুইজারল্যাণ্ড—৪ ফুট।

৩। আয়ার্ল্যাণ্ড—৫ ফুট ৩ ইঞ্চি।

৪। ভারতবর্ষ, আর্জেণ্টাইন, চিলি—৫ ফুট ৬ ইঞ্চি।

৫। স্পেন, পর্তুগাল—৫ ফুট ৫৩/৪ ইঞ্চি।

৬। নিউজিল্যাণ্ড, দক্ষিণ আফ্রিকা, জাপান এবং সুদান—৩ ফুট ৬ ইঞ্চি।

৭। আফ্রিকার পূর্বাংশের দেশগুলি এবং বেলজিয়ান্ কঙ্গোপ্রদেশ—৩ ফুট ৩৩/৮ ইঞ্চি।

সমিতি

১। Freemasonদের সঙ্ঘ কোথায় সর্বপ্রথম প্রতিষ্ঠিত হয়?—ফ্রিমেসন্‌দের

সঙ্ঘ প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয় গ্রীসে। বর্তমানে ইহাদের সংখ্যা অন্যূন ৪৩,১০,০০০। ফ্রিমেসন্‌রা তাঁহাদের বদান্যতার জন্য বিখ্যাত।

২। Salvation Army এর প্রতিষ্ঠাতা কে?—১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে উইলিয়ম বুথ সামরিক প্রথায় এই সৈন্যদল গঠিত করেন। বর্তমানে ৮৮টি দেশে দুঃস্থ এবং পতিতদের উন্নতিসাধনের জন্য ইহার বহু প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিয়াছে। এই প্রতিষ্ঠানগুলির কাজ ন্যূনাধিক ৭১টি ভাষায় সম্পাদিত হয়।

৩। Y. M. C. A.র প্রতিষ্ঠাতা কে?—১৮৪৪ সালে Sir George Williams বিলাতে এই আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানটির ভিত্তি স্থাপন করেন। ইহার উদ্দেশ্য তরুণদের দেহ, মন এবং আত্মার উন্নতি বিধান করা। বিভিন্ন রাষ্ট্রে ইহার ৯.৫৭৮টি শাখা আছে।

৪। St. John Ambulance Association প্রতিষ্ঠার ইতিহাস কি? —১০৪৯ খ্রীষ্টাব্দে Palestine এ তীর্থযাত্রীদের সাহায্যকল্পে অর্ডার অব্ সেণ্ট জন অব্ জেরুজালেম স্থাপিত হয়, পরবর্তীকালে এই প্রতিষ্ঠানটি সেণ্ট জন অ্যাম্বুলেন্স অ্যাসোসিয়েশন রূপে গড়িয়া উঠিয়াছে। আহত এবং বিপন্নের সাহায্য করাই ইহার কাজ।

৫। আহত ব্যক্তিদিগের শুশ্রূষাকারিগণের চিহ্ন লাল-ক্রুশ হইল কেন?—১৫৫৯ সালে ফ্রান্স এবং সার্দিনিয়ার মধ্যে সালফারিনোতে তুমুল যুদ্ধ হয়। এই সময় Durant নামক একজন সুইজারল্যাণ্ডবাসী যুবক সেই যুদ্ধক্ষেত্রের পথ দিয়া যাইতেছিলেন। মুমূর্ষু সৈনিকদের অবস্থা দেখিয়া তাঁহার প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল। তিনি তাঁহার কাজ ভুলিয়া গিয়া আহত সৈনিকদের সেবায় আত্মনিয়োগ করিলেন। তাঁহার এই সেবা যুদ্ধক্ষেত্রের আশেপাশের গ্রামের ইতালীয় মেয়েদের নজরে পড়িল এবং তাঁহারাও তাঁহার কাজে সহায় হইলেন। যুদ্ধক্ষেত্রে তিনি যে অভিজ্ঞতা অর্জন করিয়াছিলেন, সেই সব বর্ণনা দিয়া পুস্তিকা লিখিয়া সকলের কাছে এক সেবা-প্রতিষ্ঠান গড়িবার প্রয়োজনীয়তা বুঝাইয়া আবেদন

জানাইলেন। এই বইখানি পৃথিবীর বহু ভাষায় অনূদিত হয় এবং বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধিগণ কি করিয়া আহত ব্যক্তিগণের যন্ত্রণার লাঘব করা যায় এই উদ্দেশ্যে এক সভা আহ্বান করেন। Durantএর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিবার জন্য এবং সুইজারল্যাণ্ড যুদ্ধে নিরপেক্ষ ছিল বলিয়া সুইজারল্যাণ্ডে এই সম্মেলনের অধিবেশন হয়। অবশেষে সুইজারল্যাণ্ডের জাতীয় চিহ্নকে (লালের উপর সাদা-ক্রুশকে) উল্টাইয়া লাল-ক্রুশকে শুশ্রূষাকারিগণের চিহ্নস্বরূপ গ্রহণ করা হয়।

৬। লীগ অব্ নেশন্স কি ?—লীগ অব্ নেশন্স একটি আন্তর্জাতিক সংঘ। ১৯১৪-১৮ খ্রীষ্টাব্দের মহাযুদ্ধের পর যুক্তরাজ্যের প্রেসিডেণ্ট উড্রো উইলসন ইহার প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। আন্তর্জাতিক শান্তি স্থাপনা করা এবং যুদ্ধ না করিয়া আন্তর্জাতিক বিবাদ পরস্পর আলোচনা দ্বারা মিটমাট করাই ছিল এই সংঘের প্রধান উদ্দেশ্য। বর্তমানে এই প্রতিষ্ঠানটি নাই এবং ইহার পরিবর্তে U.N.O. নামে আর একটি আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান হইয়াছে। (U.N.O. সম্পর্কে বিশেষ বিবরণ অন্যত্র দ্রষ্টব্য।)

৭। P. E. N. Club কি ?—এটাকে বলা যাইতে পারে দেশবিদেশের মজলিস্। পৃথিবীর বহু দেশেই এই ক্লাবের শাখা আছে। পৃথিবীর সমস্ত বড় বড় লেখকদের মধ্যে জাতি, ধর্ম ও নীতির বিচার না করিয়া যাহাতে সত্যিকার বন্ধুত্ব গড়িয়া উঠিতে পারে সেই উদ্দেশ্যে এই ক্লাবের সৃষ্টি। P. E. N. কথাটার 'P' বোঝায় Poets and Play-wrights (কবি ও নাট্যকার), E'তে বুঝায় Editors and Essayists (সম্পাদক ও প্রবন্ধকার), আর 'N'তে বুঝায় Novelists (ঔপন্যাসিক)।

৮। U. N. O. কি ?—বিশ্বের শান্তি ও নিরাপত্তার জন্য পৃথিবীর ৬০টি বিভিন্ন রাষ্ট্র লইয়া সংঘটিত রাষ্ট্রসংঘ।

৯। NATO কি?—ইহার পুরা নাম North Atlantic Treaty Organisation—পশ্চিম-ইউরোপের প্রায় সকল রাষ্ট্রই ইহার সদস্য। এই সংস্থার উদ্দেশ্য সোভিয়েটের আক্রমণ প্রতিরোধ করা।

১০। Rotary Club কি?—ব্যবসায়ী ও বিভিন্ন বৃত্তির লোকদের ইহা একটি আন্তর্জাতিক সমিতি। ইহার সভ্যসংখ্যা খুব সীমাবদ্ধ। সারা পৃথিবীতে ৮০টি বিভিন্ন দেশে ৮,৫০০ রোটারী ক্লাব আছে। সভ্য সংখ্যা প্রায় চার লক্ষ। প্রধান দপ্তর সিকাগো, আমেরিকা। ১৯০৫ সালে মিঃ পল্ হ্যারিস কর্তৃক ইহা প্রতিষ্ঠিত হয়। রোটারী ক্লাবের আদর্শ—বিশ্বশান্তি, পারস্পরিক সদিচ্ছা ও সমাজ-উন্নয়ন।

পোকামাকড়

১। মশা কেন কামড়ায় এবং বোলতা ও মৌমাছি কেন হুল ফুটায়?—যে সব কীট কামড়ায় তাহারা রক্ত শোষণ করে। বোলতা এবং মৌমাছি আত্মরক্ষার জন্য হুল ফুটায়।

২। মৌচাকের মধুচক্রগুলি ছয়কোণা কেন?—কারণ ছয়কোণা চক্রগুলি সমস্ত শূন্যস্থান পূর্ণ করে। চারিকোণ এবং তিনকোণ-বিশিষ্ট চক্রগুলি অপেক্ষা এইগুলি অধিকন্তু বেশি মজবুতও হয়।

৩। কোন্ পতঙ্গ শিকার ধরিয়া তাহাকে সম্মোহিত করিয়া ফেলে?—কাঁচপোকা।

৪। কোন্ প্রাণী শরীরে কোনপ্রকার বেদনা অনুভব করিতে পারে না?—কেঁচো।

৫। কোন্ প্রাণী উভয়লিঙ্গ?—কেঁচো।

৬। কেঁচো না থাকিলে পৃথিবীর কি ক্ষতি হইত?—পণ্ডিত গিলবার্ট বলিয়াছেন যে, কেঁচো না থাকিলে জমির উর্বরতা নষ্ট হইয়া গিয়া মাটি শক্ত পাথর হইয়া যাইত। ফলে মাটির উপর কোনপ্রকার ফসল উৎপন্ন হইত না। কেঁচোর এমন শক্তি আছে যে, শুধু কঠিন

মাটি ভেদ করিয়া সে চলিতে পারে এমন নয়, ইটের দেওয়াল ভেদ করিয়াও সে চলিতে পারে।

৭। সবচেয়ে ছোট পতঙ্গ কি?—এলাফিস্ (Ilaphis) জাতের মাছি। এই মাছি উকুনের চেয়েও ছোট।

৮। মৌমাছি কি গুন্ গুন্ শব্দ করে?—না, মৌমাছির পক্ষ-সঞ্চালনে উড়িবার সময় ঐরূপ শব্দ শ্রুত হয়।

ভু-তত্ত্ব

১। পৃথিবীর বয়স্ কত?—ভূ-তত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতেরা মনে করেন যে, পৃথিবীর বয়স্ ৫০ কোটি বৎসরের উপর।

২। পৃথিবীর অভ্যন্তরে কি নূতন কয়লার খনি তৈয়ারী হইতেছে?—হাঁ, লিগ্‌নাইট নামক খনিজ পদার্থ ক্রমে কয়লায় পরিণত হইতেছে।

৩। সোনা কি অবস্থায় পাওয়া যায়?—বালি, বালুকা-প্রস্তর ও নানা-প্রকার খনিজ পদার্থের সহিত মিশ্রিত অবস্থায় সোনা পাওয়া যায়।

৪। পৃথিবীর অভ্যন্তর ভাগ কি দিয়া তৈরী?—বৈজ্ঞানিকেরা মনে করেন যে, পৃথিবীর অভ্যন্তর ভাগ ধাতু দ্বারা নির্মিত; এ পর্যন্ত ভূ-পৃষ্ঠ হইতে মাত্র ১০ মাইল অন্তর্ভাগের সহিত আমরা পরিচিত।

৫। এক একটি তৈলকূপে কতদিন পর্যন্ত পেট্রোলিয়াম পাওয়া যায়?—গড়ে ১৫ হইতে ২৫ বৎসর পর্য্যন্ত।

৬। জল ও মাটির নীচে মানুষ কতদূর পর্যন্ত যাইতে পারিয়াছে?—সাবমেরিন চলিয়াছে ৩৮৩ ফুট জলের নীচ দিয়া। ডুবুরী ৮১৫ ফুট জলের নীচ পর্যন্ত নামিয়াছে। মাটির নীচে মানুষ খুঁড়িয়াছে ৮,০০০ ফুট পর্যন্ত, তেলের খনি পৌঁছিয়াছে ১০,০০০ ফুট পর্যন্ত। সমুদ্রের, গভীরতার মাপ করিয়াছে মানুষ যন্ত্রের সাহায্যে পঁয়ত্রিশ হাজার ফুটের বেশী পর্যন্ত।

৭। পৃথিবীর বুক ফুঁড়িয়া কোন্ কোন্ দেশে কি কি করা হইয়াছে?—ফ্রান্সে ২,৭৬৫ ফুট খুঁড়িয়া পৃথিবীর গভীরতম আর্তেজীয় কূপ তৈয়ারী

করা হইয়াছে। বেলজিয়ামে ৪,০০০ ফুট খুঁড়িয়া পৃথিবীর গভীরতম কয়লার খাদ পাওয়া গিয়াছে। কালিফোর্নিয়ার ১০,০০০ ফুট খুঁড়িয়া খনিজ তৈলের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে।

৮। সবচেয়ে হাল্কা এবং সবচেয়ে ভারী ধাতু কি কি?—
হাল্কা—অ্যালুমিনিয়াম এবং ম্যাগ্নেসিয়াম। ভারী—বিস্মাথ।

৯। কত বৎসর পূর্বে প্রথম মানুষজাতীয় প্রাণীর আবির্ভাব হয় এবং ইহাদের দেহাবশেষ কোথায় পাওয়া যায়?—সাড়ে পাঁচ লক্ষ বৎসর পূর্বে, জাভা-দ্বীপে ইহাদের দেহাবশেষ পাওয়া যায়। এই জাতীয় মানুষের নাম দেওয়া হয় পিথেক্যানথ্রপাস্ ইরেক্টাস্।

১০। জীবাশ্ম কি?—বহু-পুরাতন প্রাণী ও উদ্ভিদের যে অবশেষ পাললিক শিলায় পরিরক্ষিত রহিয়াছে তাহাকে Fossil বা জীবাশ্ম বলা হয়। উহারা আমাদিগকে আদিম পৃথিবীর বহু তথ্যের সন্ধান দেয়।

শরীর-তত্ত্ব

১। হাসিতে বা ভ্রুকুটি করিতে কতগুলি মাংসপেশী সঙ্কুচিত করিতে হয়?—হাসিতে ১৩টি ও ভ্রুকুটি করিতে ৫০টি পেশী সঙ্কুচিত করিতে হয়। হাসি অপেক্ষা ভ্রুকুটি করিতে বেশী শক্তিও ক্ষয় হয়।

২। রক্ত কত দ্রুত শরীরের মধ্যে চলাচল করে?—প্রতি মিনিটে দেহের সমস্ত রক্ত একবার করিয়া হৃদ্‌যন্ত্রের মধ্যে দিয়া চলাচল করে।

৩। দেহের সমস্ত রক্তের ওজন কত?—পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তির রক্তের ওজন প্রায় সাত-আট পাউণ্ড।

৪। কোন্ রোগগুলি সংক্রামক?—বসন্ত, বিসূচিকা, ডিফ্‌থিরিয়া, টাইফয়েড্ এবং আমাশয়।

৫। কোন্ কোন্ রোগের বীজাণু জলের দ্বারা সংক্রামিত হয়?—বিসূচিকা, টাইফয়েড্ এবং আমাশয়।

৬। আমরা হাই তুলি কেন?—ক্লান্তি বা অবসাদ দেহে সঞ্চিত হয় এবং

তাহা দূর করিবার জন্য অম্লজানের প্রয়োজন হয়। সেইজন্য আমরা হাই তুলি।

৭। আমরা চোখের পলক ফেলি কেন?—চোখ শুকাইয়া গেলে আমরা ভাল দেখিতে পাই না, তাই চোখের পর্দা ভিজা করিবার জন্য অশ্রুগ্রন্থি আছে। চোখের পাতা ফেলিলেই এই অশ্রুগ্রন্থি হইতে জল বাহির হইয়া চোখের পর্দা ভিজাইয়া দেয়।

৮। রৌপ্যের বাসনে জল পান করা স্বাস্থ্যের পক্ষে হিতকর কেন?—রৌপ্যের সংস্পর্শে জলের জীবাণু নষ্ট হয়।

৯। দেহের কোন স্থানে আঘাত লাগিলে দাগ পড়ে কেন?—দেহের কোথাও আঘাত লাগিলে ভিতরের ক্ষুদ্র ধমনী দুই-একটি ছিঁড়িয়া যায় এবং ত্বকের নীচে রক্ত জমে। এইজন্য আহত স্থান কালো দেখায়।

১০। বানরের শরীর হইতে গ্রন্থি লইয়া তাহা মানুষের শরীরে বসাইয়া বৃদ্ধকে নবযৌবন দান করিতে কে সক্ষম হইয়াছিলেন?—ডাঃ ভোরোনফ্।

১১। বাড়ীতে অসুখ হইলে ভিক্ষা না দেবার কি কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ আছে?—প্রদত্ত ভিক্ষার দ্বারা রোগের জীবাণু বাহিরে ছড়াইতে পারে।

১২। উজ্জ্বল আলোকের দিকে তাকাইলে চোখের মণি ছোট হইয়া যায় কেন?—কারণ চোখের উপরের বর্তুলাকার আবরণ আলোকরশ্মির প্রবেশকে নিয়ন্ত্রণ করিতে গিয়া সঙ্কুচিত হয়।

১৩। হৃৎক্রিয়া হয় কেন?—শিরা ও উপশিরার মধ্য দিয়া শরীরের প্রত্যেক অংশে রক্ত সঞ্চালিত করিবার জন্য।

১৪। শিরার রক্ত লাল এবং উপশিরার রক্ত নীল কেন?—পূর্বে ফুসফুস্ দ্বারা পবিত্রীকৃত হওয়ায় শিরার রক্ত লালবর্ণ দেখায়। উপশিরার রক্ত tissue-এর মধ্যে অম্লজান বিতরণ করিয়া এবং উহা হইতে যবক্ষারজান গ্রহণ করিয়া বিবর্ণ হইয়া পড়ে।

১৫। পায়ে ঝিঁ ঝিঁ ধরে কেন?—সাময়িকভাবে কোন শিরার উপর চাপ পড়িলে রক্ত সঞ্চালন বন্ধ হইয়া পুনরায় যখন রক্ত সঞ্চালন আরম্ভ হয়, তখন আমাদের পায়ে ঝিঁ ঝিঁ ধরে।

১৬। জলের নীচে আমরা বাঁচিতে পারি না কেন?—আমাদের সর্বদা টাট্‌কা বাতাসের প্রয়োজন। জলের মধ্যে বাতাস গ্রহণ করিতে গেলে জল ফুস্‌ফুসে্ প্রবেশ করিয়া উহাকে অকর্মণ্য করিয়া ফেলে।

১৭। আমাদের স্বেদ নির্গত হয় কেন?—দেহ হইতে মলিনতা দূর করিবার জন্য এবং শরীরের উত্তাপের সমতা রক্ষা করিবার জন্য স্বেদ নির্গত হয়।

১৮। তোতলামির কারণ কি?—মুখের ও জিহ্বার মাংসপেশীর উপর Control না থাকাই ইহার কারণ। তোতলামি একটি স্নায়বিক ব্যাধি।

১৯। Liver—যকৃৎ তলপেটের দক্ষিণ দিকের উপরিভাগে অবস্থিত। যকৃতের ভিতর স্বাস্থ্য এবং জীবনধারণের পক্ষে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় কতকগুলি কার্য হয়। এখানে একপ্রকার চিনি সঞ্চিত হয়, পিত্ত তৈয়ারী হয় এবং কতকগুলি টিস্যুর বিষ নষ্ট হয়।

২০। Spleen—প্লীহা তলপেটের ভিতরে পাকস্থলীর বামদিকে নিম্নভাগের পাঁজরার হাড়ের নীচে অবস্থিত। ইহার ভিতর রক্তের শ্বেত-কণিকার সৃষ্টি হয়। এখানে মৃত রক্তকণিকাগুলি আসিয়া পুঞ্জীভূত হয় এবং এইগুলির রক্তাংশ যকৃতের ভিতর পিত্ত তৈয়ারীর জন্য প্রেরিত হয়।

২১। Heart—ফুস্‌ফুস্‌দ্বয়ের মধ্যে অবস্থিত পেশীযুক্ত দেহযন্ত্র বিশেষ। ইহার সাহায্যে দেহের সর্বত্র রক্ত সঞ্চালন করা হয়।

২২। Lungs—(ফুস্‌ফুস্)—বক্ষদেশে পাঁজরার হাড়ের নীচে অবস্থিত শ্বাসযন্ত্র। ইহার সাহায্যে আমরা নিশ্বাস-প্রশ্বাসের কার্য করি। ফুস্‌ফুসের ভিতর আমরা বাতাসের সঙ্গে যে অম্লজান গ্রহণ করি, তাহা দ্বারা রক্তসঞ্চালন সম্ভব হয় এবং যবক্ষারজান বাহির করিয়া দিই। এইভাবে রক্ত পরিশোধিত হয়।

২৩। Pulse rate—ধমনীতে অনুভূত হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন। এই প্রকার স্পন্দন সাধারণ লোকের স্বাভাবিক অবস্থায় মিনিটে ৭২ বার হয়।

২৪। মানবদেহে জলের পরিমাণ কত?—চারভাগের তিন ভাগ।

২৫। Normal temperature—দেহের স্বাভাবিক উত্তাপ ৯৮·৪ ডিগ্রি ফার্নহিট্।

২৬। Thermometer—তাপমান-যন্ত্র। ইহার সাহায্যে দেহের উত্তাপ স্থির করা হয়। Galileo এই যন্ত্র সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে আবিষ্কার করেন।

২৭। Stethoscope—যে যন্ত্রের সাহায্যে হৃৎপিণ্ড বা অন্যান্য দেহযন্ত্রের স্পন্দন অনুভব করা যায়।

২৮। Respiration rate—মিনিটে যতবার নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস হয়; সাধারণতঃ ১৪ হইতে ১৮ বার।

২৯। Relation between pulse and temperature—দেহে উত্তাপ-বৃদ্ধি হইলে ধমনীর গতি বাড়িয়া যায়। ১ ডিগ্রি উত্তাপ বাড়িলে সাধারণতঃ ধমনীর গতি মিনিটে দশ বার বৃদ্ধি পায়।

৩০। Well-balanced diet—যে খাদ্যতালিকার মধ্যে আমাদের শরীরের প্রয়োজনমত ছানা, চর্বি, শর্করাজাতীয় খাদ্য এবং ভিটামিন ও খনিজ দ্রব্যাদি থাকে, তাহাকে well-balanced diet বলে।

নিম্নে ভারতবাসীর উপযোগী একটি খাদ্যতালিকা দেওয়া হইল:—

ঢেঁকিছাটা চাউল	৮ আউন্স
লাল আটা	৬ "
ডাল	৪ "
মৎস্য	৩ "
টাট্কা তরকারী	৪ "
দুধ	১২ "
ঘৃত বা তৈল	৩ "

৩১। Proportion of height to weight—প্রত্যেক স্বাস্থ্যবান্ লোকের উচ্চতা এবং ওজনের মধ্যে নির্দিষ্ট সম্বন্ধ (proportion) আছে। এই সম্বন্ধের ব্যতিক্রম হইলে লোকটির স্বাস্থ্যহানি হইয়াছে বুঝিতে হইবে। দেহের ওজন ১০০ পাউণ্ড হইলে, উচ্চতা ৫ ফুট হওয়া উচিত এবং প্রত্যেক এক ইঞ্চি বেশী উচ্চতার অনুপাতে ৩ পাউণ্ড বেশী ওজন হওয়া উচিত।

৩২। গড়পড়তায় একজন মানুষের মস্তিষ্কের ওজন কত?—তিন পাউণ্ডের কম।

৩৩। মানুষের শরীরে সর্বসমেত কতগুলি অস্থি আছে?—২০৬ খানা অস্থি।

৩৪। কোন্ যুগ হইতে দাঁত বাঁধাইবার ব্যবস্থা শুরু হইয়াছে?—রোম সভ্যতার যুগ হইতে। সে-যুগে সোনা দিয়া দাঁত বাঁধানো হইত। তবে নকল দাঁত বসাইবার ব্যবস্থা আরম্ভ হইয়াছে উনবিংশ শতাব্দী হইতে।

৩৫। টিউমার কি?—শরীরের ভিতর বা বাইরের কোনো জায়গায় অস্বাভাবিক মাংসপিণ্ডের উৎপত্তিকে 'টিউমার' বলে। ক্যান্সার কি? —টিউমার যদি ক্রমান্বয়ে বাড়িতে থাকে এবং স্বাভাবিক টিস্যুগুলি নষ্ট করে, তখন তাহাকে 'ক্যান্সার' বলে।

জ্যোতির্বিদ্যা

১। পৃথিবী আকাশের মধ্য দিয়া কত জোরে ছুটিতেছে?—পৃথিবী সূর্যের চতুর্দিকে যে পথ দিয়া পরিভ্রমণ করে তাহার দৈর্ঘ্য ৫৮০,০০০,০০০ মাইল। পৃথিবী প্রায় ৩৬৫ দিনে এই পথ চলিয়া শেষ করে। সুতরাং শূন্যপথে ঘণ্টায় ৩৬,২৬০ মাইল বেগে পৃথিবী ছুটিতেছে।

২। পৃথিবীর কেন্দ্রস্থল কিরূপ?—পৃথিবীর অভ্যন্তর বোধহয় ধাতুময়। বহির্ভাগে প্রায় ৫০ মাইলব্যাপী পর্বতের আবরণ আছে।

৩। যদিও পৃথিবীর অভ্যন্তরভাগ অত্যন্ত গরম তথাপি মেরুপ্রদেশে বরফ জমে কি করিয়া?—পৃথিবীর অভ্যন্তরভাগ এবং ইহার উপরিভাগের

মধ্যস্থলে একটি শীতল আবরণ আছে। আভ্যন্তরিক উত্তাপ এই আবরণ ভেদ করিয়া উপরে উঠিতে পারে না। পৃথিবীর উপরিভাগের উত্তাপ এবং সূর্যতাপ মেরুপ্রদেশে অল্পদিন স্থায়ী এবং গ্রীষ্মকালের উত্তাপ এই জমাট বরফ গলাইবার পক্ষে যথেষ্ট নয়।

৪। পৃথিবী কি চন্দ্রের মত শীতল হইয়া যাইবে?—নিশ্চয়ই; তবে সে অবস্থা আসিতে এখনও লক্ষ বৎসর দেরী আছে।

৫। চন্দ্রের ব্যাসের মাপ কত?—২,১৬২ মাইল।

৬। চন্দ্রের উপরে বাতাস নাই কেন?—চন্দ্রের আকর্ষণ-শক্তি কম বলিয়া ইহার চতুর্দিকে বাতাস নাই।

৭। চন্দ্রগ্রহ না থাকিলে কি হইত?—জোয়ারগুলি এত প্রবল হইত না এবং বহু রাত্রির গাঢ় অন্ধকারে পৃথিবী নিমজ্জিত থাকিত।

৮। দ্বিপ্রহরে ছায়াগুলি ক্ষুদ্রতম হয় কেন?—কারণ তখন সূর্য ঠিক মাথার উপর থাকিয়া কিরণ দেয়।

৯। উজ্জ্বলতম নক্ষত্র কোন্‌টি?—সিরিয়াস।

১০। কোন্ গ্রহ পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা নিকটে?—মঙ্গল গ্রহ।

প্রতিকূল গ্রহদমনে ভারতীয় প্রস্তর

রবি	চুণী	মঙ্গল	প্রবাল	চন্দ্র	মুক্তা
বুধ	পান্না	বৃহস্পতি	পোখরাজ	শুক্র	হীরক
শনি	নীলকান্তমণি	রাহু	গোমেদ	কেতু	বিড়ালাক্ষি

ভ্রান্তিজনক নামকরণ

১। Sealing Wax—ইহাতে আদৌ মোম নাই।

২। Guinea Pig—এই প্রাণীগুলি গিনি প্রদেশে পাওয়া যায় না এবং ইহারা শূকরজাতীয় জন্তুও নহে।

৩। Rice Paper—ধান বা ধান গাছের দ্বারা তৈয়ারী নয়।

৪। German Silver—এই ধাতুতে কণামাত্র রৌপ্য নাই এবং জার্মানিতেও ইহা উৎপন্ন হয় না। চীনদেশেই ইহার কেবল প্রচলন আছে।

৫। Dutch Clock—এই ঘড়িগুলি জার্মানিতে তৈয়ারী হয়।

৬। Titmouse—ইঁদুর নয়। একপ্রকার পাখী।

৭। Irish Stew—এই খাদ্যের কথা আয়ারর্ল্যাণ্ডের লোকেরা জানে না।

৮। Kid Gloves—ছাগলছানার চামড়ায় ইহা তৈয়ারী হয় না, ভেড়ার বাচ্চা বা ভেড়ার চামড়ায় ইহা তৈয়ারী হয়।

৯। Slow worm কি এক প্রকার পোকা?—না; ইহা একজাতীয় পদবিহীন গিরগিটি।

১০। Devil's Coach horse—ঘোড়া নয়। ইংলণ্ডের একপ্রকার কৃষ্ণ-বর্ণের ঝিঁ ঝিঁ পোকা।

১১। Soda water—ইহাতে আদৌ সোডা নাই। জলের সঙ্গে কার্বন ডায়ক্সাইড গ্যাস মেশানো থাকে মাত্র। নিকোলাস পল ইহার আবিষ্কারক।

১২। Chinese ink—ইহা আদৌ চীনদেশে তৈয়ারী হয় না। ইহা একপ্রকার আঁকিবার কালি। জার্মানিতে প্রথম তৈয়ারী হয়।

সময়-গণনার ইতিহাস

১। যীশুখৃষ্টের জন্মদিন হইতে ইংরেজী সনের আরম্ভ।

২। শক-রাজা কণিষ্কের রাজত্বকাল (৭৮ খ্রীঃ) হইতে শকাব্দ গণনা করা হয়।

৩। মহম্মদের মদিনা গমনের দিন হইতে মুসলমান বৎসর 'হিজরী'র আরম্ভ।

নানা দেশীয় অভিনন্দন-প্রশ্ন

১। ইংলণ্ড ও আমেরিকা—"How do you do ?"

২। ফ্রান্স—"How do you stand ?"

৩। ইটালী—"How do you find yourself ?"

৪। জার্মানি—"How do you fare ?"

৫। রাশিয়া—"May thy shadow never be less ?"

৬। চীনদেশ—"Have you eaten your rice ?"

৭। মিশর—"How do you perspire ?"

৮। জাপান (নামামি)—"I bow to you."

৯। বঙ্গদেশ—"নমস্কার, কেমন আছেন ?"

১০। ভারতের হিন্দীভাষী প্রদেশে—"নমস্তে"

বিজ্ঞাপনের ইতিহাস

সংবাদপত্রে প্রথম বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয় ১৬৪২ খ্রীষ্টাব্দে। ইংলণ্ডে প্রথম ছাপান বিজ্ঞাপন বাহির করেন William Caxton. নিয়মিতভাবে বিজ্ঞাপন-প্রচার আরম্ভ হয় ১৬৯২ খ্রীষ্টাব্দে—"The Mercurius Politicus" নামক সংবাদপত্রে। ১৬৫৭ খ্রীষ্টাব্দে লণ্ডন সহরে বিজ্ঞাপন-প্রচারের জন্য একখানি কাগজ প্রথম বাহির হয়।

ধনকুবেরদের নাম

জার্মান অর্থনীতিবিশারদ্ রিচার্ড লুইনসন্ বলিয়াছেন যে, নিম্নলিখিত বিত্তশালী ব্যক্তিগণের সম্পত্তি একত্র করিলে পৃথিবীর সমস্ত ঋণ পরিশোধ হইবে :—

১। এজলস্ ফোর্ড—যুক্তরাজ্য।

২। এডোনার্ড ডি রথস্ চাইল্ড—ফ্রান্স।

৩। হেন্রি ফোর্ড—যুক্তরাজ্য।

৪। ডিউক অব্ ওয়েস্টমিনিস্টার—ইংলণ্ড।

৫। উইলিয়ম হোহেন জোলার্ন—জার্মানি।

৬। বরোদার মহারাজা—ভারত ইউনিয়ন।

৭। স্যর বেসিল জাহরফ—গ্রীস।

৮। সাইমন পেটিনো—বলিভিয়া।

৯। লর্ড ইভীগ্—ইংলণ্ড।

১০। আগা খাঁ—ভারত ইউনিয়ন।

১১। জি. ডি. ওয়েণ্ডেল—ফ্রান্স।

১২। হায়দ্রাবাদের নিজাম—ভারত ইউনিয়ন।

১৩। জন্ ডি. রকফেলার (পিতা)—যুক্তরাজ্য (পিতা মৃত)।

১৪। লুই ড্রেফাস—ফ্রান্স।

১৫। জন্ ডি. রকফেলার—যুক্তরাজ্য (পুত্র)।

১৬। এণ্ড্রু ডব্লিউ মেলন—যুক্তরাজ্য।

১৭। ফ্রিজ থাইসেন—জার্মানি।

১৮। এণ্ড্রু কার্নেগী—স্কটল্যাণ্ড।

ধর্মতত্ত্ব

১। Easter কাহাকে বলে?—যীশুখ্রীষ্টের পুনরুত্থান পর্ব। ২১শে মার্চের পর প্রথম পূর্ণিমা তিথির পরবর্তী রবিবারে এই উৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

২। বাইবেল কোন্ সময়ে মুদ্রিত হয়?—১৪৫২-৫৬ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে ল্যাটিন্ ভাষায়। সর্বসমেত ইহা ৮৩৫টি ভাষায় অনূদিত হইয়াছে।

৩। পৃথিবীর মধ্যে বৃহত্তম মঠ কোথায়?—লাসার ড্রুবুং মঠ। এই মঠে ৮০০ শ্রমণ ও শিক্ষার্থীর বসবাসের ব্যবস্থা আছে।

৪। জাপানীদের আদিম ধর্ম কি?—শিণ্টো ধর্ম। ইহা জাপানের রাষ্ট্রীয় ধর্ম। সূর্য এই ধর্মাবলম্বীদের প্রধান দেবতা। বর্তমানে জাপানের অধিকাংশ লোক বৌদ্ধধর্মাবলম্বী।

৫। Theosophy ধর্মমতের প্রবর্তক কে?—Madam Blavatsky. এই ধর্মাবলম্বীরা কর্মবাদ ও পুনর্জন্মে বিশ্বাস করেন।

৬। ষড়্দর্শন বলিতে কোন্ কোন্ গ্রন্থ বুঝায়?—কপিলমুনি-রচিত সাংখ্য,

পতঞ্জলি-কৃত যোগসূত্র, জৈমিনী-কৃত পূর্বমীমাংসা, ব্যাস-প্রণীত উত্তর-মীমাংসা বা বেদান্ত, কণাদ-প্রণীত বৈশেষিক এবং গৌতম-প্রবর্তিত ন্যায়।

৭। পরমহংসদেবের ও বিবেকানন্দের গার্হস্থ্যাশ্রমের নাম ছিল কি?—যথাক্রমে গদাধর চট্টোপাধ্যায় ও নরেন্দ্রনাথ দত্ত।

৮। রামকৃষ্ণদেবের উপদেশের সার কি?—যত মত তত পথ।

৯। বুদ্ধের তিনটি বাণী কি?—বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি, সঙ্ঘং শরণং গচ্ছামি, ধর্ম্মং শরণং গচ্ছামি।

১০। চারিধাম বলিতে কোন্ কোন্ তীর্থ বুঝায়?—পুরী, সেতুবন্ধ রামেশ্বর, দ্বারকা ও বদরিকাশ্রম।

১১। কোন্ ধর্মাবলম্বী লোক ভারতবর্ষে বেশী?—হিন্দু-ধর্মাবলম্বী। গড়পড়তায় প্রতি দশহাজারে ৬,৮২৪ জন হিন্দু।

১২। ভারত ইউনিয়নের বাহিরে হিন্দু পীঠস্থান কোথায় আছে?—করাচী হইতে ১২ মাইল পশ্চিমে বেলুচিস্তানের দক্ষিণভাগে হিঙ্গুলা নদীতীরে হিঙ্গুলার ভবানী। ইহা ৫২ পীঠের প্রথম পীঠ।

১৩। ভারত মহাসাগরে কোন্ দ্বীপের অধিবাসীরা হিন্দু বলিয়া পরিচিত?—যবদ্বীপের পশ্চিমে বলিদ্বীপের। এখানে হিন্দুসংস্কৃতির বহু নিদর্শন বিদ্যমান আছে।

১৪। কোন্ দেশের শাসনকর্তা একজন ধর্মযাজক?—তিব্বত।

১৫। রামকৃষ্ণ মিশনের প্রতিষ্ঠাতা কে?—স্বামী বিবেকানন্দ।

১৬। বৈষ্ণবদিগের চারিটি সম্প্রদায় কি কি?—রামানুজ, বিষ্ণুস্বামী, মাধবাচার্য, নিম্বাদিত্য।

১৭। ভারত ইউনিয়নের কোন্ কোন্ স্থানে কুম্ভমেলা হয়?—প্রয়াগ, হরিদ্বার, উজ্জয়িনী এবং নাসিক।

১৮। সুন্নী কাহাদের বলে?—মুসলমানদের মধ্যে যাহারা পরম্পরাগত

মহম্মদের উপদেশাবলী ও কোর্-আনের মত ঈশ্বরের প্রত্যাদেশ বলিয়া বিশ্বাস করেন। তাঁহারা আলী এবং পূর্ববর্তী তিন খলিফাকে মানেন।

১৯। শিয়া কাহাদিগকে বলে?—মুসলমানদের মধ্যে যাঁহারা আলীকে মহম্মদের অব্যবহিত পরবর্তী খলিফা বলিয়া গ্রহণ করেন।

২০। কোন্ দেশে বিড়ালকে পূজা করা হইত?—মিশর দেশে হাজার হাজার বৎসর পূর্বে এই প্রথার প্রচলন ছিল।

২১। কোন্ দেবীর পূজায় ঘণ্টাধ্বনি নিষিদ্ধ?—হিন্দুদের লক্ষ্মীপূজায়।

২২। দেবদাসী কাহাকে বলে?—যে বালিকা দেবতার সেবায় আত্মনিয়োগ করিয়া আজীবন কুমারী থাকে।

২৩। কোন্ দেশে হস্তিপূজা হয়?—শ্যামদেশে বুদ্ধদেবের অবতার বলিয়া শ্বেত হস্তীর পূজা করা হয়।

২৪। কোন্ মস্জিদ হিন্দুদের মন্দির বলিয়া পরিচিত?—কাশীর বেণীমাধবের ধ্বজা।

২৫। Good Friday বা Goods Friday—Easter Sunday-র পূর্বের Friday—খ্রীষ্টের ক্রুশে হত্যা স্মরণার্থ বার্ষিক পর্ববিশেষ।

২৬। Christmas Eve—বড়দিন, ২৪শে ডিসেম্বর রাত্রিমুখ।

২৭। Gospel—যীশুখ্রীষ্ট-প্রদত্ত ধর্মসংবাদ। মথি, মার্ক, লুক, যোহন কর্তৃক লিখিত খ্রীষ্টের জীবনকথা।

২৮। Apostle—খ্রীষ্টের প্রেরিত শিষ্য।

২৯। পৃথিবীর কোন্ শহরে অধিক সংখ্যক মস্জিদ আছে?—কনস্টান্টিনোপল।

৩০। X' mas—খ্রীষ্টের জন্ম-উপলক্ষে বার্ষিক পর্ব। সংক্ষেপে X'mas লিখিত হয়, খ্রীষ্টানদের ইহাই সর্বাপেক্ষা বড় মহোৎসব।

৩১। ভারতের বাহিরে প্রথম বেদান্ত প্রচার করেন কে?—স্বামী বিবেকানন্দ। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে 'মানবধর্ম'-সম্পর্কে বক্তৃতা

করেন কে ?—রবীন্দ্রনাথ। চৈতন্যদেবের পর উড়িষ্যায় বৈষ্ণবধর্মের শ্রেষ্ঠ প্রচারক কে ?—বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী।

৩২। 'সবেরাত' কি ?—সৌভাগ্যের রাত্রি। ধর্মপ্রাণ মুসলমানেরা বিশ্বাস করেন, এই রাত্রিতে এক বৎসরের জন্য তাঁহাদের অদৃষ্ট নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। সুতরাং এই রাত্রিতে তাঁহারা বিশেষভাবে প্রার্থনা করিয়া থাকেন।

৩৩। 'ইদুল ফেতর' কি ?—সপ্তাহে প্রতি শুক্রবারে যেমন মুসলমানেরা মিলিতভাবে প্রার্থনা করিয়া থাকেন, ঠিক সেইরূপ বৎসরের মধ্যে এই দিনে মুসলমানেরা মিলিতভাবে প্রার্থনা করিয়া থাকেন। এই দিনে মুসলমানদের পক্ষে উপবাস করা নিষিদ্ধ। তাঁহারা নূতন বস্ত্রাদি পরিধান করিয়া এই উৎসব করিয়া থাকেন।

৩৪। 'ইদুজ্জোহা' কি ?—ভগবানের প্রেরিত পুরুষ আব্রাহাম একবার স্বপ্নে প্রত্যাদিষ্ট হইয়া তাঁহার প্রিয়তম পুত্রকে ভগবানের প্রীত্যর্থে উৎসর্গ করিবার জন্য উদ্যত হইলে তাঁহার হস্তস্থিত খড়্গ অকর্মণ্য হইয়া পড়ে। তখন প্রিয়তম কোন প্রাণী উৎসর্গ করিবার জন্য আদিষ্ট হন। তদবধি মুসলমানেরা এই উৎসবে কোন না কোন প্রাণী ভগবানের প্রীত্যর্থে উৎসর্গ করিয়া থাকেন।

৩৫। মহর্‌রম—হজরত্ মহম্মদের দৌহিত্র ইমাম হোসেন চাঁদমাস মহর্‌রমের ১০ই তারিখে কারবালা প্রান্তরে এজিদ কর্তৃক নিহত হইয়াছিলেন। এইজন্য মহর্‌রম মুসলমানদিগের একটি বিশেষ পর্বদিবস।

৩৬। 'ফাতেহা দোয়াজ দাহাম'—এই তারিখে হজরত মহম্মদের জন্ম এবং মৃত্যু হয়।

৩৭। 'আখেরি চাহার সুম্বা'—শফর চাঁদমাসের শেষ সপ্তাহের বুধবারে হজরত মহম্মদ কঠিন পীড়া হইতে রোগমুক্ত হইয়াছিলেন। সেইজন্য ইহা আখেরি চাহার সুম্বা নামে অভিহিত। ইহা মুসলমানদের একটি পর্বদিন।

৩৮। লণ্ডনের সবচেয়ে প্রসিদ্ধ গির্জাটির নাম কি ?—গির্জাটির নাম 'সিটি টেম্পল'। এটি ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম নির্মিত হয় এবং এই গির্জায় উপাসনার্থ লোক ধরে ২৫,০০ আড়াই হাজার।

৩৯। Boxing Day কোন্ দিনকে বলে ?—X'mas দিবসের পরবর্তী দিবস। এই দিনে দরিদ্র লোকের সাহায্যার্থে স্থানে স্থানে ভিক্ষাপাত্র রাখা হইত এবং সাধারণ লোকেরা উহার মধ্যে টাকা-পয়সা দিত।

৪০। ভারতবর্ষে ক্রীশ্চানদের প্রাচীনতম গির্জা কোন্‌টি ?—হুগলী জেলার অন্তর্গত ব্যাণ্ডেলে যে Bandel Church আছে, সেইটি প্রাচীনতম গির্জা। সম্রাট্ আকবরের রাজত্বকালে ১৫৫৯ খ্রীষ্টাব্দে পর্তুগীজ নাবিক এবং পাদরীরা মিলিয়া এই গির্জা-নির্মাণের ব্যয়ভার বহন করেন। ১৩৬১ সালে মোগলদের আক্রমণে গির্জার অনেক ক্ষতি হয়, কিন্তু আবার তাহাকে নূতন করিয়া গড়া হয়। এখানে যীশুখ্রীষ্ট-ক্রোড়ে যে মাতৃমূর্তি আছে, তাহা সত্যই মনোরম।

৪১। প্রথম কোন্ বাঙালী ভারতবর্ষের বাহিরে বৌদ্ধধর্ম প্রচার করেন ?—দীপঙ্কর 'শ্রীজ্ঞান'-উপাধিধারী বাঙালী অতীশ; ছেলেবেলার নাম চন্দ্রগর্ভ (জন্ম—৯৮০ খ্রীঃ) তিব্বতে ১৫ বৎসর কাল বৌদ্ধধর্ম প্রচার করেন। ৬ বৎসর বয়সে ইনি হিমালয়ের দুর্গম তুষারপথ অতিক্রম করিয়া তিব্বতে গমন করেন। তিব্বতের লাসা নগরীতে তিনি মারা যান।

৪২।

	জন্ম	মৃত্যু
গৌতম বুদ্ধ	৫৮৩ খ্রীষ্টপূর্ব	৫০৩ খ্রীষ্টপূর্ব
যীশুখ্রীষ্ট	৪ খ্রীষ্টপূর্ব	৩০ খ্রীষ্টাব্দ
হজরত্ মহম্মদ	৫৬৯ খ্রীষ্টাব্দ	৬৩২ খ্রীষ্টাব্দ
মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য	১৪০৭ শকাব্দ	১৫৫৫ শকাব্দ
গুরু নানক	১৪৫৯ শকাব্দ	১৫৩৮ শকাব্দ
শ্রীঅরবিন্দ	১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দ	১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দ

ভারতের বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের পতাকা

কংগ্রেস—সাদা, কমলা এবং সবুজ, এই ত্রিবর্ণরঞ্জিত পতাকার মধ্যস্থলে অশোক-চক্র।

হিন্দু মহাসভা—গাঢ় কমলা রংয়ের উপর রক্তবর্ণের অসি এবং সর্পবেষ্টিত পদ্মফুল।

কমিউনিষ্ট পার্টির—রক্তবর্ণের পতাকার উপর হাতুড়ী এবং কাস্তে।

পৃথিবীর প্রধান সাতটি ধর্মগ্রন্থ

১। হিন্দুদের—বেদ
২। বৌদ্ধদের—ত্রিপিটক
৩। মুসলমানদের—কোর-আন্
৪। খ্রীষ্টানদের—বাইবেল
৫। পারসিকদের—জেন্দ আবেস্তা
৬। শিখদের—গ্রন্থসাহেব
৭। চীনাদের—তাও-তেহ-কিং

জনপ্রতি শিক্ষার ব্যয়

আমেরিকা—১৬৷০
জাপান—৯৲
ইংলণ্ড—৯৶০
ভারতবর্ষ—৶০

মৎস্য

১। জল হইতে মাছ তুলিলে মাছ মরিয়া যায় কেন?—মাছ জলের ভিতর হইতে তাহার ফুল্‌কা দ্বারা শ্বাস গ্রহণ করে। জল হইতে মাছ তুলিলে ইহার ফুস্‌ফুস্ শুকাইয়া অকর্মণ্য হইয়া পড়ে এবং শ্বাসরুদ্ধ হইয়া মারা যায়।

২। মাছের চোখে পাতা নাই কেন?—মাছের চক্ষু সর্বদা জলের সংস্পর্শে থাকে বলিয়া চোখ বুজিবার বা আর্দ্র করিবার কোন দরকার হয় না।

৩। উড্ডীয়মান মৎস্য কি প্রকৃতপক্ষে উড়ে?—এই প্রকারের মৎস্য একাধিক্রমে হাজার গজ পর্যন্ত উড়িতে পারে। পাখীর ন্যায় এই মাছ

ডানা দোলাইতে পারে না, তবে উড়িবার সময় ইহারা অন্যান্য পতঙ্গের ন্যায় একপ্রকার শব্দ করে। উড়িবার সময় ইহার ডানাগুলি শুকাইয়া গেলে অনিচ্ছাসত্ত্বেও ইহারা উড়িবার ক্ষমতা হারাইয়া ফেলে।

৪। কোন্ প্রাণী বৈদ্যুতিক ধাক্কা মারিতে পারে?—তিন প্রকার মৎস্য। Gymonotus; Electric Ray; Electric Cat Fish. ইহাদের মধ্যে প্রথম প্রকারের মৎস্যের বৈদ্যুতিক ধাক্কায় যে-কোন প্রাণী গুরুতরভাবে আহত হইতে পারে, এমন কি মরিয়াও যাইতে পারে।

৫। কোন্ প্রাণী পর্বতগাত্রে ছিদ্র করিতে পারে?—Pholas নামক একপ্রকার কঠিন আবরণযুক্ত মৎস্য। ইহারা ইহাদের পায়ের দ্বারা পর্বতগাত্রে ছিদ্র করে।

৬। কোন্ জীব চোখ না বুঝিয়া ঘুমায়?—মাছ চোখ না বুঝিয়া ঘুমায়, কারণ তাহার চোখের উপর অন্যান্য জীবজন্তুর ন্যায় পাতা নাই। তাই অনেকের ধারণা মাছ ঘুমায় না।

৭। কোন্ মাছ ডিম পাড়ে না?—তিমি মাছ; উহা শাবক প্রসব করে।

৮। অল্প জলে মাছ মরিয়া যায় কেন?—জলের মধ্যে যে অক্সিজেন থাকে মাছ তাহা গ্রহণ করিয়া নিঃশেষ করে, তখন ইহার অভাবে মাছ মরিয়া যায়।

৯। মাছ খাবার চিবাইয়া না খাইয়া গিলিয়া খায় কেন?—মাছ মুখ দিয়া নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস লয়। এজন্য অনবরত তাহাদের মুখ খুলিতে ও বন্ধ করিতে হয়। তাই খাবার গিলিয়া না খাইলে মুখ খুলিলেই খাবার আবার মুখ হইতে বাহির হইয়া যায়।

ভারতের প্রাচীন স্থাপত্য

১। আবু পাহাড়ের জৈন মন্দির।
২। পুরীর জগন্নাথ মন্দির।
৩। কোনার্কের সূর্য মন্দির।
৪। অজন্তার গুহা মন্দির।

৫। কাশীর বিশ্বেশ্বরের মন্দির। ৬। পুণার পার্বতী মন্দির।
৭। গয়ার নিকটে বুদ্ধগয়ার মন্দির। ৮। মাদ্রাজের মীণাক্ষী মন্দির।
৯। হায়দ্রাবাদের হস্তিগুহা মন্দির।
১০। ব্রহ্মদেশের টানয়োয়ের গ্রেট প্যাগোডা।

কাপড়ের নাম রহস্য

আলপাকা—পেরুদেশে একপ্রকার লোমশ হরিণের নাম আলপাকা। এই হরিণের নামানুসারে ইহার লোমে প্রস্তুত সার্টিনঃজাতীয় বস্ত্রের নাম আলপাকা।

ক্যালিকো—ভারতবর্ষের কালিকট নামক স্থান হইতে পূর্বে একপ্রকার ছাপানো কাপড় রপ্তানি করা হইত। উহার নামানুসারে একপ্রকার ছাপানো ছিটের নাম ক্যালিকো হইয়াছে।

ভেলভেট—এই শব্দটি ল্যাটিন্ 'ভেলুটের' বিকৃত উচ্চারণ। ল্যাটিন্ ভাষায় 'ভেলুট' শব্দের অর্থ পশম।

ব্লাঙ্কেট—টমাস ব্লাঙ্কেটের নামানুসারে হইয়াছে। ইনি ইংলণ্ডের একজন প্রসিদ্ধ বস্ত্র-ব্যবসায়ী ছিলেন।

তাপ্তা—তাব্বা নামক বাগদাদ্ শহরের একটি রাস্তার নাম হইতে।

মসলিন—এশিয়ার 'মুসল' শহরের নামানুসারে।

সার্জ—স্পেনদেশে এক রকম পশমী কম্বলের নাম সার্জ; এই নামানুসারে বিদেশী পশমী বস্ত্র মাত্রই সার্জ নামে অভিহিত হয়।

সার্টিন—স্যাটাউন নামক চীনের একটি পল্লীর নাম হইতে।

নাম-রহস্য

১। ফুলস্ক্যাপ কাগজের এইরূপ নাম হইল কেন?—কারণ এই মাপের (১০$\frac{১}{২}$ × ৮) ইঞ্চি কাগজের উপর "Fool's cap" আঁকা থাকিত।

২। Private motor car-এর মাহিনা-করা চালককে সফার (chauffeur)

বলা হয় কেন ?—Chauffeur শব্দটি ইংরেজী stoker (যে আগুন উস্‌কাইয়া দেয়) এর প্রতিশব্দ। পূর্বে মোটর গাড়ী বাষ্পে চলিত এবং সব সময়ে একজন stoker-এর দরকার হইত। তারপর পরবর্তী কালে যখন মোটর গাড়ীতে পেট্রোল ইঞ্জিন ব্যবহৃত হইতে লাগিল, তখন সফার নামটি গাড়ীর চালককে দেওয়া হইল।

৩। রেলওয়ে স্টেশনের টিকিট বিক্রয়ের স্থানকে Booking Office বলে কেন ?—যাত্রী-গাড়ীর (Stage Coach) যুগে কাহাকেও গাড়ীতে স্থান সংগ্রহ করিতে হইলে একখানি বইয়ে (book) নাম লিখিতে হইত। যখন রেলগাড়ী প্রথম চলিতে আরম্ভ করিল, তখন একখানি টিকিট বইয়ে যাত্রীর নাম এবং গন্তব্য স্থানের ভাড়া লেখা হইত। যেদিন হইতে টিকিট ছাপান আরম্ভ হইল সেইদিন হইতেই ঐ অফিসের নাম হইল 'বুকিং অফিস'।

৪। Dead Sea-এর এইরূপ নাম হইল কেন ?—এই সাগরের জল এত লবণাক্ত যে, এখানে কোন মৎস্য বাঁচিতে পারে না।

৫। ট্রামগাড়ীর এরূপ নামকরণ হইল কেন ?—আউটারাম নামক এক সাহেব এইরূপ লাইন পাতিয়া গাড়ী চালাইবার প্রথম পরিকল্পনা করেন বলিয়া তাঁহার নাম হইতে 'ট্রাম' নামকরণ হইল।

গাছপালা

১। গাছ নিঃশ্বাস লয় কেমন করিয়া ?—পত্র দ্বারা।

২। ফুল কি করিয়া পোকামাকড়কে আকর্ষণ করে ?—ফুল নিজের দেহাভ্যন্তরে অমৃত রাখিয়া গন্ধ এবং বর্ণ দ্বারা পোকামাকড়কে আকৃষ্ট করে।

৩। ফুলে কি সত্যই মধু আছে ?—ফুলের মধ্যে প্রকৃতপক্ষে মধু নাই। মৌমাছি এবং অন্যান্য প্রাণী যে পদার্থ ফুল হইতে আহরণ করে, তাহার মধ্যে প্রচুর পরিমাণে ইক্ষুচিনি আছে। মৌচাকের ভিতরে ইহা রাসায়নিক পরিবর্তনের ফলে মধুতে পরিণত হয়।

৪। Aspen বৃক্ষের পাতা এত সহজে নড়ে কেন?—কারণ তাহাদের বৃন্তগুলি অত্যন্ত সরু।

৫। কখন্ এবং কোথায় ইংলণ্ডে সর্বপ্রথম আলুর চাষ হয়?—১৫৮৫ খ্রীষ্টাব্দে লণ্ডনের নিকট ইহার প্রথম চাষ হয়।

৬। ঘাস কিছুদিন চাপা দিয়া রাখিলে শাদা হইয়া যায় কেন?—সূর্যালোকের অভাবে Chlorophyll নামক সবুজ পদার্থ হইতে ইহা বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে বলিয়া।

৭। গাছপালা কি করিয়া আমাদের স্বাস্থ্যের উন্নতি করে?—আমরা কার্বনিক অ্যাসিড নিঃশ্বাসের সহিত বাহির করিয়া দিই। উহা আমাদের স্বাস্থ্যের পক্ষে অনিষ্টকর, কিন্তু গাছপালা উহা শোষণ করিয়া লয়, এবং বায়ুতে অক্সিজেন (অম্লজান) ছাড়িয়া দেয়। অম্লজান সহযোগে বাতাস আমাদের স্বাস্থ্যের অধিকতর উপযোগী হয়।

৮। উদ্ভিদের বয়স্ চিনিবার উপায় কি?—গাছের গুঁড়ি কাটিলে যে গোল দাগ দেখা যায়, তাহা গণনা করিয়া বয়স স্থির করা যায়।

৯। পৃথিবী কতখানি জায়গা বৃক্ষ দ্বারা আবৃত?—পৃথিবীর প্রায় পাঁচভাগের এক ভাগ।

১০। কঠিনতম কাঠের নাম কি?—ভারতবর্ষের লোহাকাঠ।

১১। সবচেয়ে হাল্‌কা এবং সবচেয়ে ভারী কাঠ কি?—যথাক্রমে Cocus কাঠ এবং Balsa কাঠ।

১২। অধিকাংশ গাছপালা সবুজবর্ণযুক্ত কেন?—মৃত্তিকা এবং বায়ু হইতে জীবনধারণের উপযোগী খাদ্য প্রস্তুত করিতে উদ্ভিদ্‌দেহস্থ সবুজ রঙ গাছপালাকে বিশেষভাবে সাহায্য করে।

১৩। সবচেয়ে বড় ফুলের নাম কি?—সুমাত্রা দ্বীপের বন্য র‍্যাগ্‌লেসিয়া আরগল্‌ভি নামে এক রকম ফুল। ইহার কুঁড়ি হয় বড় বড় ফুলকপির মত; যখন ইহা ফোটে, তখন দুর্গন্ধে বন ভরিয়া উঠে। ফুলগুলির ব্যাস পুরো দুই হাত, রং টক্‌টকে লাল ও পাপ্‌ড়িগুলি বেশ পুরু।

১৪। কোন্ বর্ণের ফুলের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি ?—লালবর্ণের।

১৫। বর্ষণ বৃক্ষ কি ?—দক্ষিণ-আমেরিকায় পেরু প্রদেশে এক রকম গাছ আছে। প্রখর রৌদ্রের সময় এই গাছ হইতে জল পড়িতে থাকে, এই জল খুব সুস্বাদু ও পুষ্টিকর। গাছগুলি আমগাছের মত বড়।

১৬। পৃথিবীতে সবচেয়ে প্রসিদ্ধ গাছ কোথায় আছে ?—ক্যালিফোর্ণিয়ায় একটি গাছ আছে, সেটি ৩২৭ ফুট উচ্চ এবং তার পরিধি ৯০ ফুট। গাছটির বয়স ৪ হাজার বৎসর।

১৭। পুষ্পের সুগন্ধ কোথা হইতে আসে ?—ফুলগাছ নিজের কাজের জন্য এক প্রকার তৈল সৃষ্টি করে, এই তৈল থাকে বলিয়া পুষ্প সুগন্ধ হয়।

১৮। বিছুটি গায়ে লাগিলে কুটকুট্ করে কেন ?—বিছুটি গাছের পাতায় এক রকম রোঁয়া আছে। এই রোঁয়াগুলির গোল ছুঁচালো ডগাটি ছুঁইলেই ভাঙিয়া গিয়া আমাদের চামড়ার ভিতরে কর্‌করে রোঁয়াটি ঢুকিয়া যায় এবং রোঁয়ার ভিতরকার নলে এক প্রকার বিষাক্ত রস থাকে। সেই রস রক্তের সঙ্গে মিশিয়া গা কুট্‌কুট্ করিতে থাকে।

১৯। বৃক্ষাদির পরমায়ু—
দেবদারু জাতীয় বৃক্ষ—৮০০ বৎসর। দেবদারু বৃক্ষ—১২,০০০ বৎসর। আমেরিকার Reed Wood বৃক্ষ—৪,০০০ বৎসর। Baobab বৃক্ষ—৪,০০০ বৎসর।

২০। সবচেয়ে বেশিদিন ফল দেয় কোন্ গাছ ?—নাসপাতি গাছ প্রায় ৩০০ বছর পর্যন্ত বাঁচিয়া থাকিয়া ফল দেয়। সংখ্যায় সবচেয়ে বেশি ফল দেয় আখরোট গাছ। এক এক বছরে একটা আখরোট গাছে প্রায় ১ লক্ষ ফল ধরিতে দেখা গিয়াছে।

২১। কোন্ গাছ সবচেয়ে আস্তে আস্তে বাড়ে ?—লিচেন্ নামক একরকম গাছ আছে। এই গাছ প্রায় পঞ্চাশ বৎসরে এক হাতের বেশী বাড়ে না। আবার এই গাছ প্রায় দুই শত বৎসর বাঁচিয়া থাকে।

২২। ডুমুরের ফুল হয় না কেন ?—কথাটা ঠিক সত্য নয়। ডুমুর ফলটি

প্রকৃতপক্ষে ডুমুরের ফুল। একটি ডুমুর ফল কাটিয়া অতসী কাচ দিয়া দেখিলে দেখা যায় যে, ভিতরে অসংখ্য ফুলের কুঁড়ির মত জিনিস। ইংরেজীতে এইগুলিকে florets বলা হয়।

২৩। রাত্রিতে যে সব ফুল ফোটে সেগুলি সাদা কেন?—এই সকল ফুল সাদা হয় তাহার কারণ, তাহারা সূর্যরশ্মি হইতে কোন রং শুষিয়া লইবার সুযোগ পায় না।

২৪। কোন্ গাছের রস হইতে রবার তৈয়ারী হয়?—রবার গাছ হইতে। মালয়ে সিঙ্গাপুর অঞ্চলে রবার গাছের প্রচুর চাষ হইয়া থাকে।

আসামের চা-বাগান

২৫। চা কোন্ গাছ হইতে পাওয়া যায়?—চা গাছ হইতে। ইহা গাছের কোনো ফল নহে। দুইটি পাতা ও একটি কুঁড়ি—ইহাই চয়ন করিয়া শুকাইয়া চা তৈয়ারী হয়। ভারতবর্ষে সবচেয়ে বেশি চা-বাগান আছে আসামে।

দুগ্ধবৃক্ষ

পৃথিবীর সর্বত্র গাভীতেই দুগ্ধ দেয়, কিন্তু দক্ষিণ-আমেরিকায় ভেনিজুয়েলার অনুর্বর প্রদেশে গাছে দুগ্ধ দেয়। এই গাছের নাম Milk Tree বা দুগ্ধবৃক্ষ। গাছগুলি উচ্চে ১০০ হইতে ১২৫ ফিট পর্যন্ত হইয়া থাকে। এই বৃক্ষের গুঁড়ির দিকে কোন ডালপালা থাকে না। অনুর্বর মরুভূমিতে এই বৃক্ষগুলি প্রচুর পরিমাণে জন্মায়। এখানকার অধিবাসিগণ এই গাছের গুঁড়িতে একটা গর্তের

দুগ্ধবৃক্ষ

মত করে এবং একটি স্থান কিছু গভীরভাবে চিরিয়া দেয়। তারপর ক্রমান্বয়ে দুই-তিন দিন ধরিয়া দুধের মত শুভ্র এবং সুস্বাদু একপ্রকার রস বাহির হইয়া আসে। এই রস অতি উপাদেয় এবং দুগ্ধের মত পুষ্টিকর।

ইংরেজি মাসের নাম-রহস্য

রোমানরা তাঁহাদের দেবতা এবং সম্রাট্‌গণের নামানুসারে মাসের নামকরণ করিয়াছেন। ইংরেজি মাসের নাম রোমানদিগের নামানুসারে হইয়াছে।

জানুয়ারী—দেবতা 'জেনাসের' নামানুসারে এই মাসের নাম হইয়াছে। রোমানরা কোন শুভ কার্য আরম্ভ করিবার পূর্বে এই দেবতার পূজা করিতেন। এই দেবতার দুইটি মুখ।

ফেব্রুয়ারী—প্রাচীনকালে রোমানেরা এই সময়ে 'ফেব্রুয়া' নামক এক উৎসব করিতেন। এই উৎসবের নামানুসারে এই মাসের নাম হইয়াছে। এই উৎসব করিবার পর রোমানগণ আপনাদিগকে শুদ্ধ বলিয়া মনে করিতেন।

মার্চ—রণদেবতা 'মারসে'র নামানুসারে এই মাসের নাম হইয়াছে। এই সময়ে দেশে খুব ঝড়-বৃষ্টি হইত।

এপ্রিল—'এপ্রিল শব্দের অর্থ খুলিয়া দেওয়া। এই সময়ে রোমদেশে বসন্তকালের আবির্ভাব হইত এবং বৃক্ষলতা পুষ্পসম্ভার লইয়া ঝলমল করিত। নির্মেঘ আকাশ, শ্যামল প্রান্তর দেখিয়া মনে হইত যে, পৃথিবীর কুজ্মটিকার আবরণ কাটিয়া গিয়াছে। তাই রোমানরা এই মাসকে এপ্রিল বলিতেন।

মে—'মেইক' নাম্নী প্রাচীন রোমানদের উপাস্য দেবতার নামানুসারে এই মাসের নামকরণ হইয়াছে। ইনি 'এট্‌লাসে'র কন্যা। রোমানদের বিশ্বাস ছিল যে, এট্‌লাস দেবতা সমগ্র পৃথিবীটা স্কন্ধে ধারণ করিয়া রাখিয়াছেন।

জুন—'জুনো' দেবীর নামানুসারে এই মাসের নামকরণ হইয়াছে।

জুলাই—রোমের বিখ্যাত সম্রাট্‌ জুলিয়াস্‌ সিজারের নামানুসারে এই মাসের নাম হইয়াছে। সিজারের পূর্বে রোমানদের বৎসর মার্চ মাস হইতে গণনা করা হইত, কিন্তু তিনি জানুয়ারী মাস হইতে গণনার প্রবর্ত

করেন। তাঁহার নাম চিরস্মরণীয় করিবার জন্য তিনি যে মাসে এই পরিবর্তন সাধন করিলেন সেই মাসের নাম দিলেন জুলাই।

আগষ্ট—সম্রাট্ আগস্টাসের নামানুসারে এই মাসের নামকরণ হইয়াছে।

সেপ্টেম্বর—পূর্বে যখন মার্চ মাস হইতে বৎসর গণনা করা হইত তখন এই মাসটা ছিল সপ্তম, তাই এই মাসের নাম হইয়াছিল 'সেপ্টেম্বর'। সিজার সংস্কার করাইয়া মাসগুলিকে বদলাইলেন, কিন্তু মাসের নাম বদলাইলেন না।

অক্টোবর—'অক্টোবর' শব্দের অর্থ আট। পূর্বে এই মাসটি অষ্টম মাস ছিল বলিয়া ইহার নাম অক্টোবর হইয়াছে।

নভেম্বর—'নভেম্বর' শব্দের অর্থ নয় এবং পূর্ব-নামকরণ অনুসারে এখনও নভেম্বর রহিয়া গিয়াছে।

ডিসেম্বর— 'ডিসেম্বর' অর্থ দশ। এই মাস পূর্বে দশম মাস ছিল বলিয়া এই মাসের নাম ডিসেম্বর হইয়াছে।

বাংলা মাসের নাম-রহস্য

বাংলা মাসের নামকরণ গ্রহ-নক্ষত্রের অবস্থানকে আশ্রয় করিয়া রাখা হইয়াছে।

বৈশাখ—এই মাসে সূর্য মেষরাশিতে অবস্থানকালে প্রায়ই 'বিশাখা' নক্ষত্রে পূর্ণিমার অন্ত হয়। এজন্য এই মাসকে সৌর বৈশাখ বলা হয়।

জ্যৈষ্ঠ—এই মাসে সূর্য বৃষরাশিতে অবস্থান করে এবং 'জ্যেষ্ঠা' নক্ষত্রে পূর্ণিমার অন্ত হয় বলিয়া ইহার নাম জ্যৈষ্ঠ রাখা হইয়াছে।

আষাঢ়—এই মাসে প্রায়ই 'পূর্বাষাঢ়' নক্ষত্রে পূর্ণিমার অবসান হয়। এই সময়ে সূর্য মিথুনরাশিতে থাকে।

শ্রাবণ—এই মাসে 'শ্রবণা' নক্ষত্রে পূর্ণিমার অন্ত হয়; তাই এই মাসের নাম শ্রাবণ। এই সময়ে সূর্য কর্কটরাশিতে অবস্থান করে।

ভাদ্র—'পূর্বভাদ্রপদ' নক্ষত্রে এই মাসের পূর্ণিমার শেষ হয় বলিয়া ইহার নাম ভাদ্র মাস। এই মাসে সূর্য সিংহরাশিতে থাকে।

আশ্বিন—এই মাসে 'অশ্বিনী' নক্ষত্রে পূর্ণিমার অস্ত হয়। সূর্য এই মাসে কন্যারাশিতে অবস্থান করে।

কার্তিক—এই মাসে 'কৃত্তিকা' নক্ষত্রে পূর্ণিমার অস্ত হয়, সেইজন্য মাসের নাম কার্তিক রাখা হইয়াছে। এই মাসে সূর্য তুলারাশিতে থাকে।

অগ্রহায়ণ—এই মাসে 'মৃগশিরা' নক্ষত্রে পূর্ণিমার শেষ হয়। সূর্য এই সময় বৃশ্চিকরাশিতে অবস্থান করে। এই মাসের সঙ্গে নক্ষত্রের নামের কোন সাদৃশ্য নাই। প্রাচীনকালে বৎসরের প্রথম মাস ছিল অগ্রহায়ণ এবং সেজন্য এরূপ নামকরণ হইয়াছে। বর্তমান সময়ে যদিও ইহা অষ্টম মাস তথাপি পূর্ব নামের কোন পরিবর্তন করা হয় নাই।

পৌষ—'পুষ্যা' নক্ষত্রে এই মাসের পূর্ণিমার শেষে হয় বলিয়াই ইহা পৌষ মাস।

মাঘ—প্রায়শঃ 'মঘা' নক্ষত্রে পূর্ণিমার শেষ হয় বলিয়া ইহার এরূপ নামকরণ হইয়াছে। সূর্য এই সময় মকররাশিতে অবস্থান করে।

ফাল্গুন—এই মাসে 'পূর্বফাল্গুনী' নক্ষত্রে পূর্ণিমার অবসান হয়। এজন্য ইহাকে ফাল্গুন বলা হয়। সূর্য এই মাসে কুম্ভরাশিতে থাকে।

চৈত্র—'চিত্রা' নক্ষত্রে সাধারণতঃ এই মাসের পূর্ণিমার অবসান হয়। তাই এই মাসের নাম চৈত্র। সূর্য এই মাসে মীনরাশিতে বিদ্যমান থাকে।

কয়েকটি পরিভাষা

১। Life Boat—ঝড়-বাদলের মধ্যে বিপন্ন যাত্রিগণকে উদ্ধার করিবার জন্য বিশেষভাবে নির্মিত নৌকা।

২। Life Buoy—জলমগ্ন ব্যক্তির জীবনরক্ষার্থ প্লব বিশেষ।

৩। Light House—সমুদ্রের মধ্যস্থিত আলোকস্তম্ভ। অকূল সমুদ্রের মধ্যে জাহাজগুলিকে এই আলোক-মঞ্চ পথ নির্দেশ করে এবং অগভীর

জল বা সমুদ্রগর্ভে নিমজ্জিত পর্বতের সহিত সংঘর্ষের হাত হইতে রক্ষা করে।

৪। Quorum—সভার কার্য-সম্পাদনার্থ ন্যূনকল্পে যতগুলি সভ্যের উপস্থিতি আবশ্যক হয় সেই সংখ্যা। অন্ততঃ পাঁচজন সভ্যের উপস্থিতি প্রয়োজন।

৫। Ambulance—আহত সৈনিকদিগের পরিচর্যা-শকট।

৬। White Hall—ত্রয়োদশ শতাব্দীতে Westminster Abbey-এর নিকট ইয়র্কের Archbishop-এর জন্য নির্মিত হয়। ১৩৫০ খ্রীষ্টাব্দে অষ্টম হেন্‌রী ইহা দখল করেন এবং ১৬৯৭ খ্রীষ্টাব্দে গৃহখানিকে পোড়াইয়া ফেলা হয়। বর্তমানে White Hall-এর Banqueting Hall-টি কেবল আছে।

৭। Census—গভর্ণমেণ্টের লোকসংখ্যা-গণনা, আদমসুমারী।

৮। X-ray—রঞ্জন-রশ্মি। ইহা দ্বারা বাক্স, দেহ প্রভৃতির অভ্যন্তরস্থ পদার্থ, অস্থি বা দেহপ্রবিষ্ট অপর কোন পদার্থের আলোকচিত্র তোলা যায়। ইহাকে Rontgen Rays-ও বলে। অধ্যাপক C. W. Rontgen ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে ইহা আবিষ্কার করেন। ইহা দ্বারা Cancer রোগের চিকিৎসা হয়।

৯। White Paper—সংবাদ প্রকাশের জন্য গভর্ণমেণ্ট পক্ষ হইতে যে বিবরণী প্রচার করা হয়।

১০। Blue Book—পার্লামেণ্টের কিংবা প্রিভি কাউন্সিলের নির্দেশানুসারে মুদ্রিত নীলবর্ণ প্রচ্ছদপত্রবিশিষ্ট দলিল।

১১। Calorie—উত্তাপের ইউনিট্।

১২। Fascism—সাম্যবাদের বিরুদ্ধে ইতালীর ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দের বিপ্লবের মূলনীতি। মুসোলিনী এই মতবাদের প্রবর্তক।

১৩। Nazism—জার্মানির ডিক্টেটর হিটলার কর্তৃক জাতীয় সাম্যবাদী দলের প্রচারিত মতবাদ।

১৪। Equinox—বৎসরের যে সময়ে রাত্রি ও দিন ঠিক সমান হয়; ২১শে মার্চ ও ২২শে সেপ্টেম্বর।

১৫। Monsoon—ষাণ্মাষিক বায়ুপ্রবাহ; ভারত মহাসমুদ্রে ইহা বৈশাখ হইতে আশ্বিন পর্যন্ত দক্ষিণ-পশ্চিম হইতে এবং কার্তিক হইতে চৈত্র পর্যন্ত উত্তর-পূর্ব হইতে প্রবাহিত হয়।

১৬। Cardinal Points—দিক্ চতুষ্টয়, উত্তর-পূর্বাদি।

১৭। India Office—ভারত-সংক্রান্ত বিষয়ের পরিচালনার জন্য ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের একটি শাসন-বিভাগ। এই বিভাগ ভারত স্বাধীন হইবার পর বিলুপ্ত হইয়াছে।

১৮। Belvedere—কলিকাতায় বাংলার লাটের ভূতপূর্ব বাসস্থানের নাম। বর্তমানে এইখানে ভারতের 'ন্যাশন্যাল লাইব্রেরী' অবস্থিত।

১৯। 10, Downing Street—ইংলণ্ডের প্রধানমন্ত্রী এখানে বাস করেন।

২০। হারাকিরি—দেশের কাজে বিশ্বাসঘাতকতা করিলে অনুশোচনায় বা কোন বিষয়ে জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার জন্য জাপানীরা উদরে অস্ত্রাঘাত করিয়া আত্মহত্যা করে। ইহার নাম হারাকিরি।

২১। Stop Press কাহাকে বলে?—পত্রিকা ছাপান আরম্ভ হইতে যে সমস্ত সংবাদ শেষ সময়ে আসিয়া উপস্থিত হয় তাহা প্রকাশের জন্য পত্রিকার খানিকটা জায়গা খালি রাখা হয়। কোন উল্লেখযোগ্য সংবাদ থাকিলে সেই স্থানে ছাপাইয়া দেওয়া হয়। এইরূপ বিলম্বে প্রাপ্ত সংবাদকে Stop Press বলে।

২২। Censor Board কি?—জনসাধারণের স্বার্থের পরিপন্থী, রাজদ্রোহাত্মক বা অনৈতিক প্রবন্ধ, নাটক, সংবাদ, ফিল্ম, প্রভৃতি পরীক্ষা করিবার একজন রাজকর্মচারীর পরিচালনাধীন একটি বোর্ড। এই বোর্ডকে Censor Board বলা হয়। উক্ত Board উপরোক্ত বিষয়গুলি বিবেচনা করিয়া প্রকাশ করিবার অনুমতি দিয়া থাকেন। প্রয়োজন-

বোধে সংশোধন করিয়াও দিতে পারেন অথবা প্রকাশ করিতে নিষেধও করিতে পারেন।

২৩। Greenwich কি—একটি শহর। ইংলণ্ডের বিখ্যাত মানমন্দির এখানে অবস্থিত। এই স্থানের দ্রাঘিমারেখাকে প্রাথমিক দ্রাঘিমা অর্থাৎ শূন্য ডিগ্রি ধরিয়া অপরাপর স্থানের দ্রাঘিমা নির্ণয় করা হয়।

রাজনৈতিক তথ্য

১। Seigfried—আত্মরক্ষার্থ জার্মানি কর্তৃক পশ্চিমসীমান্তে মাটির নিম্নদেশে নির্মিত দুর্গ-প্রাকার।

২। Maginot Line—আত্মরক্ষার্থ ফ্রান্স কর্তৃক পূর্বসীমান্তে মৃত্তিকার নিম্নে অস্ত্রশস্ত্র-পরিপূর্ণ নির্মিত দুর্গ-প্রাকার।

৩। Mechanization—সৈন্যগণকে নব নব যুদ্ধাস্ত্র এবং আগ্নেয়াস্ত্রে সজ্জিতকরণ।

৪। Mobilisation—সহসা আক্রমণের জন্য সৈন্যদলকে প্রস্তুত করা।

৫। Buffer State—দুইটি শত্রুভাবাপন্ন রাজ্যের মধ্যে যে নিরপেক্ষ রাজ্য থাকে তাহাকে Buffer State বলে।

৬। Blockade—শত্রুপক্ষের জাহাজ চলাচল ও সমুদ্রপথে মালপত্র আদান-প্রদানে বাধা দান। এই অবরোধ-নীতি একমাত্র শত্রুদেশের এলাকাতেই প্রযোজ্য—নিরপেক্ষ দেশে নহে।

৭। Ogpu—রাশিয়ার রাজনৈতিক গোয়েন্দা পুলিশ।

৮। Open Door Policy—সকলকে ব্যবসায়-বাণিজ্যের সমানাধিকার দান। ইহাকে O. G. L. অর্থাৎ Open General License-ও বলা হয়।

৯। International L'—বিশ্বের সমাজতন্ত্রী ও সাম্যবাদীদের সঙ্গীত। ইহা সোভিয়েট রাশিয়ার জাতীয় সঙ্গীত।

১০। Iron Guard—রুমানিয়ার ফ্যাসিস্ট প্রতিষ্ঠান।

১১। S. S.—জার্মান রক্ষিবাহিনী। ইহা জার্মানির ঝটিকাবাহিনীর অঙ্গীভূত ছিল। হেনরিক হিমলার ছিলেন এই বাহিনীর দলপতি।

১২। Embargo—কোন দ্রব্যের রপ্তানী বন্ধ বা বিদেশে ঋণদান নামঞ্জুর করিবার নিষেধাজ্ঞা।

১৩। Aggression—পররাষ্ট্রলোলুপ আক্রমণশীলতা। এই শব্দটিই ভার্সাই সন্ধিপত্রে প্রথম প্রযুক্ত হয়।

১৪। Kremlin—সোভিয়েট গভর্ণমেণ্টের সরকারী দপ্তরখানা।

১৫। Gestapo—জার্মানির রাজনৈতিক গোয়েন্দা পুলিস।

১৬। Blitzkrieg—তড়িৎগতিতে যুদ্ধ।

১৭। Fifth Column—পঞ্চম বাহিনী বা বিভীষণ বাহিনী।

১৮। S. A.—জার্মানির ঝটিকাবাহিনী। হের লুৎসে ছিলেন এই বাহিনীর সেনাপতি।

১৯। I. N. A.—আজাদ হিন্দ্ ফৌজ।

কয়েকটি দেশের স্বাধীনতা-দিবস

ভারতবর্ষ—১৫ই আগস্ট
চীন—১০ই অক্টোবর
ব্রহ্ম—৪ঠা ফেব্রুয়ারী
ফিনল্যাণ্ড—৬ই ডিসেম্বর
গ্রীস—২৫শে মার্চ
নরওয়ে—১৭ই মে
পোল্যাণ্ড—৩রা মে
ফিলিপাইন—৪ঠা জুলাই
বেলজিয়ম—২১শে জুলাই
সিংহল—৪ঠা ফেব্রুয়ারী
চেকোশ্লোভাকিয়া—২৪শে অক্টোবর
ফ্রান্স—১৪ই জুলাই
ইতালি—২৬শে মার্চ
পাকিস্তান—১৪ই আগস্ট
পর্তুগাল—৫ই অক্টোবর
সোভিয়েট রাশিয়া—৭ই নভেম্বর

স্পেন—১৪ই এপ্রিল
তুরস্ক—১লা নভেম্বর
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র—৪ঠা জুলাই
মেক্সিকো—১৬ই সেপ্টেম্বর

রাজনৈতিক পোষাক

ফ্যাসিস্ট—Black Shirts.
নাজী—Brown Shirts.
খুদাই খিদমদগার (উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ)—Red Shirts.
কংগ্রেস কর্মী—Khadi পোষাক।
খাকসার—Khaki Shirts

রাজনৈতিক পুস্তক

জার্মান গভর্ণমেণ্টের	প্রচারপত্র	White Books.
ব্রিটিশ „	„	Blue Books.
ইতালিয়ান ও মেক্সিকান	„	Green Books.
স্প্যানিস গভর্ণমেণ্টের	„	Red Books.
জাপানী „	„	Grey Books.
ফরাসী ও চীনদেশীয় গভর্ণমেণ্টের „		Yellow Books.
পর্তুগীজ „	„	White Books.

বিভিন্ন রকমের বিমানপোত

Fighters—এই বিমানবহর পদাতিক সৈন্যের অনুরূপ। ইহাদের কাজ আক্রমণকারী বিমানবাহিনীকে তাড়ান বা সেগুলিকে ধ্বংস করা।

Bombers—শত্রুসৈন্যের উপর বোমাবর্ষণ করাই ইহাদের কাজ। এই বিমানপোতে এক বা একাধিক ইঞ্জিন সংযুক্ত থাকে।

Torpedo-firing Planes—জাহাজের উপর টর্পেডো নিক্ষেপ করা ইহাদের কাজ।

Mine-laying Planes—শত্রুদেশের উপকূলভাগে মাইন পাতা কাজে ব্যবহৃত হয়।

Troop-carrying Planes—একপ্রকার বৃহদায়তন বিমানপোত। অবরুদ্ধ সৈন্যদের মধ্যে খাদ্য এবং অস্ত্রশস্ত্র বিতরণ-কার্যে ইহাদের ব্যবহার করা হয়।

Balloon Barrage—একসঙ্গে বহুসংখ্যক বেলুন বাঁধিয়া বহু উর্ধ্বে ছাড়িয়া দেওয়া হয়। ইহাতে শত্রুপক্ষীয় বিমানগুলি যেমন লক্ষ্যবস্তুর নিকটে আসিয়া বোমাবর্ষণ করিতে পারে না, তেমনি বহু উচ্চে থাকিতে হয় বলিয়া লক্ষ্য স্থির করিতে পারে না, এবং ইহা করিতে গেলে বিমানবিধ্বংসী কামানের নাগালে আসিয়া পড়ে।

Army Co-operative Craft—এই শ্রেণীর বিমানের কাজ শত্রুপক্ষের গতিবিধি লক্ষ্য করা, আকাশপথে থাকিয়া বিমান-আক্রমণের পরে এবং পূর্বে শত্রুর গতিবিধি ও সামরিক লক্ষ্যবস্তুর ছবিতোলা।

—

দেশ-বিদেশের খবর

ভারতের ছোট-খাট খবর

১। পৃথিবীর প্রতি পাঁচজন লোকের মধ্যে একজন ভারতবাসী।

২। ভারত-যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে পশ্চিমবাংলা অত্যন্ত লোকবহুল।

৩। ভারতে পুরুষের সংখ্যা স্ত্রীলোক অপেক্ষা অনেক বেশী এবং পাঞ্জাব এবং বোম্বাইতে এই ব্যবধান উল্লেখযোগ্য।

৪। ভারত-যুক্তরাষ্ট্রের যে-কোন প্রদেশের চেয়ে যুক্তপ্রদেশে বড় শহরের সংখ্যা সর্বাধিক।

ভারত-যুক্তরাষ্ট্রের বিশ্ববিদ্যালয়

১। কলিকাতা (১৮৫৭) ২। বোম্বাই (১৮৫৭) ৩। মাদ্রাজ (১৮৫৭) ৪। এলাহাবাদ (১৮৮৭) ৫। নাগপুর (১৯২৩) ৬। পাটনা (১৯২৭) ৭। মহীশূর (১৯১৬) ৮। ওসমানিয়া (১৯১৮) ৯। দিল্লী (১৯২২) ১০। কাশী হিন্দু (১৯১৫) ১১। ত্রিবাঙ্কুর (১৯৩৮) ১২। বিশ্বভারতী (বোলপুর) (১৯২৩) ১৩। নাশিবাই দামোদর থ্যাকারসে মহিলা (পুনা) (১৯১৬) ১৪। আগ্রা (১৯২৭) ১৫। অন্ধ্র (১৯২৬) ১৬। আন্নামালাই (১৯২৯) ১৭। লক্ষ্ণৌ (১৯২০) ১৮। উৎকল (১৯৪৩) ১৯। সাগর (১৯৪৬) ২০। পাঞ্জাব (১৯৪৭) ২১। গৌহাটী (১৯৪৮)।

ভারতের বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠান

১। রয়্যাল এসিয়াটিক সোসাইটি অব্ বেঙ্গল—১৭৮৪ সালে স্যর উইলিয়াম জোনস্ কর্তৃক স্থাপিত।

২। ভারতীয় মিউজিয়াম—১৮৬৬ সালে কলিকাতায় স্থাপিত। প্রাণিতত্ত্ব-গবেষণাগার কেন্দ্র।

৩। ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন ফর্ কাল্টিভেশন অব্ সায়েন্স—১৮৭৬ সালে ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার বৈজ্ঞানিক গবেষণার জন্য ইহা প্রতিষ্ঠা করেন।

৪। হফ্‌কিন ইনস্টিটিউট্, বোম্বাই—চিকিৎসা-শাস্ত্রের গবেষণার জন্য ১৮৯৯ সালে স্থাপিত।

৫। ভাণ্ডারকর ওরিয়েণ্টাল রিসার্চ ইনস্টিটিউট্, পুণা—১৯১৭ সালে প্রাচ্য-ভাষার উন্নতিকল্পে স্থাপিত।

৬। বসু বিজ্ঞান-মন্দির (বোস ইনস্টিটিউট্), কলিকাতা—১৯১৭ সালে উদ্ভিদ্‌তত্ত্ব সম্বন্ধে গবেষণার জন্য স্থাপিত। আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু ইহার প্রতিষ্ঠাতা।

৭। ইনস্টিটিউট্ অব্ ইঞ্জিনিয়ারস্, কলিকাতা—ভারতবর্ষে সমস্ত ইঞ্জি-নিয়ারদের মিলনকেন্দ্র।

৮। ইণ্ডিয়ান মেডিক্যাল সোসাইটি—১৯২৯ সালে কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের বিজ্ঞান কলেজের উদ্যোগে স্থাপিত।

৯। ইণ্ডিয়ান স্ট্যাটিসটিক্যাল ইনস্টিটিউট্, কলিকাতা—১৯৩২ সালে সংখ্যা-তত্ত্ব গবেষণার জন্য স্থাপিত। অধ্যাপক প্রশান্তচন্দ্র মহলানবীস ইহার প্রতিষ্ঠাতা।

১০। ন্যাশন্যাল একাডেমী অব্ সায়েন্স, এলাহাবাদ—১৯৩৬।

১১। ইণ্ডিয়ান ইনস্টিটিউট্ অব্ সায়েন্সেস্, বাঙ্গালোর—১৯১১। বৈজ্ঞানিক-গবেষণার কেন্দ্র।

১২। অল-ইণ্ডিয়া ইনস্টিটিউট্ অব্ হাইজিন্, কলিকাতা—১৯৩৭।

ভারতের বৈজ্ঞানিক গবেষণাগার

ভারত স্বাধীন হইবার পর ভারত গভর্ণমেণ্ট ৩ কোটি ৮০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে বিভিন্ন বিষয়ে গবেষণার জন্য ভারতের বিভিন্ন স্থানে ১৩টি জাতীয় গবেষণাগার স্থাপন করিয়াছেন।

এই বারটি গবেষণাগারের নাম :—( ) ন্যাশন্যাল ফিজিক্যাল ল্যাবোরেটরী, দিল্লী ; (২) ন্যাশন্যাল কেমিক্যাল ল্যাবোরেটরী, পুণা ; (৩) ন্যাশন্যাল মেটালাজক্যাল ল্যাবোরেটরী, জামসেদপুর ; (৪) সেণ্ট্রাল ফুয়েল রিসার্চ ইনস্টিটিউট্, ধানবাদ ; (৫) সেণ্ট্রাল গ্লাস অ্যাণ্ড সিরামিক রিসার্চ ইনস্টিটিউট্, যাদবপুর ; (৬) সেণ্ট্রাল রোড রিসার্চ ইনস্টিটিউট্, নিউ দিল্লী ; (৭) সেণ্ট্রাল বিল্ডিং রিসার্চ ইনস্টিটিউ ; (৮) সেণ্ট্রাল ফুড টেকনোলজিক্যাল রিসার্চ ইনস্টিটিউট্, মহীশূর ; (৯) সেণ্ট্রাল ড্রাগ রিসার্চ ইনস্টিটিউট্, লক্ষ্মৌ ; (১০) সেণ্ট্রাল লেদার রিসার্চ ইনস্টিটিউট্, মাদ্রাজ ; (১১) সেণ্ট্রাল ইলেক্ট্রো-কেমিক্যাল রিসার্চ ইনস্টিটিউট্, করাইক্কুদি, (১২) সেণ্ট্রাল রাইস রিসার্চ ইনস্টিটিউট্, কটক ; (১৩) ন্যাশন্যাল বোটানিক্যাল গার্ডেন, লক্ষ্মৌ।

গড়ে একজন ভারতবাসীর উচ্চতা ও সেই অনুপাতে তাহার ওজন

৫	ফিট		....	১০০ পাউণ্ড	
৫	ফিট	১ ইঞ্চি	....	১০৩	”
৫	ফিট	২ ইঞ্চি	....	১০৬	”
৫	ফিট	৩ ইঞ্চি	...	১০৯	”
৫	ফিট	৪ ইঞ্চি	....	১১২	”
৫	ফিট	৫ ইঞ্চি	...	১১৫	”
৫	ফিট	৬ ইঞ্চি	...	১১৮	”
৫	ফিট	৭ ইঞ্চি	...	১২১	”
৫	ফিট	৮ ইঞ্চি	...	১২৪	”
৫	ফিট	৯ ইঞ্চি	....	১২৭	”
৫	ফিট	১০ ইঞ্চি	....	১৩০	”

ভারতের প্রধান প্রধান দৈনিক সংবাদপত্র

১। স্টেটস্‌ম্যান্‌ (কলিকাতা এবং দিল্লী)। ২। অমৃতবাজার পত্রিকা (কলিকাতা ও এলাহাবাদ)। ৩। হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ড (কলিকাতা ও দিল্লী) ৪। আনন্দবাজার পত্রিকা (কলিকাতা)। ৫। যুগান্তর (কলিকাতা) ৬। হিন্দু (মাদ্রাজ) ৭। টাইমস্‌ অব্‌ ইণ্ডিয়া (বোম্বাই, দিল্লী ও কলিকাতা) ৮। বসুমতী (কলিকাতা) ৯। বিশ্বামিত্র (হিন্দী : কলিকাতা, পাটনা, বোম্বাই, কানপুর, দিল্লী ও নাগপুর হইতে একসঙ্গে প্রকাশিত) ১০। লীডার (এলাহাবাদ) ১১। ন্যাশন্যাল হেরাল্ড (লক্ষৌ) ১২। হিন্দুস্থান টাইমস্‌ (নিউ দিল্লী) ১৩। ট্রিবিউন (সিমলা) ১৪। বোম্বে ক্রনিকল (বোম্বাই) ১৫। দি সার্চ লাইট ও ইণ্ডিয়ান নেশন (পাটনা) ১৬। আসাম ট্রিবিউন ও অসমিয়া (আসাম) ১৭। প্রজাতন্ত্র ও ইস্টার্ন অবজার্ভার (উড়িষ্যা) ১৮। পাইওনিয়ার (লক্ষৌ)।

সংবাদ-সরবরাহ প্রতিষ্ঠান

সংবাদপত্রে প্রতিদিন তোমরা যে সব খবর পড়িয়া থাক, সেইসব সংবাদ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান সংগ্রহ করিয়া পরিবেশণ করিয়া থাকে। পৃথিবীর কয়েকটি প্রধান সংবাদ-সরবরাহ প্রতিষ্ঠান বা নিউজ এজেন্সীর নাম :—

ইংলণ্ড—রয়টার্স সার্ভিস। গ্লোব এজেন্সী।

ফ্রান্স—হাভাস এজেন্সী।

রাশিয়া—টাস্‌ নিউজ এজেন্সী।

যুক্তরাজ্য—অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস অব্‌ আমেরিকা। ইউনাইটেড প্রেস অব আমেরিকা।

জার্মানি—ডি. এন. বি.।

ইতালি—স্টাফানি।

জাপান—ডোমেই।

ভারত—প্রেস ট্রাস্ট অব্ ইণ্ডিয়া (P. T. I.) ও ইউনাইটেড প্রেস অব্ ইণ্ডিয়া (U. P. I.)

ভারতীয় বেতার-সংক্রান্ত খবর

১৯২৪—১৬ই মে মাদ্রাজে প্রথম রেডিও ক্লাব স্থাপিত হয়।

১৯২৭—ভারতীয় বেতার কোং ২৫শে জুলাই বোম্বাই-এ এবং আগস্ট মাসে কলিকাতার বেতার-কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করে।

১৯৩০—ভারতীয় বেতার কোং লিকুইডিশনে যায় এবং ভারত সরকার ইহার পরিচালনার ভার গ্রহণ করেন।

১৯৩৬—এই বৎসর বেতার-প্রতিষ্ঠানের নূতন নামকরণ হয়—অল-ইণ্ডিয়া রেডিও। বর্তমান নাম—আকাশবাণী।

১৯৪৩—দিল্লীতে ব্রডকাস্টিং ভবন খোলা হয়।

বর্তমানে ভারতে ২৩টি বেতারকেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছে :—কলিকাতা বোম্বাই, দিল্লী, লক্ষ্ণৌ, মাদ্রাজ, ত্রিচিনোপোলি, জলন্ধর, কটক অমৃতসর, শিলং, নাগপুর, বেজওয়াদা, বরদা, এলাহাবাদ, পাটনা, আমেদাবাদ, ধারওয়ার, হায়দরাবাদ, ঔরঙ্গাবাদ, মহীশূর, ত্রিবান্দ্রাম, কালিকট ও শান্তিনিকেতন।

বেতারসম্পর্কে চারিখানি সরকারী পত্রিকা প্রকাশিত হয় :—(১) বেতার-জগৎ (বাংলা) ; (২) ইণ্ডিয়ান লিস্‌নার (ইংরেজি) ; (৩) আওয়াজ (হিন্দী) এবং (৪) বানোলী (তামিল)।

ভারত-যুক্তরাষ্ট্র এবং ব্রহ্মদেশের প্রধান প্রধান বন্দর

ভারতবর্ষ—ওখা, দিউ, সুরাট, দামান, বোম্বাই, মরমুগাও, ম্যাঙ্গালোর, কালিকট, কোচিন, কুইলন, ত্রিবান্দ্রাম, কল্‌ম্বো, পণ্ডিচেরী, মাদ্রাজ, ভিজাগাপট্টম, টিউটিকরিন, কলিকাতা।

ব্রহ্মদেশ—কাণ্ডুলা, আকিয়াব, বেসিন, রেঙ্গুন।

পাকিস্তানের প্রধান প্রধান বন্দর

করাচী, চট্টগ্রাম ও চাল্‌না

ভারতের স্থাপত্যশিল্পের কেন্দ্রসমূহ

প্রাচীন আর্য—মহেঞ্জোদাড়ো, হরপ্পা। (পাকিস্তান)

বৌদ্ধ—অজন্তা, নাসিক, ইলোরা, নালন্দা।

জৈন—আবুপাহাড়, চিতোর।

চালুকিয়ান—ধারওয়ার, গোয়ালিয়র, বৃন্দাবন, বারাণসী, উদয়পুর, দাতিয়া।

ব্রাহ্মণ্য—ভেলোর, বিজয়নগর, এলিফান্টা, ইলোরা।

দ্রাবিড়—আম্বার, সোমনাথপুর।

পাঠান—ইলোরা, মাণ্ডু, তাঞ্জোর, তিনভেলি।

ইন্দো-সারাসেন—দিল্লী, আগ্রা, আমেদাবাদ, ফতেপুর-সিক্রি।

বিভিন্ন দেশের শিক্ষিতের হার

১। ইংলণ্ড শতকরা ৯৯½

২। জার্মানি ,, ১০০

৩। অস্ট্রিয়া ,, ৯৬

৪। ইতালি ,, ৩৩

৫। জাপান শতকরা ৯৮

৬। যুক্তরাজ্য ,, ৯৪

৭। ফ্রান্স ,, ৯৪

৮। ডেনমার্ক ,, ১০০

৯। ভারত শতকরা ১৩

জাতীয় চিহ্ন

পদ্ম—ভারতবর্ষ। শ্বেত-লিলি—ইতালি। Fleur-de-lis—ফ্রান্স। স্বস্তিকা—জার্মানি। গোলাপ—ইংলণ্ড। ক্যাঙ্গারু—অস্ট্রেলিয়া। Sugar Maple—ক্যানাডা। বিচবৃক্ষ—ডেনমার্ক। Shamrock (ত্রিপত্র গুল্মবিশেষ)—আয়ার্ল্যাণ্ড। Cactus—মেক্সিকো। গোলাপ—ইরান। Thistle (শিয়ালকাঁটা)—স্কট্‌ল্যাণ্ড। ডালিম—স্পেন। স্বর্ণদণ্ড—যুক্তরাষ্ট্র। ড্যাফোডিল পুষ্প—ওয়েলস্‌।

বিভিন্ন দেশের মুদ্রার নাম

দেশ	মুদ্রা	মূল্য
১। চীন	তেল (Tale)	২ শি. ৯ ১/২ পেন্স
২। ডেনমার্ক	ক্রোন (Krone)	১ শি. ১ ১/২ পেন্স
৩। ফ্রান্স	ফ্রাঙ্ক (Franc)	৯ ১/২ পেন্স
৪। জার্মানি	রিচ মার্ক (Reich Mark)	১১ ৩/৪ পেন্স
৫। হল্যাণ্ড	ফ্লোরিন (Florin)	১ শি. ৮ ১/২ পেন্স
৬। জাপান	ইয়েন (Yen)	৩ শি. ১/৩ পেন্স
৭। সুইট্জারল্যাণ্ড	ফ্রাঙ্ক (Franc)	৯ ১/২ পেন্স
৮। যুক্তরাজ্য	ডলার (Dollar)	৪ শি. ৩ ১/৩ পেন্স
৯। ইতালি	লিরা (Lira)	৯ ১/২ পেন্স
১০। তুরস্ক ও মিশর	পিয়াস্ত্রে (Piastre)	২ শি. ৬ পেন্স
১১। স্পেন	পেসেতা (Peseta)	৯ ১/২ পেন্স
১২। চেকোশ্লোভাকিয়া	ক্রাউন (Crown)	১·২২ পেন্স
১৩। রুমানিয়া	ল্যু (Leu)	১/৪ পেন্স
১৪। ফিনল্যাণ্ড	মার্ক (Mark)	৯ ১/২ পেন্স
১৫। রাশিয়া	রুবল (Rouble)	২ শি. ১ ১/২ পেন্স
১৬। ক্যানাডা	ডলার (Dollar)	৪ শি. ১ ১/৩ পেন্স
১৭। চিলি	পেসো (Peso)	৬ পেন্স
১৮। কোস্টারিকা	কোলন (Colon)	২ শি.
১৯। কিউবা	পেসো (Peso)	৬ পেন্স
২০। এস্টোনিয়া	ক্রন (Kroon)	
২১। গ্রীস	ড্রাক্মা (Drachma)	·৬৪ পেন্স
২২। হাঙ্গেরী	পেঙ্গো (Pengo)	৮·৬২ পেন্স
২৩। আইস্ল্যাণ্ড	ক্রোন (Krone)	১ শি. ১ ১/২ পেন্স

দেশ	মুদ্রা	মূল্য
২৪। যুগোশ্লাভিয়া	দিনার (Dinar)	৯$\frac{১}{৪}$ পেন্স
২৫। ল্যাট্‌ভিয়া	ল্যাট (Lat)	৬ পেন্স
২৬। লিথুনিয়া	লিটাস (Litas)	৬ পেন্স
২৭। পানামা	বলবোয়া (Balboa)	৪ শি. ১$\frac{৩}{৪}$ পেন্স
২৮। পেরু	সোল (Sol)	১ শি. ১$\frac{৩}{৪}$ পেন্স
২৯। পোল্যাণ্ড	জেলাটি (Zloty)	৫$\frac{১}{২}$ পেন্স
৩০। উরুগুয়ে	পেসো (Peso)	৬ পেন্স
৩১। ভেঞ্জুয়েলা	বলিভার (Bolivar)	৯$\frac{১}{২}$ পেন্স
৩২। সুইডেন	ক্রোনার (Kronar)	৬ পেন্স

কয়েকটি যুদ্ধে ক্ষতির পরিমাণ

	লোকক্ষয়	অর্থনাশ (পাউণ্ড)
ক্রিমিয়ার যুদ্ধ	৭৮৫,০০০	১,৭০০,০০০,০০০
আমেরিকার অন্তর্বিপ্লব	৬৫৬,০০০	৭,০০০,০০০,০০০
ফ্রান্স ও প্রুশিয়ার যুদ্ধ	২৮০,০০০	৩,২১০,০০০,০০০
বুয়োর যুদ্ধ	৯,৭০০	১,২৫০,০০০,০০০
প্রথম বিশ্বযুদ্ধ	৯,৮১৮,০০০	১৮৬,২২৩,৬৫৭,০৯৭
দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ	১১,৭৩৭,৫০০	৫,৫০০,০০০,০০০

পার্লামেণ্টের সভ্যদের বেতন

দেশ		বার্ষিক বেতন
গ্রেট্ ব্রিটেন	....	৬০০০ পাউণ্ড
যুক্তরাষ্ট্র	....	২০০০ ,,
ফ্রান্স	...	২৫০ ,,
জাপান	....	৩০০০ ,,

দেশ		বার্ষিক বেতন
নরওয়ে	...	৩০০ পাউণ্ড
দক্ষিণ-আফ্রিকা	...	৪০০ "
সুইডেন (প্রতি অধিবেশন)		১৪০ "
সুইট্জারল্যাণ্ড (প্রতিদিন)		১ পা. ৫ শি.
ভারতবর্ষ	...	দৈনিক ৩০ টাকা (কেবলমাত্র অধিবেশনের সময়)

বিভিন্ন দেশের আইনসভার নাম

দেশ	আইনসভা	দেশ	আইনসভা
ভারত-যুক্তরাষ্ট্র	হাউস অব্ দি পিপল	জাপান	হাউস অব্ রিপ্রেজেন্‌টেটিভস্
অস্ট্রিয়া	রাইচরাথ	ইংলণ্ড	পার্লামেণ্ট
যুক্তরাজ্য (আমেরিকা)	কংগ্রেস	ফ্রান্স	পার্লামেণ্ট
তুরস্ক	গ্রাণ্ড ন্যাশন্যাল এসেমব্লি		
ইরান	মজলিস	নেদারল্যাণ্ড	স্টেট্‌স্ জেনারেল
আইস্‌ল্যাণ্ড	আলথিং	যুগোশ্লোভিয়া	স্কুপথ্ চিনা
আয়ার ...	ওহরিয়েক্টাস	সুইট্জারল্যাণ্ড ...	ফেডার্যাল এসেমব্লি
নরওয়ে ...	স্টরটিং	স্পেন	কোরটিস্
ইতালি	সেনেট	ডেনমার্ক	রিগস্‌ডাগ
মিশর	বর্লাম্যান	পোল্যাণ্ড	সেজস্
পাকিস্তান ...	পাকিস্তান পার্লামেণ্ট		

বর্তমানকালের আশ্চর্য সমরোপকরণ

১। দূরপাল্লার শক্তিশালী কামান
২। মেসিন গান
৩। বিষাক্ত গ্যাস ও বিশালকায় বোমা
৪। তরল আগুন

৫। চুম্বক মাইন
৬। বোমাবর্ষী বিমানপোত
৬। সাবমেরিন
৮। ট্যাঙ্ক
৯। রোড মাইন
১০। উড়ন্ত বোমা
১১। আণবিক বোমা

সামরিক বিভাগ

Regiment—এই বিভাগের অধিনায়ক Colonel (কর্নেল) এবং ইহার সৈন্যসংখ্যা সর্বাধিক।

Division—সৈন্যদলের একাংশের নাম।

Battalion—কয়েকটি Companyর সমষ্টিগত নাম।

Brigade—অনির্দিষ্ট সংখ্যক regiment বা battalionকে বুঝায়।

সংক্ষেপ

A.A. .... Automobile Association.
A.D. ... Anno Domini.
A.M. .... Ante meridian.
A.R.P. ... Air-Raid Precaution
A.S. ... Anglo-Saxon.
B.B.C. .... British Broadcasting Corporation
B.D. .... Bachelor of Divinity.
B.O.A.C. .... British Overseas Airways Corporation.
C.A. .... Chartered Accountant.
C.I.D. .... Criminal Investigation Department.

C.J. .... Chief Justic.
D.A.G. ... Deputy Accoutant General
D.C.L. ... Doctor of Civil Law.
D.Lit. .... Doctor of Literature.
D.P.I. .... Director of Public Instruction.
D.I.G. ... Deputy Inspector General.
D.S.O. ... Distinguished Service Order.
D.S.P. ... Deputy Suprintendent of Police.
E.R. .... Eastern Railway.
E.&O.E. ... Errors and Omissions Excepted.
F.G.S. .... Fellow of General Society.
F.M. ... Field Marshal.
F.O.B. ... Free on Board.
F.R.A.S. ... Fellow of the Royal Astron. Soc.
F.R.S. ... Fellow of the Royal Society.
F.R.G.S. ... Fellow of the Royal Geographical Society.
G.P.O. .... General Post Office.
A.I.R. ... All-India Radio.
P.M.G. ... Post Master General.
P.W.D. ... Public Works Department.
J.P. .... Justice of the Peace.
M.B. ... Bachelor of Medicine.

N.B.	....	*Nota bene* (note well).
V.C.	....	Victoria Cross, Vice-Chancellor.
G.O.I.	...	Government of India.
P.C.	...	Post Card.
P.T.O.	....	Please Turn Over.
R.A.F.	...	Royal Air Force.
*R.S.V.P.	....	*Respondez S'il Vous Plait.* (Reply if you please).
M.R.A.S.	....	Member of the Royal Asiatic Society.
F.T.S.	...	Fellow of the Theosophical Society.
S.P.C.A.	...	Society for the Prevention of Cruelty to Animals.
†S.O.S.	...	Save our Souls.
U.S.S.R.	...	Union of Soviet Socialist Republics.
W.O.	...	War Office.
Y.M.C.A.	...	Young Men's X'tian Association.
C.S.P.C.A.	...	Calcutta Society for the Prevention of Cruelty to Animals.

*ইংরেজি নিমন্ত্রণপত্রের তলায় R.S.V.P. লেখা থাকিলে বুঝিতে হইবে যে, নিমন্ত্রণে খাওয়ার বন্দোবস্ত আছে। যদি নিমন্ত্রিত ব্যক্তি না আসিতে পারেন তবে তিনি দয়া করিয়া জানান। পাছে খাবার নষ্ট হয়, তাই এই ব্যবস্থা।

†বিপন্ন জাহাজ হইতে প্রেরিত সাহায্যের আবেদন।

I.N.A.	....	Indian National Army.
R.M.S.	....	Rly. Mail Service.
O.K.	....	All Correct.
S.R.	....	Southern Railway.
C.&W.R.	....	Central & Western Railway.
N.R.	....	Northern Railway.
N.E.R.	....	North Eastern Railway.
T.U.C.	....	Trade Union Congress.
U.N.O.	....	United Nations Organization
T.B.	....	Tuberculosis.
G.M.T.	....	Greenwich Mean Time.
C.O.D.	....	Cash on Delivery.
C.I.F.	....	Cost Insurance Freight.
F.O.R.	....	Free on Railway.
I.N.T.U.C.	...	Indian National Trade Union Congress.
M.I.C.	...	Member of the Institution of Civil Engineering.
W.A.C.	....	Women's Auxiliary Corps.
I.P.C.	....	Indian Penal Code.

সম্মিলিত রাষ্ট্র-প্রতিষ্ঠান (U. N. O.)

পৃথিবীর শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার জন্য সম্মিলিত রাষ্ট্র-প্রতিষ্ঠান বা United Nations Organization (সংক্ষেপে U. N. O.) গঠিত হয় ১৯৪৫ সালের ২৪শে অক্টোবর। ইহা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তীকালের একটি বিশেষ

উল্লেখযোগ্য ঘটনা। ১৯৪৫ সালের ২৬শে জুন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্যানফ্রান্সিস্কো শহরে সমবেত ৫০টি দেশের প্রতিনিধি প্রথমে একটি সনদ বা চার্টার সহি করেন। তাহার পর পৃথিবীর অধিকাংশ রাষ্ট্র ইহা অনুমোদন করেন। সম্মিলিত রাষ্ট্র-প্রতিষ্ঠানের প্রথম সাধারণ অধিবেশন হয় লণ্ডনে ১৯৪৬-এর ১০ই ফেব্রুয়ারী। এই রাষ্ট্রসঙ্ঘের প্রধান উদ্দেশ্য, ছোট বড় নির্বিশেষে প্রত্যেক শান্তিপ্রিয় জাতি নিজের ইচ্ছানুযায়ী গভর্ণমেণ্ট গঠন করিয়া পরিপূর্ণ অধিকারে বসবাস করিতে পারিবেন।

রাষ্ট্রসঙ্ঘের প্রধান বিভাগ দুইটি:—(১) সাধারণ পরিষদ্ ও (২) স্বস্তি পরিষদ্। এই প্রতিষ্ঠানে সমস্ত শান্তিপ্রিয় জাতি ও রাষ্ট্রেরই সদস্য হইবার অধিকার আছে। রাষ্ট্রসঙ্ঘের গঠনতন্ত্রে স্বস্তি পরিষদের সুপারিশে সাধারণ পরিষদের ভোটে কোনো সদস্য-রাষ্ট্রকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করার বিধান আছে। সমস্ত সদস্য-রাষ্ট্র লইয়া সাধারণ পরিষদ্ গঠিত। পৃথিবীতে স্থায়ী শান্তি-সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা-বিধানই স্বস্তি পরিষদের প্রাথমিক দায়িত্ব। ইহার সদস্য সংখ্যা ১১ এবং এই এগার জনের মধ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েট রাশিয়া, গ্রেট বৃটেন, ফ্রান্স ও চীন—এই বৃহৎ পঞ্চশক্তি স্বস্তি পরিষদের স্থায়ী সদস্য। এছাড়া রাষ্ট্রসঙ্ঘের আর চারিটি বিভাগ আছে:—(১) অর্থনৈতিক ও সামাজিক সংসদ; (২) অছি পরিষদ্; (৩) আন্তর্জাতিক আদালত ও (৪) সেক্রেটেরিয়েট। রাষ্ট্রসঙ্ঘের অধীনে ১২টি শাখা-প্রতিষ্ঠান আছে।

সম্মিলিত রাষ্ট্র-প্রতিষ্ঠানের বর্তমান সদস্য সংখ্যা ৬০। ইহাদের নাম অস্ট্রেলিয়া, আফগানিস্তান, ইন্দোনেশিয়া, উক্রেন, ইরান, ইরাক, ইয়েমেন, ইস্রাইল, আইস্ল্যাণ্ড, ক্যানাডা, কোস্টারিকা, কিউবা, এল সাল্ভাডোর, ইকুয়াডোর, উরুগুয়ে, গুয়েটামালা, কলম্বিয়া, চিলি, চীন, গ্রীস, চেকোশ্লোভাকিয়া, ইথিয়োপিয়া, দক্ষিণ-আফ্রিকা, তুরস্ক, ডেনমার্ক, ডোমিনিয়ান রিপাব্লিক, আর্জেন্টিনা, নেদারল্যাণ্ডস্, নরওয়ে, নিকারাগুয়া, নিউজিল্যাণ্ড, থাইল্যাণ্ড, মিশর, ভারতযুক্তরাষ্ট্র, সাইবেরিয়া, হাইতি, হাণ্ডুরাস, মেক্সিকো, পানামা, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, বলিভিয়া, ব্রেজিল. প্যারাগুয়ে, পেরু, ভেনিজুয়েলা, লেবানন, ফিলিপাইন, সৌদি

আরব, সিরিয়া, বেলজিয়াম, গ্রেট বৃটেন, ফ্রান্স, লুক্সেমবুর্গ, পোল্যাণ্ড, যুগোশ্লোভিয়া বাইলোরুশিয়া, সোভিয়েট রাশিয়া, ব্রহ্ম, পাকিস্তান ও সুইডেন।

নিউইয়র্কে একটি পঁচিশতলা বাড়ীতে জাতিসঙ্ঘের নিজস্ব কার্যালয় আছে। সেই কার্যালয়ে ইহার একটি নিজস্ব পোস্ট-অফিস আছে। জাতিসঙ্ঘের নিজস্ব ডাকটিকিট ও পতাকা আছে। ইহার প্রধান কর্মকর্তাকে সেক্রেটারি-জেনারেল বলা হয়। রাষ্ট্র-প্রতিষ্ঠানের প্রথম সেক্রেটারি-জেনারেল ছিলেন মি. ট্রিগভী লাই।

দামোদর উপত্যকা-পরিকল্পনা

বিগত একশত বৎসর কাল দামোদর নদের প্রচণ্ড বন্যায় বহু ক্ষতি হওয়ার ফলে, ইহার উপর কয়েকটি বাঁধনির্মাণের যে পরিকল্পনা হইয়াছে তাহারই নাম দামোদর উপত্যকা-পরিকল্পনা। দামোদর নদের দৈর্ঘ্য ৩৩৭ মাইল। ইহা বিহার ও পশ্চিমবঙ্গের মধ্য দিয়া প্রবাহিত। ১৯১৩ ও ১৯৪৩ খ্রীষ্টাব্দের বন্যা দুইটি প্রধান। শেষোক্ত বন্যায় এক কোটি টাকার শস্য ও তিন কোটি টাকার রেলপথ নষ্ট হয়।

১৯১৩ ও ১৯২৮ সালে দামোদরের বন্যা-নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রথম পরিকল্পনা তৈয়ারি হয়। তারপর ১৯৪৩ সালের ভীষণ বন্যার পর গভর্ণমেণ্ট সক্রিয় হন এবং একটি দামোদর বন্যা-অনুসন্ধান কমিটি নিযুক্ত হয়। ১৯৪৪ সালে এই কমিটির প্রস্তাব গৃহীত হয় এবং ১৯৪৮ সালে কেন্দ্রীয় সরকার এই সম্পর্কে একটি আইন পাস করেন। তারপর কেন্দ্রীয়, বিহার ও বাংলা সরকারের প্রতিনিধি লইয়া একটি বোর্ড গঠিত হয়।

পরিকল্পনা-অনুযায়ী দামোদর নদের বিভিন্ন স্থানে ৮টি বাঁধ তৈয়ারি হইবে। ইহার উদ্দেশ্য :—(১) বন্যা-নিয়ন্ত্রণ, (২) সেচ-ব্যবস্থার প্রসার, (৩) জল-তাড়িত বিদ্যুৎ-উৎপাদন, (৪) নৌ-চলাচলের উদ্দেশ্য, (৫) ম্যালেরিয়া-নিবারণ এবং (৬) মৎস্য-চাষ। এই পরিকল্পনার খরচ হইবে ৫৫ কোটি এবং শেষ হইতে সময় লাগিবে দশ বৎসর।

সভ্যতার বিভিন্ন যুগ

বৈজ্ঞানিকদের মতে এই পৃথিবীতে মানুষ বাস করিতেছে বিগত তিন লক্ষ বৎসর যাবৎ। মানুষের আগে সেই আদিম যুগে পৃথিবীতে বাস করিত কত রকম অতিকায় জন্তু—ম্যামথ, ডাইনোসর, প্যানথোমর। তখন পৃথিবীতে এই সব জন্তু-জানোয়ারেরই ছিল রাজত্ব। আর ইহাদের রাজত্বেই বাস করিত মানুষ। মানুষ তখন জন্তুরই সামিল ছিল—আকৃতিতে ও প্রকৃতিতে। তখন মানুষের কোন হাতিয়ার ছিল না। পাহাড়ের গুহায় বা গাছের ডালে ডালে তাহারা লুকাইয়া বেড়াইত। চাষ করিতে জানিত না, আগুনের ব্যবহারও তাহারা জানিত না। গাছের ফলমূল, শিকড় আর পাতা ছিল তাদের খাদ্য। তারপর হঠাৎ পৃথিবীতে দারুণ শীতের প্রাদুর্ভাব হইল। ফলমূল পাওয়া যায় না, উপায় কি? বাঁচিয়া থাকিবার জন্য নানা ফন্দী-ফিকির করিয়া মানুষ পশু-পক্ষী ধরিয়া খাইতে আরম্ভ করিল এবং শিকারের উপযোগী হাতিয়ারও তৈয়ারী করিল গাছের মোটামোটা ডাল আর মুখ-সরু পাথর দিয়া। পণ্ডিতেরা এই যুগের নাম দিয়াছেন **প্রস্তরযুগ**, এবং এই যুগের মানুষকে বলা হইত প্রস্তরযুগের মানুষ।

প্রস্তরযুগের মানুষ

প্রস্তরযুগেই মানুষ আবিষ্কার করিল আগুন। এই আগুনের ব্যবহা জানিবার পর হইতেই সভ্যযুগের আরম্ভ। আদিম মানুষের অন্ধকার ঘরবাডি

সেই গুহা-গহ্বর সহসা আলোকিত হইল আগুনের আলোতে এবং সঙ্গে সঙ্গে মানুষের মনেও আলোর আবির্ভাব হইল। কাঁচা মাংসের পরিবর্তে মানুষ
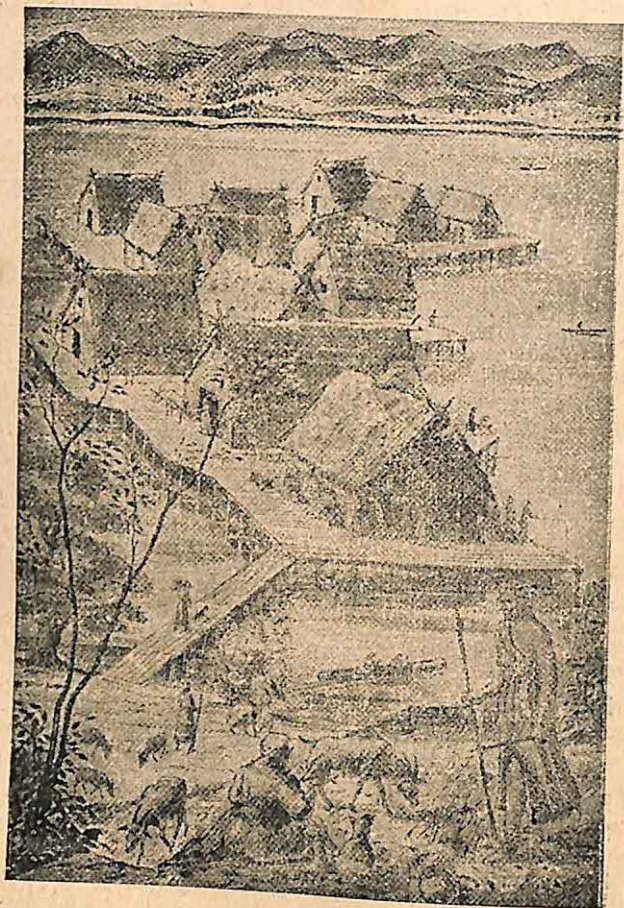
প্রস্তরযুগের বাসভূমি

মাংস পুড়াইয়া খাইতে শিখিল। মানুষের ইতিহাসে দেখা দিল **দ্বিতীয় প্রস্তরযুগ**। পাথরের অস্ত্র ছাড়িয়া মানুষ তীর-ধনুক তৈয়ারী করিল।

এমনি করিয়া মানুষ বুদ্ধির বলে জন্তুদের পিছনে ফেলিয়া অনেকখানি অগ্রসর হইল। মানুষ এই যুগে বনের পশুকে বশ করিতে শিখিল। প্রথমে কুকুর, তাহার পর গরু, ঘোড়া, গাধা, ছাগল, ভেড়া প্রভৃতি তৃণভোজী জন্তুদের সে বশে আনিল। পশুপালনের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের যাযাবর জীবনের আরম্ভ। মানুষ এখন পশুর চামড়া পরিতে শিখিয়াছে, পশুর লোম হইতে সুতা বাহির করিয়া কাপড় বুনিতে শিখিয়াছে। গুহাবাস ছাড়িয়া সে এখন পশুর চামড়ার তাঁবুতে বসবাস করিতে শিখিয়াছে। নূতন প্রস্তরযুগের মানুষ ক্রমে চাষ-আবাদ করিতে শিখিল। এইভাবে কাটিয়া গেল কত হাজার বৎসর।

চাষের যুগ ক্রমে মানুষকে লইয়া আসিল সভ্যলোকে। তাহার বর্বরতা অনেক পরিমাণে ঘুচিয়া গেল। মানুষ ঘর বাঁধিতে শিখিল। সে আর ঘুরিয়া বেড়ায় না, এক জায়গায় স্থায়িভাবে বসবাস করিতে শিখিল। বাড়িঘর উঠিল, গ্রাম গড়িয়া উঠিল। ক্রমে মানুষের মনের ভাব রূপায়িত হইল নানা রকমের বিচিত্র রেখার ছবির ভিতর দিয়া। তখন মানুষ পাথরেই লিখিত। তাহার পর মানুষ ধাতুর ব্যবহার শিখিল। যখন সে তাহা দিয়া অস্ত্র তৈয়ারি করিল তখন সভ্যতার ইতিহাস শুরু হইল **তাম্রযুগের**। ধাতুর মধ্যে মানুষের প্রথম আবিষ্কার তামা। কিন্তু তামা নরম ধাতু। তামার তৈয়ারি অস্ত্র তেমন ধারালও হইত না। তখন তামার সঙ্গে কিছু পরিমাণ টিন মিশাইয়া তৈরি হইল একরকম কঠিন ধাতু। এই মিশ্রিত ধাতুই ব্রোঞ্জ এবং ইহা আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের ইতিহাসে **ব্রোঞ্জযুগের** আরম্ভ।

প্রস্তরযুগ হইতে ধাতুর যুগে আসিয়া মানুষ অনেকটা বড় হইল। সভ্যতার পথে সে আরও অনেকখানি অগ্রসর হইল। কিন্তু যেদিন মানুষ লোহের ব্যবহার শিখিল, সেদিন আসিল প্রকৃত সভ্যতার যুগ। যীশুখ্রীষ্ট জন্মাইবার তিনশত বৎসর পূর্বে **লৌহযুগের** আরম্ভ। আমরা—বর্তমানে মানুষও সেই কবেকার লৌহযুগের নূতন মানুষের ধারা আজও চালাইতেছি।

জানিয়া রাখো

১। ভারতের সর্বপ্রথম রেডিও স্টেশন প্রতিষ্ঠিত হয় মাদ্রাজে।

২। রোম শহরটি সাতটি পাহাড়ের উপর অবস্থিত।

৩। বর্তমানে পৃথিবীর সবচেয়ে বড় ধনী তুরস্কের ৮০ বৎসর বয়স্ক একটি লোক; নাম—ক্যালৌস্টি সারকিস গুল বেঙ্কিন।

৪। পশ্চিমবঙ্গে প্রায় ১৫০০ হাইস্কুল, এবং প্রায় ১২০টি কলেজ আছে।

৫। কুনো ব্যাঙ্‌ ৩৬ বৎসর পর্যন্ত বাঁচিতে পারে।

৬। বৎসরে ৯০ লক্ষ বার মানুষের চোখের পলক পড়ে।

৭। নিউ ইয়র্কের রক্সি সিনেমা হাউস পৃথিবীর মধ্যে বৃহত্তম।

৮। পূর্ব-পাকিস্তানে ৬০ হাজার গ্রাম আছে।

৯। সমগ্র পৃথিবীতে মিনিটে ৯০ জন শিশু জন্মগ্রহণ করে এবং ৭৬ জন লোক মারা যায়।

১০। সিন্ধুপ্রদেশের শুক্কুর বাঁধ নির্মাণ করিতে ২০ কোটি টাকা খরচ হইয়াছিল।

১১। ভারতে একটি মাত্র পাখি-হাসপাতাল আছে। দিল্লীতে লালকেল্লার সম্মুখে অবস্থিত এই হাসপাতালে প্রায় ৪০০ পাখির স্থান আছে এবং ইহাদের চিকিৎসার জন্য ডাক্তার, কম্পাউণ্ডার, ঔষধপত্র সব ব্যবস্থাই আছে। এই হাসপাতালটি দিগম্বর জৈনদের দানে চলে। এই হাসপাতালে এক অভিনব ব্যবস্থা আছে। চিকিৎসাধীন পক্ষী রোগ-মুক্ত হইলে, তাহাকে মুক্ত করিয়া দেওয়া হয়।

১২। পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বড় বটগাছটি হইল প্রতাপগড়ের ফুলযানিপুর গ্রামে। ইহার ঘের ৪৫ ফুট। ছয় বিঘা জমি জুড়িয়া গাছটি দাঁড়াইয়া আছে বিরাট্ দৈত্যের মতো।

১৩। আমেরিকাতে সকল প্রকার স্কুলের ছাত্রদের জন্য ১৮ হাজার পত্রিকা প্রকাশ হইয়া থাকে। এইসব পত্রিকার মধ্যে "দি স্টুডেণ্টস্ গেজেট" পত্রিকাখানি প্রকাশিত হয় ১৭৭৭ খ্রীষ্টাব্দে। ইহা একখানি সাপ্তাহিক সংবাদপত্র। ছাত্রগণদ্বারাই ইহা পরিচালিত ও প্রকাশিত হইয়া থাকে। ইহার প্রচার সংখ্যা ৩০ হাজার। আমেরিকাতে ছাত্রদের নিজস্ব দৈনিক সংবাদপত্রও আছে।

১৪। সবচেয়ে বৃদ্ধবয়সে ইংলণ্ডের রাজা হইয়াছিলেন সপ্তম এডওয়ার্ড (৭০ বৎসর) আর চারবার ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রী হইয়াছিলেন গ্লাড্‌স্টোন। ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে ৮৩ বৎসর বয়সে ইনি চতুর্থবার প্রধান মন্ত্রী হন।

১৫। এই পৃথিবীতে প্রথম জীব আসে—প্রায় ৫০ কোটি বৎসর পূর্বে।
" " " মৎস্য " " ৪০ " " "
" " " বৃক্ষ " " ৩০ " " "
" " " পক্ষী " " ১২ " " "
" " " মনুষ্য " " ৩ লক্ষ " "

১৬। পৃথিবীর ক্ষুদ্রতম রাষ্ট্র মালদ্বীপপুঞ্জ (মালে)। ইহা সিংহল হইতে ৪০০ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত। অধিবাসী-সংখ্যা মাত্র ৯৩ হাজার। ১৯৫৩ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে ইহা একটি স্বাধীন প্রজাতন্ত্র রাষ্ট্র হিসাবে ঘোষিত হইয়াছে।

১৭। সবচেয়ে পুরাতন বাংলা পুঁথি—চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন। ইহার আবিষ্কর্তা—বিদ্বদ্বল্লভ বসন্তরঞ্জন রায়।

মজার অঙ্ক

১। আছিল দেউল এক বিচিত্র গঠন।
ক্রোধে জলে ফেলে দিল পবননন্দন ॥
অর্ধেক পঙ্কেতে তার তেহাই সলিলে।
দশম ভাগের ভাগ শেওলার দলে ॥
উপরে বাহান্ন গজ দেখি বিদ্যমান।
করহ সুবোধ শিশু দেউল প্রমাণ।

উত্তর—১৮০ গজ

২। দুই ঘরে দুই ঝাঁক পায়রা আছে। প্রথম ঘরের একটি পায়রা দ্বিতীয় ঘরের পায়রাগুলিকে ডাকিয়া বলিল, "তোমাদের ঘরের একটি পায়রা আমাদের ঘরে আসিলে, আমরা তোমাদের দ্বিগুণ হই।" দ্বিতীয় ঘরের একটি পায়রা প্রথম ঘরের একটি পায়রাকে ডাকিয়া বলিল, "তোমাদের ঘরের একজন আমাদের ঘরে আসিলে আমরা তোমাদের সমান হই।" বলত কোন্ ঘরে কয়টি পায়রা ছিল?

উত্তর—প্রথম ঘরে ৭টি এবং দ্বিতীয় ঘরে ৫টি।

৩। একটি গাছে একটি টিয়া বসিয়াছিল, এমন সময় উপর দিয়া এক ঝাঁক পাখি উড়িয়া যাইতেছিল। তখন ঐ টিয়াটি পাখির ঝাঁককে জিজ্ঞাসা করিল, "ভাই তোদের ঝাঁকে তোরা কয়জন আছিস্?" উত্তরে তাহারা বলিল,

"মোদের আগে যত, মোদের পাছে তত,
তার অর্ধেক তার পাই,
তোকে নিয়ে একশ পুরাই।"

উত্তর—৩৬+৩৬+১৮+৯+১=১০০।

৪। তোমার বন্ধুকে একটি সংখ্যা লিখিতে বল। মনে কর, সে যেন লিখিল ৩২৫। তাহাকে সমান সংখ্যক digit লইয়া আরও তিনটি সংখ্যা লিখিতে বল। তারপর তুমি এই তিনটি সংখ্যার প্রত্যেকটি digit-এর নীচে এমন এক একটি digit বসাও যেন প্রত্যেক ক্ষেত্রেই যোগফল ১৯৯ হয়। তারপর তুমি তাহাকে সংখ্যাগুলি যোগ করিতে বল। সে যে-কোন সংখ্যাই ধরিয়া থাকুক না কেন, উত্তর হইবে ৩৩২২। নিম্নের উদাহরণটি লক্ষ্য করিলেই বুঝিতে পারিবে।

```
৩২৫
৫২৫  }
৪৭৪
৬০৯  }
৩৯০
৪১৮  }
৫৮১
────
৩৩২২
```

এই প্রকার যোগের কোশলটি এইরূপ—তোমার বন্ধু প্রথমে যে সংখ্যাটি ধরিবে তাহার পূর্বে, প্রথম সংখ্যাটির পর সে আর যতগুলি সংখ্যা লিখিবে সেই কয়বার নির্দেশক সংখ্যা বসাও এবং সেই সংখ্যাটি এই নূতন সংখ্যা হইতে বাদ দিলে যোগফল পাইবে। (অর্থাৎ ৩২৫ প্রথম সংখ্যা; ৩৩২৫ − ৩ = ৩৩২২ উঃ)। কিন্তু তোমার বন্ধু সর্বপ্রথমে যে সংখ্যাটি বলিবে তার নীচে তুমি কোন সংখ্যা বসাইবে না। তবে যোগ করিবার সময় সেটিকে বাদ দিয়া যোগ করিলে ভুল হইবে।

৫। তোমার এক বন্ধুকে একখানি বই লইয়া যে-কোন পৃষ্ঠা খুলিতে বল এবং সেই পৃষ্ঠার প্রথম নয় পংক্তির মধ্যে যে-কোন পংক্তির প্রথম নয়টি শব্দের একটিকে ধরিতে বল। তারপর সে যত সংখ্যক পৃষ্ঠা খুলিয়াছে সেই পৃষ্ঠার সংখ্যাকে ১০ দিয়া গুণ করিয়া গুণফলের সহিত

২৫ এবং পংক্তির নম্বর যোগ করিতে বল। এই সংখ্যাকে আবার দশ দিয়া গুণ করিয়া গুণফলের সহিত সেই শব্দটি পংক্তিতে যত নম্বরের স্থান অধিকার করিয়া আছে, সেই সংখ্যা যোগ করিতে বল। তারপর সর্বশেষে সংখ্যাট জানিয়া লও, এবং কিছুক্ষণ চিন্তার পর বইখানি খুলিয়া শব্দটি পড়িয়া বল। এই শব্দ বাহির করা অতি সহজ। তুমি উপরি-উক্ত উপায়ে তাহার নিকট হইতে যে সংখ্যাটি জানিয়া লইলে তাহা হইতে ২৫০ বিয়োগ কর। বিয়োগফলের শেষ সংখ্যাটি শব্দের স্থানাধিকৃত নম্বর, শেষ সংখ্যাটির পূর্ববর্তী সংখ্যাটি পংক্তির নম্বর এবং অবশিষ্ট সংখ্যাগুলি পৃষ্ঠার নম্বর।

৬। কোন পুষ্করিণীতে জলের উপরে এক হাত উচ্চে একটি পদ্ম ফুটিয়াছিল। হঠাৎ দমকা বাতাসে মৃণালটি তিন হাত দূরে সরিয়া যায় এবং পদ্মটি ঠিক জলের উপর ভাসিতে থাকে। পুষ্করিণীটি কত গভীর ছিল?

উত্তর—৫ হাত।

৭। এক বালক তাহার পিতাকে তাহার বয়সের কথা জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলেন,

"তোর যেদিন জন্ম হ'ল, আমার বয়সখানি,
আজিকার তোর বয়সের দ্বিগুণ ছিল জানি।
আরও বলি হোক না ক্রমে চৌদ্দ বছর গত,
বয়সটি তোর হবে আমার সেই বয়সের মত।"

পিতা ও পুত্রের বয়স কত?

উত্তর—যথাক্রমে ৪২ এবং ১৪ বৎসর।

৮। তিন সংখ্যাবিশিষ্ট একটি অঙ্ক ধর। এই সংখ্যাকে উল্টাইয়া প্রথম সংখ্যাটি বিয়োগ কর। বিয়োগফলকে উল্টাও এবং এই নূতন সংখ্যাকে বিয়োগফলের সহিত যোগ কর। উত্তর হইল ১০৮৯।

উদাহরণ :—৪৮৯ সংখ্যাটি ধর। ইহাকে উল্টাইলে ৯৮৪ হয়।
৯৮৪ — ৪৮৯ = ৪৯৫, ৪৯৫ + ৫৯৪ = ১০৮৯।
যখন কোন অঙ্কের প্রথম এবং শেষ সংখ্যা একই হয় তখন এই নিয়ম খাটে না এবং সংখ্যাটি উল্টাইলে মূল সংখ্যার চেয়ে বড় হওয়া প্রয়োজন।

৯। (১) একটি সংখ্যা ধর।
(২) উহাকে ৫ দিয়া গুণ কর।
(৩) ৬ যোগ কর।
(৪) ৬ যোগ কর।
(৫) ৯ যোগ কর।
(৬) ৫ দিয়া গুণ কর।

যে সংখ্যাটি তুমি প্রথমে ধরিয়াছ উহা বাহির করিতে হইলে বর্তমান ফল হইতে ১৬৫ বাদ দাও এবং বিয়োগফলকে ১০০ দিয়া ভাগ করিলে প্রথমে যে সংখ্যাটি ধরিয়াছ, তাহা পাইবে।

১০। একটি পুকুরে ৪টি ঘাট আছে এবং প্রত্যেক ঘাটের নিকটে একটি করিয়া মন্দির আছে। একজন পুরোহিত প্রথম মন্দিরে প্রবেশ করিয়া আটটি ফুলের অঞ্জলি দিলেন। মন্দির হইতে বাহির হইয়া আসিয়া দেখেন যে, তাঁহার ডালির ফুল দ্বিগুণ হইয়াছে। তিনি তারপর দ্বিতীয় মন্দিরে আবার আটটি ফুল উপহার দিলেন। বাহিরে আসিয়া দেখেন যে, তাঁহার ফুল পুনরায় দ্বিগুণ হইয়াছে। তৃতীয় মন্দিরের নিকটেও ঐরূপ হইল এবং চতুর্থ মন্দিরে গিয়া পুরোহিত আটটি ফুল উপহার দিবার পর আর একটিও ফুল ছিল না। তাঁহার ডালিতে প্রথমে কয়টি ফুল ছিল ?

উত্তর—১৫।

১১। ৪৫ হইতে ৪৫ বিয়োগ করিলে বিয়োগফল ৪৫ হইবে। করিতে পার ?—প্রথমে ১ হইতে ৯ পর্যন্ত উল্টা করিয়া লিখ এবং তাহার

তলায় ১ হইতে ৯ পর্যন্ত পর পর বসাও। এখন বিয়োগ কর। দেখিবে বিয়োগফলের মধ্যে ঐ ১ হইতে ৯টি রাশি রহিয়াছে। এখন ১ হইতে ৯ রাশির যোগফল ৪৫। তাহা হইলে কি হইল, দেখ :

৯৮৭৬৫৪৩২১ = ৪৫
১২৩৪৫৬৭৮৯ = ৪৫
৮৬৪১৯৭৫৩২ = ৪৫

"জ্ঞানের আরম্ভ আছে, শেষ নাই,
দান আছে, ক্ষয় নাই।"
—রবীন্দ্রনাথ।

লেক জেনেভা

—শেষ—